চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 174 Saturday, 25 May, 2024 ❋ ২৯ বর্ষ, ১৭৪ সংখ্যা ❋ ১১ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১, শনিবার, ২৫ মে, ২০২৪ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

শহরের একাধিক এলাকায় দু' মাসের জন্য জারি হল ১৪৪ ধারা!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ মেঃ টানা ২ মাসের জন্য কলকাতার একাধিক এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করল কলকাতা পুলিশ। সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলিতে করা যাবে না মিটিং মিছিল! শুক্রবার এমনই নজিরবিহীন নির্দেশিকা জারি করেছেন কলকাতা পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল। আগামী ২৮ মে থেকে ২৬ জুলাই পর্যন্ত এই নির্দেশিকা বহাল থাকবে। নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, বউবাজার থানা, হেয়ার স্ট্রিট থানা এবং কলকাতা ট্রাফিক গার্ডের সদর দফতরের অধীনে কেসি দাস ক্রসিং থেকে ভিক্টোরিয়া হাউসের দিকে এবং বেন্টিক স্ট্রিট বাদে এর আশেপাশের এলাকায় জারি থাকবে ১৪৪ ধারা। সংশ্লিষ্ট এলাকায় পাঁচজনের বেশি কোথাও জমায়েত করা যাবে না। কেন? কলকাতা পুলিশ সূত্রের খবর, সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলিতে ভোটের আগে ও পরে অশান্তির সম্ভাবনা রয়েছে। সে কারণেই আগাম সতর্কতা হিসেবে এই পদক্ষেপ। পুলিশ সূত্রের খবর, সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলিতে কিছু সমাজবিরোধী কার্যকলাপের খবর এসেছে। তারা বড় ধরনের কোনও হিংসাত্মক পরিবেশ তৈরি করতে পারে বলেও জানতে পেরেছে পুলিশ। এক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলের মিছিল বা মিটিংকে সহজেই তারা 'টার্গেট' করতে পারে বলেও আশঙ্কা করা হচ্ছে। জানা যাচ্ছে, সে কারণেই মিছিল মিটিংয়ের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। প্রসঙ্গত ১ জুন শেষ দফায় ভোট হবে কলকাতায়। ৪ জুন ফলাফল প্রকাশ হবে। সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলিতে মিছিল, মিটিং কিছুই হবে না ২৮ মে থেকে আগামী দু'মাস। এলাকার মানুষের সুরক্ষার স্বার্থেই এই সিদ্ধান্ত বলে পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে।

সাধুদের প্রতিবাদ মিছিল থেকে সুর চড়ালেন কার্তিক মহারাজ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ মেঃ প্রতিবাদের ডাকটা আগেই উঠেছিল। ঠিক হয়ে গিয়েছিল দিনক্ষণ। অবশেষে শুক্রবার শহর কলকাতা দেখল এক অভিনব প্রতিবাদ মিছিল। বঙ্গীয় সন্ত স্বাভিমান যাত্রা। সাধু সন্তদের নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যের প্রতিবাদে এদিন বাগবাজার সারদা দেবীর বাড়ি থেকে শুরু হয় এই মিছিল। শেষ হয় সিমলা স্ট্রিটে স্বামী বিবেকানন্দের বাড়ি পর্যন্ত গিয়ে। হাজির থাকতে দেখা গেল খোদ কার্তিক মহারাজকেও। উঠল জয় শ্রী রাম স্লোগানও। উঠল ভারত মাতা কী জয় স্লোগানও। মিছিল থেকেই নাম না করে মমতার বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে কার্তিক মহারাজ বলেন, ''উনি জানেন কেন আক্রমণ করা হচ্ছে। উনি কী বলেছেন তা বিভিন্ন চ্যালেনে প্রচার হয়েছে। সে কারণেই বিভিন্ন মঠ মিশনের সাধু সন্তরা রাস্তায় নেমেছেন। এটা তো খুবই ভাল।'' এরপরই আক্রমণের ঝাঁঝ আরও বাড়িয়ে বেলডাঙা ভারত সেবাশ্রম সংঘের অধ্যক্ষ বলেন, ''শুধু পশ্চিমবঙ্গে নয়, গোটা ভারতবর্ষে আমাদের নাম রয়েছে। ওনার প্রত্যেকটা চ্যালেঞ্জকে আমি গ্রহণ করেছি। আজ পর্যন্ত হুমায়ুন কবীরকে উনি শাসন করেননি। সংযত করেননি।''

'দাঙ্গা লাগাতেই ওবিসি সার্টিফিকেট বাতিল'

দুরন্ত বার্তা, রায়দিঘি ও ক্যানিং, ২৪ মেঃ শনিবার ষষ্ঠ দফার লোকসভা নির্বাচন। আর তার আগে আবার সংবাদ শিরোনামে এল পিছড়ে বর্গের (ওবিসি) শংসাপত্র বাতিলের প্রসঙ্গ। ২০১০ সালের পর থেকে বাংলায় যাঁরা ওবিসি সার্টিফিকেট পেয়েছেন সেই সব শংসাপত্র গত বুধবার বাতিল করার নির্দেশ দেয় কলকাতা হাইকোর্ট। তাতে প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি এই রায় মানেন না বলেও জানিয়েছিলেন। তাই সুপ্রিম কোর্টে যাচ্ছে রাজ্য সরকার। এই আবহে এবার কলকাতা হাইকোর্টের এই রায় দাঙ্গা লাগাবার জন্যই দেওয়া হয়েছে বলে রায়দিঘির নির্বাচনী জনসভা থেকে বড় অভিযোগ করলেন মুখ্যমন্ত্রী। কলকাতা হাইকোর্টের এই রায় যে সঠিক নয় সেটা প্রাক্তন আমলা উপেন বিশ্বাসও বলে দিয়েছেন। কারণ তাঁকে মাথায় রেখেই এই পিছড়ে বর্গের মুসলিমদের মধ্যে থাকা ওবিসি তাঁদের শংসাপত্র দেওয়ার বিষয়টি স্থির হয়। কিন্তু এই নিয়ে আগে মামলা হলেও বিজেপি হেরে যায়। পরে সেই মামলা ডিভিশন বেঞ্চে হলে ওবিসিদের শংসাপত্র বাতিল করার রায় দেওয়া হয়। তাও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শাসনকালকে নিশানা করেই। এবার রায়দিঘির নির্বাচনী সভা থেকে এই বিষয়টিকে সামনে নিয়ে এসে বড় অভিযোগ করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, ''মুসলিমদের সঙ্গে তফশিলিদের দাঙ্গা লাগিয়ে দেওয়ার জন্যই ওবিসি সার্টিফিকেট ক্যানসেল করা হয়েছে। ভোটের মধ্যে ওরা দাঙ্গা বাঁধানোর চেষ্টা করছে।'' এই রায় দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। সেটা বিজেপি-সিপিএমের যোগসাজশে বলে তা আগেই জানিয়ে ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এটার শেষ দেখে তিনি ছাড়বেন বলেও মন্তব্য করে ছিলেন। মানুষের অধিকার খর্ব হতে দেবেন না বলেও সোচ্চার হন মুখ্যমন্ত্রী। আর এবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য, ''সংবিধানে তফশিলিদের সংরক্ষণের কথা বাবা সাহেব আম্বেদকর করে গিয়েছেন। এটা বাতিল করার ক্ষমতা কারও নেই। মোদিবাবু, অমিত শাহ আর ওদের বন্ধু সিপিএমকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে যাচ্ছি।'' এর আগে বিচারপতি যে দু'জন এই রায় দিয়েছিলেন তাঁদেরও সমালোচনা করেছিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো। এবার তা চরমে তুললেন। এছাড়া ১৯৯৩ সালের অনগ্রসর জাতি সংক্রান্ত আইন অমান্য করার অভিযোগে ২০১২ সালের ওবিসি নিয়ে বিধি বাতিল করার নির্দেশ দেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা ও বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর ডিভিশন বেঞ্চ। সেই নির্দেশে বলা হয়েছে, ২০১২ সালের বিধি মেনে যাদের ওবিসি শংসাপত্র

দেওয়া হয়েছিল, সেগুলি বৈধ নয়। এই রায়কেই চ্যালেঞ্জ করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর কথায়, ''এই রায় আমি মানি না। কারণ এই রায়ের কোনও ভিত্তি নেই। বিজেপি-সিপিএমের কথাতেই এমন রায় দেওয়া হয়েছে।'' এখনও দু'দফার ভোট বাকি। তার আগে সংশ্লিষ্ট এলাকায় বিজেপি কেন্দ্রীয় সরকারের গাড়িতে করে টাকা ঢোকাচ্ছে বলে অভিযোগ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রসঙ্গত, শুক্রবার সকালেই ঘাটাল লোকসভার দাসপুর থানার খুকুড়দা এলাকায় নাকা চেকিং-এর সময় পুলিশ এক বিজেপি নেতার গাড়ি থেকে ২৪ লক্ষ টাকা বাজেয়াপ্ত করেছে। পুলিশ সূত্রের খবর, বাজেয়াপ্ত অর্থের পরিমাণ বাড়তে পারে। কারণ নোট গোনা এখনও চলছে। ওই প্রসঙ্গ টেনে এদিন রায়দিঘির সভা থেকে প্রশাসনকে সতর্ক করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''গত কয়েকদিন ধরেই বিজেপির বিভিন্ন নেতার কাছ থেকে প্রচুর টাকা উদ্ধার হচ্ছে। শুক্রবারও দাসপুরে পুলিশ নাকা চেকিংয়ের সময় এক বিজেপি নেতার গাড়ি থেকে প্রচুর টাকা পেয়েছে। আমি পুলিশ প্রশাসনকে বলব আরও বেশি করে নাকা চেকিং করতে।'' এরপরই মমতা অভিযোগ করেন, ''নির্বাচনের জায়গাগুলোতে গাড়িতে করে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা ঢোকাচ্ছে বিজেপি। কেন্দ্রীয় সরকারের গাড়িতে করে টাকা ঢোকানো হচ্ছে। আমি প্রশাসনকে বার বার বলব নাকা চেকিংয়ে আরও জোর দিতে।'' দাসপুরের প্রসঙ্গ টেনে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''প্রশাসন থেকে যতদূর জানতে পেরেছি ওই টাকার বৈধ কোনও কাগজপত্র ছিল না বিজেপি নেতার কাছে।'' এরপরই জনতার উদ্দেশে মমতা বলেন, ''পাঁচ বছর কাজ না করে এখন টাকা দিয়ে ভোট কিনতে চাইছে। কতটা নির্লজ্জ এই বিজেপি দল।'' এর আগে গত ২৯ এপ্রিল মালদহে নাকা চেকিংয়ের সময় বিজেপি নেতা শান্তনু ঘোষের কাছ থেকে ১ লক্ষ ৯৫ হাজার টাকা বাজেয়াপ্ত করেছিল পুলিশ। ১ মে মালদহের রতুয়ায় আর এক বিজেপি নেতার কাছ থেকে প্রায় সাড়ে ৭ লক্ষ টাকা উদ্ধার করে পুলিশ। এদিন সাগর, রায়দীঘিতে সভা করে ক্যানিং এর স্টেডিয়ামের মাঠে জয়নগর লোকসভার তৃনমূল কংগ্রেসের প্রার্থী প্রতিমা মন্ডলকে পাশে নিয়ে জনসভা করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিনের মঞ্চ থেকে বিজেপিকেও একহাত নেন মমতা। গেরুয়া শিবির 'হারাতঙ্ক রোগে' ভুগছে বলেই দাবি তাঁর। মমতার কথায়, ''কুকুর কামড়ালে জলাতঙ্ক হয়। আর এখানে বিজেপি হারাতঙ্ক রোগে ভুগছে। শুনুন সময়টা খুব গুরুত্বপূর্ণ। এবার যদি মোদি ক্ষমতায় আসে, তবে আর কোনও নির্বাচন হবে না। দেশটাকে বিক্রি করে দেবে। যত শীঘ্র বিজেপি সরকারকে সরানো যায়, ততই মঙ্গল।'' কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী এসএসসি মামলায় সম্প্রতি ২৬ লক্ষ চাকরি বাতিল করা হয়। ২০১০ সাল পরবর্তী ওবিসি সার্টিফিকেট বাতিলের মতো রায়ও দিয়েছে হাইকোর্ট। দুই ইস্যুতেই গেরুয়া শিবিরকে তুলোধোনা করেন মমতা। বলেন, ''বিজেপি ভাঁওতাবাজ পার্টি। বিজেপি মিথ্যেবাদী পার্টি। বিজেপি পার্টি চাকরি কেড়ে নেওয়ার পার্টি। বিজেপি ধান্দাবাজ পার্টি। মানুষ খেকো বাঘের মতো এরা চাকরি খেয়ে নেয়।'' ওবিসি সার্টিফিকেট বাতিল প্রসঙ্গে মমতার তোপ, ''এখন একজন বলছেন, ১৫ লক্ষ ওবিসি কার্ড বাতিল। আমি বলছি বাতিল নয়। এত তাড়াতাড়ি বাতিল করা যায় না। এটা আমরা করেছি অনেক কষ্ট করে। তোমার রায়দান, বিজেপির রায়দান। তোমার রায়কে মানছি না। তোমার রায়কে নিয়ে আমরা উচ্চ আদালতে যাব।''

১০০-১১০ কিলোমিটার বেগে ঝড়, সঙ্গে বৃষ্টি! রেমালের প্রভাবে কোথায় কতটা দুর্যোগের আশঙ্কা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ মেঃ বঙ্গোপসাগরের মধ্যভাগে তৈরি হয়েছে গভীর নিম্নচাপ। শনিবার ওই নিম্নচাপই ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হবে। আগামী রবিবার তা স্থলভাগে আছড়ে পড়বে। হাওয়া অফিসের তথ্য অনুযায়ী, এই মুহূর্তে ক্যানিং থেকে ৭০০ কিলোমিটার দূরে অবস্থান করছে নিম্নচাপ। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, প্রাথমিকভাবে বঙ্গোপসাগরের উত্তর ও উত্তর-পূর্ব দিকে অগ্রসর হচ্ছে রেমাল। শনিবার সকালে পূর্ব মধ্য বঙ্গোপসাগরে এটি ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হবে। এরপর এগোতে পারে সোজা উত্তর দিকে। শনিবার সকালে সাইক্লোনে পরিণত হওয়ার পর রাতে বাংলাদেশ এবং তার সংলগ্ন পশ্চিমবঙ্গের উপকূলের দিকে সরতে থাকবে রেমাল। রবিবার ২৬ মে মাঝরাতে সাগরদ্বীপ থেকে বাংলাদেশের খেপুপাড়ার মাঝে সুন্দরবনের আছড়ে পড়বে ঘূর্ণিঝড়। দক্ষিণ ২৪ পরগনার উপকূলে সুন্দরবনে রেমালের আঘাত হানার সম্ভাবনা রয়েছে। সব থেকে বেশি দুর্যোগের আশঙ্কা রয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার উপকূলে। ঝড়ের গতিবেগ থাকতে পারে ঘণ্টায় ১০০ থেকে ১২০ কিলোমিটার।

ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে দক্ষিণবঙ্গের উপকূলের বেশ কিছু জেলায় ভারী বৃষ্টি হওয়ার পূর্বাভাস রয়েছে। রবিবার ও সোমবার বিশেষ করে পূর্ব মেদিনীপুর, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনায় রেমালের প্রভাব সবচেয়ে বেশি দেখা যাবে। ২৬ তারিখ রবিবার দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা ও উত্তর ২৪ পরগনায় ঝড় এবং ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে। অন্যদিকে, ২০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে পূর্ব মেদনীপুর, হাওড়া, কলকাতা, হুগলি, নদিয়া জেলায়। অতি থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে পশ্চিম মেদিনীপুর, বর্ধমানে। রবিবার এই জেলাগুলিতে লাল সতর্কতা জারি হয়েছে। এরপর সোমবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উত্তর ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলি, কলকাতা, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, মালদা, দক্ষিণ দিনাজপুরে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে। ২৬ ও ২৭ মে দক্ষিণ ২৪ পরগনাতে ঘণ্টায় ১০০ থেকে ১২০ কিলোমিটার বেগে বইতে পারে ঝোড়ো হাওয়া। এছাড়াও উত্তর ২৪ পরগনা, হাওড়া, কলকাতা, নদিয়ায় ঘণ্টায় ৯০ থেকে ১১০ কিলোমিটার পর্যন্ত বেগে ঝোড়ো হাওয়ার পূর্বাভাস দিয়েছেন আবহবিদরা। ২৩ থেকে ২৭ মে পর্যন্ত মৎসজীবীদের গভীর সমুদ্রে যেতে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। এরপর ২৮ তারিখ দক্ষিণবঙ্গে খুব একটা বৃষ্টির প্রভাব নেই। কিন্তু উত্তরবঙ্গের উপরের পাঁচটি জেলায় দার্জিলিংস, কালিম্পং, আলিপুরদয়ার, জলপাইগুড়িতে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে। রয়েছে কমলা সতর্কতা।

সুপ্রিম নির্দেশে স্বস্তিতে কমিশন, ভোটের মধ্যে জানা যাবে না কত ভোট পড়ল

নয়াদিল্লি, ২৪ মেঃ নির্বাচন কমিশনকে স্বস্তি দিল সুপ্রিম কোর্ট। লোকসভা নির্বাচন চলাকালীন, কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রতিটি বুথের ভোটদানের পরিসংখ্যান প্রকাশ করতে হবে না। কমিশনকে এই নির্দেশ দিতে অস্বীকার করল সুপ্রিম কোর্ট। শুক্রবার (২৪ মে), বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত ও বিচারপতি সতীশচন্দ্র শর্মার অবকাশকালীন বেঞ্চ জানিয়েছে, পাঁচ দফার ভোটগ্রহণ হয়ে গিয়েছে। আর মাত্র দুই দফা বাকি আছে। এই অবস্থায়, প্রতিটি বুথের ভোটদানের তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করার নির্দেশ দিলে, প্রয়োজনীয় লোকবল সংগ্রহ করা নির্বাচন কমিশনের পক্ষে চ্যালেঞ্জিং হয়ে দাঁড়াবে। বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত বলেন, ''আমাদের বাস্তব পরিস্থিতিও মাথায় রাখতে হবে। নির্বাচনের মধ্যে নির্বাচন কমিশনের ঘাড়ে অতিরিক্ত বোঝা চাপানো ঠিক হবে না। তাও আবার, মাঝপথে নির্বাচন প্রক্রিয়াকেই চ্যালেঞ্জ করে।'' এই বিষয়ে শীর্ষ আদালতে একটি এই অন্তর্বর্তীকালীন আবেদন

করেছিল অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্রেটিক রিফর্মস বা এডিআর। এদিন সেই আবেদনটি স্থগিত করে দিল অবকাশকালীন বেঞ্চ। বেঞ্চ জানিয়েছে, ২০১৯ সালে এই বিষয়ে যে মূল আবেদনটি করা হয়েছিল, আর এই আবেদনের বক্তব্য প্রায় এক। মূল আবেদনের ভিত্তিতে মামলাটি এখনও চলছে। নির্বাচনের পরে নিয়মিত বেঞ্চে বর্তমান মামলাটির শুনানি হবে বলে জানিয়েছে অবকাশকালীন বেঞ্চ। আদালতের এদিনের নির্দেশের ফলে, ভোটের মধ্যে কোন বুথে কত ভোট পড়ল, তা জানতে পারবেন না সাধারণ মানুষ। প্রতিটি বুথে ভোটগ্রহণের পর 'ফর্ম ১৭সি' নামে একটি ফর্মে ভোটদান সংক্রান্ত সকল তথ্য নথিবদ্ধ করেন সংশ্লিষ্ট বুথের প্রিসাইডিং অফিসার। বুথে উপস্থিত বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের এজেন্টদের দিয়ে সেই ফর্মে স্বাক্ষরও করিয়ে নেওয়া হয়। ভোটগ্রহণ শেষের পরই এই ফর্মের প্রথম অংশ স্ক্যান করে কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করার দাবি জানিয়েছিল এডিআর। ১৭ মে, নির্বাচন কমিশনকে এই বিষয়ে এক সপ্তাহের মধ্যে জবাব দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল আদালত। কমিশন বলেছিল, নির্বাচনী আইনে কোথাও ভোটদানের তথ্য প্রকাশ করতেই হবে, এমন কথা বলা নেই। তাছাড়া, এই বিপুল সংখ্যক বুথের তথ্য এত দ্রুত প্রকাশ করা সম্ভব নয়। নির্বাচনের পরই এই তথ্য তারা প্রকাশ করতে পারবে। সেই সঙ্গে, তারা আশঙ্কা প্রকাশ করেছিল, নির্বাচনী নথি প্রকাশ করা হলে, সাধারণ মানুষ তাতে কারিকুরি করে ভ্রান্তি ছড়াতে পারে। প্রসঙ্গত, নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে অনেক দেরি করে ভোটদানের তথ্য প্রকাশ করার অভিযোগ করেছে বিরোধীরা। শুধু তাই নয়, ভোটগ্রহণের দিন যে আনুমানিক হিসেব প্রকাশ করা হয়, তার সঙ্গে পরে প্রকাশিত তথ্যে অনেক ফারাক দেখা যাচ্ছে। এই ফারাক কেন হচ্ছে, সেই প্রশ্নও তুলেছে বিরোধীরা।

বাংলাদেশি সাংসদের দেহ টুকরো করে হলুদ মাখানো হয়েছিল, সুন্দরী যুবতীসঙ্গের ফাঁদ পাতে খুনিরা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ মেঃ বাংলাদেশের সাংসদ আনোয়ারুল আজিম আনারকে হানিট্র্যাপ করা হয়েছিল বলে কলকাতা পুলিশের সন্দেহ। শুধু তাই নয়, দেহ টুকরো করে তাতে হলুদ মাখিয়ে রাখা হয়েছিল। যাতে শরীরের মাংস খুব দ্রুত পচে না যায়। পুলিশ জানিয়েছে, কোনও মেয়ে বা মহিলাকে দিয়ে প্রলুব্ধ করে নিউটাউনের ফ্ল্যাটে এনে তোলা হয়েছিল আওয়ামি লিগের সাংসদকে। তারপর ভাড়াটে খুনি লাগিয়ে কোতল করা হয় তাঁকে। পুলিশ আরও জানতে পেরেছে, বাংলাদেশি এক অবৈধ অনুপ্রবেশকারী এই খুন করে। বৃহস্পতিবার রাতে জিহাদ হাওলাদার নামে ওই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে পুলিশ জানতে পেরেছে, খুনের পর সাংসদের গায়ের চামড়া ছাড়িয়ে হাড়-মাংস আলাদা করা হয়েছিল। তাঁর দেহ টুকরো টুকরো করে প্ল্যাস্টিকের প্যাকেটে পুরে শহরের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে ফেলা হয়েছিল। সব মিলিয়ে তদন্তে এক নারকীয় হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ধীরে ধীরে প্রকাশ্যে আসছে। ধৃত যুবকের বয়স ২৪ বছর। তদন্তকারীদের সূত্রে খবর, পেশায় কসাই জিহাদ আদতে বাংলাদেশের খুলনার বাসিন্দা। অবৈধভাবে সীমান্ত পেরিয়ে ঢুকেছিল সে। জেরায় ধৃত খুনের কথা স্বীকারও করেছে। মৃতের

পরিচয় যাতে বোঝা না যায় তাই শরীরের হাড় এবং মাংস আলাদা করে ফেলা হয়। এর পর হাড় ও মাংস টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলে হলুদ গুঁড়ো মাখিয়ে পলিব্যাগে ভরে ফ্ল্যাটের বাইরে গিয়ে ফেলে দেওয়া হয়। সাংসদ খুনের ঘটনায় সিআইডি ইতিমধ্যেই জুবের নামে আরও এক সন্দেহভাজনকে গ্রেফতার করেছে। সাংসদ খুনের ঘটনায় তিনজনকে গ্রেফতার করেছে বাংলাদেশ পুলিশ। খুনের কিনারা করতে সিআইডির একটি দল বৃহস্পতিবারই ঢাকা পৌঁছে গিয়েছে। জানা গিয়েছে, সেখানেই ধৃতদের জেরা করবেন গোয়েন্দারা। প্রসঙ্গত, গত ১২ মে চিকিৎসার জন্য কলকাতায় এসেছিলেন আজিম। প্রথমে তিনি উঠেছিলেন বরানগরে এক বন্ধুর বাড়িতে। সেখান থেকে দু'দিন পর নিখোঁজ হয়ে যান। তারপর সংসদ সদস্যের খোঁজ শুরু হয়। সিআইডির তদন্তে উঠে এসেছে, আজিম কলকাতায় আসার অনেক আগেই এখানে চলে এসেছিলেন অভিযুক্তেরা। শহরে বসেই তাঁরা খুনের ছক কষেছিলেন বলে মনে করা হচ্ছে। দুই অভিযুক্ত কলকাতার সদর স্ট্রিটের একটি হোটেলে ছিলেন গত ২ থেকে ১৩ মে পর্যন্ত। উল্লেখ্য, ১২ তারিখ কলকাতায় আসেন আজিম। অর্থাৎ, তাঁর আসার অন্তত ১০ দিন আগে কলকাতায় এসে পড়েছিলেন ওই দুই অভিযুক্ত। তাঁরা হোটেল ছাড়েন আজিম আসার এক দিন পরেই। গোয়েন্দাদের অনুমান, এই ১০ দিন ধরে শহরে থেকে খুনের পরিকল্পনা করেছিলেন অভিযুক্তেরা।

জগদীপ ধনখড়ের সঙ্গে দেখা করলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ২৪ মেঃ দেশের উপরাষ্ট্রপতি তথা বাংলার প্রাক্তন রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড়ের সঙ্গে দেখা করলেন বর্তমান রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস।বুধবার ভোরের বিমানে কলকাতা থেকে দিল্লির উদ্দেশে রওনা দিয়েছিলেন তিনি। তখনই জানা গিয়েছিল, এ রাজ্যের প্রাক্তন রাজ্যপাল তথা দেশের উপরাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করার জন্য সময় চেয়েছেন বাংলার সাংবিধানিক প্রধান। সেই মতো শুক্রবার সকালেই বোস দেখা করলেন ধনখড়ের সঙ্গে।

ভোট না দিলে শাস্তির বিধান থাকা উচিত, উপদেশ পরেশ রাওয়ালের

মুম্বই, ২৪ মে ঃগণতন্ত্রের উৎসবে সামিল হয়ে নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ কর্লেইন বলিউড অভিনেতা পরেশ রাওয়াল। গত সোমবার সকালে মুম্বইয়ের একটি পোলিং বুথে গিয়ে নিজের ভোট দিয়েছেন তিনি। নিজে ভোট দিয়েছেন অন্যদেরও ভোট দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। বিশেষ এক উপদেশও দিয়েছেন পরেশ রাওয়াল।অভিনেতা পরেশ রাওয়াল ঐদিন ভোট দেওয়ার পর বলেছেন, যারা ভোট দেবেন না, তাঁদের জন্য কর বৃদ্ধি অথবা অন্য কোনও শাস্তির মতো কিছু বিধান থাকা উচিত। ঐদিন ভোট দেওয়ার পর গায়ক কৈলাস খের ভোট দেওয়ার পর বলেছেন, আমি বলতে চাই, ভারত বদলে যাচ্ছে এবং আপনাদের (জনগণ) জন্য তা সম্ভব হচ্ছে। আমি চাই আপনারা জাতীয় স্বার্থে কাজ করে যান।

ছত্তিশগড়ে উল্লেখযোগ্য সাফল্য নিরাপত্তা বাহিনীর, গুলির লড়াইয়ে নিহত মোট ৮ নকশাল

রায়পুর, ২৪ মে ঃ ছত্তিশগড়ের বাস্তার ডিভিশনে নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে মোট ৭ মাওবাদী নিহত হয়েছে। শুক্রবার সকালে এমনকাউন্টারস্থল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে আরও এক নকশালের মৃতদেহ। সবমিলিয়ে মোট নিহত নকশালের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৮। এছাড়াও ৮টি আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার করেছে নিরাপত্তা বাহিনী।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, নারায়ণপুর-বিজাপুর-দান্তেওয়াড়া জেলার সীমান্তে অবুঝমাদ জঙ্গলে মাওবাদী উপস্থিতির খবর পেয়ে গত বৃহস্পতিবার পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনীর যৌথ দল অভিযান চালায়। সেই সময় মাওবাদীরা গোপনে থেকে জওয়ানদের লক্ষ্য করে গুলি চালালে তারাও পালটা জবাব দেয়। শুক্রবার সকালে এসপি (দান্তেওয়াড়া) গৌরব রাই বলেছেন, গত বৃহঃবারের এনকাউন্টারে মোট ৮ নকশালের মৃত্যু হয়েছে এবং বিপুল সংখ্যক অস্ত্রশস্ত্র এবং অন্যান্য অবৈধ সরঞ্জাম বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

ট্রাকের ধাক্কা টেম্পো ট্রাভেলারে মৃত্যু ৭ পুণ্যার্থীর

আম্বালা, ২৪ মে ঃ হরিয়ানার আম্বালায় ট্রাক ও টেম্পো ট্রাভেলারের মধ্যে সংঘর্ষে প্রাণ হারালেন কমপক্ষে ৭ জন। ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন অন্ততপক্ষে ২৫ জন। তাঁদের মধ্যে গুরুতর আহত হয়েছেন ১০ জন। শুক্রবার ভোররাতে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে আম্বালা-দিল্লি-জম্মু জাতীয় সাকের ওপর মোহরা গ্রামের কাছে। নিহত ৭ জন একই পরিবারের সদস্য। আহত ২৫ জনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আম্বালা ক্যান্টনমেন্টের সিভিল হাসপাতালে চিকিৎসক ডাঃ কৌশল কুমার বলেছেন, আম্বালা-দিল্লি-জম্মু জাতীয় সড়কে ভয়াবহ এক দুর্ঘটনায় ৭ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং ২০ জনেরও বেশি যাত্রী আহত হয়েছেন। পুলিশ জানিয়েছে, টেম্পো ট্রাভেলারে চেপে উত্তর প্রদেশের

ওবিসি সার্টিফিকেট নিয়ে শীর্ষ আদালতে যাচ্ছে রাজ্য,শুরু হয়ে গেল নবান্নের প্রস্তুতি

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির (ওবিসি) শংসাপত্র বাতিল করেছে কলকাতা হাইকোর্ট। এই রায়ের পর সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করতে চলেছে রাজ্য। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি যে হাইকোর্টের এই রায় মানছেন না তা আগেই স্পষ্ট করে দিয়েছেন। তারপরেই নবান্নের তরফে শুরু হয়েছে শীর্ষ আদালতে যাওয়ার প্রস্তুতি। সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই আইনজীবীদের সঙ্গে কথা বলে প্রশাসনের সর্বোচ্চ স্তর থেকে যত দ্রুত সম্ভব সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যত দিন পর্যন্ত এর মীমাংসা না হচ্ছে, তত দিন পর্যন্ত নিয়োগ থেকে নতুন বৃত্তি-প্রায় সব ক্ষেত্রেই সমস্যা তৈরি হল বলে মনে করছেন অভিজ্ঞ আধিকারিকদের অনেকে। তবে শংসাপত্র দিতে তাড়াহুড়োর কারণেই এই সমস্যা হল কি না, তা নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে প্রশাসনের অন্দরেই।অভিজ্ঞ আমলাদের অনেকে জানাচ্ছেন, আদালতের রায়ে চাকরিরতদের সমস্যা না হলেও, চাকরিপ্রার্থীরা মুশকিলে পড়তে পারেন। সংশ্লিষ্ট মহলের যুক্তি, যে কোনও নিয়োগের ক্ষেত্রে ‘ হান্ড্রেড পয়েন্ট রস্টার’ স্থির

হয়। তাতে মোট শূন্যপদের নিরিখে সাধারণ, তফসিলি জাতি, তফসিলি জনজাতি বা ওবিসি সংরক্ষণ অনুযায়ী কার জন্য ক'টি পদ থাকবে তা স্থির হয়।এখন ওবিসি-শংসাপত্র নিয়ে সমস্যা দেখা দিয়েছে। কিন্তু তাঁদের বাদ দিয়ে এমন রোস্টার তৈরি সম্ভব নয়। ফলে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করাও যাবে না। অন্য দিকে আবার যাঁদের চাকরির পরীক্ষা ইতিমধ্যেই নেওয়া হয়ে গিয়েছে, সেখানে নির্বাচিত যোগ্যদের ডাকা আপাতত সম্ভব না-ও হতে পারে।যত দিন না এই সমস্যার সমাধান হচ্ছে, তত দিন এই অনিশ্চয়তা থাকবে। প্রশাসনের এক কর্তার কথায়, রাজ্য সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হতে চলেছে। কিন্তু সেখান থেকে ন্যূনতম স্থগিতাদেশ পাওয়া না-গেলে সমস্যা থেকে যাবে।আবার এই কারণে ওবিসি তালিকাভুক্ত বহু পড়ুয়াকে নানা সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হতে হবে বলে জানাচ্ছে শিক্ষা দফতর। দফতরের এক কর্তা জানান, স্কুলে ভর্তির ক্ষেত্রে ওবিসি তালিকাভুক্ত পড়ুয়ারা নম্বরের ক্ষেত্রে ছাড় পায়। সরকারের বেশ কিছু বৃত্তি পরীক্ষাতেও ছাড় পায় ছাত্রছাত্রীরা। আপাতত সেই ছাড় তারা পাবে না। এমনকি, সরকার থেকে যখন নতুন চাকরির বিজ্ঞাপন দেওয়া হবে, তখনও তাদের নম্বরের ছাড়ের সুবিধা দেওয়া যাবে না।মিত্র ইনস্টিটিউশন ভবানীপুর শাখার প্রধান শিক্ষক রাজা দে বলেন, স্কুলে প্রথম, পঞ্চম, ষষ্ঠ শ্রেণিতে প্রচুর পড়ুয়া ভর্তি হয়। এই সব শ্রেণিগুলিতে ওবিসি তালিকাভুক্তদের ভর্তির ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া হয়। মাধ্যমিক পাশ করে একাদশে ভর্তির ক্ষেত্রেও নম্বরে ছাড় দেওয়া হয় তাদের। এই পড়ুয়াদের প্রায় সবারই ২০১২ সালের পরের ওবিসি সার্টিফিকেট রয়েছে। রাজ্য সরকারের স্বামী বিবেকানন্দ মেরিটস অ্যান্ড মিনস-সহ বেশ কিছু স্কলারশিপ আছে। তাতে নম্বরের ছাড় পেত ওবিসি তালিকাভুক্ত পড়ুয়ারা।‘দুয়ারে সরকার’-এর গত প্রায় আটটি কর্মসূচিতেও বিপুল সংখ্যক আবেদনকারীকে এসসি, এসটি এবং ওবিসি শংসাপত্র দেওয়া হয়েছে। এখন আদালতের রায়ে সবটাই সমস্যার আওতায় চলে এল বলেই মনে করছেন রাজ্য প্রশাসনের আধিকারিকদের অনেকে।

ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দেওয়া নিয়েও ক্ষুব্ধ বাইডেন

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দিতে যুক্তরাষ্ট্র অনীহা জানিয়ে আসছে বারবার। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেছেন, আলোচনার মাধ্যমে ফিলিস্তিন রাষ্ট্র অর্জন করা উচিত। একতরফা স্বীকৃতির মাধ্যমে নয়। এ মাসের মধ্যেই আয়ারল্যান্ড, স্পেন ও নরওয়ের পক্ষ থেকে ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দেওয়ার সিদ্ধান্তের প্রতিক্রিয়ায় গত বুধবার বাইডেন এ কথা বলেন।ইউরোপের তিনটি দেশের সিদ্ধান্তে যুক্তরাষ্ট্র যে খুশি হতে পারেনি, ওয়াশিংটনের প্রতিক্রিয়া তারই ইঙ্গিত দেয়। যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জ্যাক সুলিভান হোয়াইট হাউসের নিয়মিত ব্রিফিংয়ে বলেন, ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার বিষয়টি প্রতিটি দেশের নিজস্ব সিদ্ধান্তের বিষয়। তবে বাইডেন মনে করেন, পক্ষগুলোর সরাসরি আলোচনা সেরা পদ্ধতি।জ্যাক সুলিভান আরও বলেন, বাইডেন সেই দুই রাষ্ট্রভিত্তিক সমাধানে বিশ্বাস করেন, যা

ইসরায়েলের নিরাপত্তা ও মর্যাদার ভবিষ্যতের নিশ্চয়তা দেয় এবং ফিলিস্তিনি জনগণের জন্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।এদিকে আয়ারল্যান্ড, স্পেন ও নরওয়ের পথ ধরে একই দিনে কলম্বিয়াও ফিলিস্তিনের স্বীকৃতিকে আরও একধাপ এগিয়ে নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে। বুধবার কলম্বিয়া বলেছে, ফিলিস্তিনের রামাল্লায় দূতাবাস খুলবে তারা। দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী লুইস মুরিলো বলেন, কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট গুস্তাভ পেত্র পশ্চিম তীরের রামাল্লায় দূতাবাস স্থাপনের নির্দেশ দিয়েছেন।এদিকে ফিলিস্তিনের রাফায় হামলা বন্ধে বিশ্ব যখন সমালোচনা করছে, তখন যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েলের সাফাই গাইছে। বুধবার হোয়াইট হাউস বলেছে, ইসরায়েল এখন পর্যন্ত রাফায় নির্দিষ্ট লক্ষ্যেই কেবল হামলা করছে। এ মাসের শুরুতে যুক্তরাষ্ট্র অবশ্য ইসরায়েলকে সতর্ক করে বলেছিল যে রাফায় হামলা হলে তিনি অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করে দেবেন।এদিকে ইউরোপের তিন দেশের পক্ষ থেকে ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দেওয়া নিয়ে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে ইসরায়েল। ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু বলেছেন, এ ধরনের পদক্ষেপ সন্ত্রাসের জন্য পুরস্কার হিসেবে কাজ করে এবং ইসরায়েলে কোনো শান্তি আনবে না।গত বৃহস্পতিবারও গাজার উত্তর-মধ্য ও রাফায় ব্যাপক হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল। তাদের হামলায় গতকাল ৩৫ জন নিহত হয়েছে। সেখানকার বাসিন্দারা বলছেন, ইসরায়েলি ট্যাংকবহর রাফার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়েছে। শহরের পশ্চিমাঞ্চলীয় জেলা ইবনার দিকে ব্যাপক হামলা চালানো হচ্ছে। যে এলাকায় তারা হামলা করছে, সেটি ব্যাপক জনবহুল এলাকা।সেখানকার এক বাসিন্দা বলেন, ‘ বিস্ফোরণের শব্দ শুনেছি। সেনারা যেখানে আক্রমণ করেছে, সেখান থেকে কালো ধোঁয়া উঠছে। এটি আরেকটি কঠিন রাত ছিল।’গাজায় জাতিসংঘের প্রধান সংস্থা ইউএনআরডব্লিউএ সোমবার বলেছে, ইসরায়েল মে মাসের শুরুতে রাফা শহরটিকে লক্ষ্যবস্তু করার পর থেকে আট লাখের বেশি মানুষ শহর ছেড়ে পালিয়ে গেছেন।

‘তোমাদের সীতা-সাবিত্রীরা ঘোমটা দেয়, আমাদের কালী-দুর্গারা রণং দেহি’, মন্তব্য মহুয়ার

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ জুন মালিয়ার সমর্থনে প্রচারে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদিকে আক্রমণ করতে গিয়ে ফের একবার সীতার সঙ্গে দুর্গা-কালীর তুলনা টানলেন মহুয়া মৈত্র । মেদিনীপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী জুন মালিয়ার সমর্থনে গত বৃহস্পতিবার কেশিয়াড়ি ব্লকে সভার আয়োজন করা হয়। সভায় হাজির ছিলেন কৃষ্ণনগরের তৃণমূল প্রার্থী মহুয়া মৈত্র। এদিনের সভামঞ্চ থেকে ফের একবার বিজেপির পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে আক্রমণ করেন মহুয়া ।মেদিনীপুর লোকসভা ভোটের শেষদিনের প্রচারে তৃণমূল প্রার্থী জুন মালিয়ার হয়ে প্রচারে এসে বিজেপিকে কটাক্ষ

করলেন তৃণমূল নেত্রী মহুয়া মৈত্র। তিনি মঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রথম থেকেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় সরকার এবং বিজেপি নেতা-নেত্রীদের কদর্য ভাষায় আক্রমণ করেন বলে অভিযোগ উঠেছে। এরপর ভগবান রাম-সীতাকে নিয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি বলেন, আমাদের কালী-দুর্গার দেশ। তোমাদের সীতা-সাবিত্রীরা ঘোমটা নেয়, কিন্তু আমরা মা কালী, দুর্গা সবসময় রণং দেহী। তিনি আরও বলেন, ওরা আমাকে দেখলেই ভয় পেয়ে যায়, ওরা বলে বাপরে বাপ এইতো, এ তন্ত্র, মন্ত্র সব জানে ! এরপর নরেন্দ্র মোদি ও অমিত শাহকে নিয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি বলেন, অনেকে আমাকে প্রশ্ন করেন যে ওদের দেখলে আপনার ভয় লাগে না ? আমি তাদের উত্তরে বলি যে, গুজরাতের দু'জন খুনি, ওদের দেখে ভয় পাওয়া যায় না। আমি খুব কাছ থেকে দেখেছি।তিনি এও বলেন, ওরা ভেবেছিল আমার নাক-কান-লেজ-সিং কেটে দেবে, আর আমি পালিয়ে যাব । কিন্তু ওরা আমাকে চেনে না। আমিও এক লাখ ভোটে লিড দিয়ে ওদের মুখে ঝামা ঘষে দেব। এরপর প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে কটাক্ষ করতে গিয়ে বলেন, মোদির মতন মিথ্যাবাদী এই পৃথিবীতে কোনও প্রধানমন্ত্রী কেন, কোনও মানুষও নেই। ভারতের ইতিহাসে একটি কলঙ্কময় চ্যাপ্টার এই মিথ্যেবাদী মোদি । এরপর মোদির মেট্রোয় ছোটবেলায় আসা নিয়েও তিনি কটাক্ষ করেন । কটাক্ষ করেন মোদির পরিচিতি, মোদির পড়াশোনা এমনকী ব্যক্তিগত জীবন নিয়েও। মূলত এদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রচার শেষ হল ষষ্ঠ দফার নির্বাচনের। এরপর ২৫ মে নির্বাচন । এই দিন মোট আটটি কেন্দ্রের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে গোটা

চারধাম যাত্রায় বিপুল ভিড় ভক্তদের, রেজিস্ট্রেশন না থাকলে দর্শনে নিষেধাজ্ঞা

দেহরাদূন, ২৪ মে ঃ চারধাম যাত্রায় বিপুল সংখ্যক ভক্তদের ভিড়ে রীতিমতো হিমশিম খাচ্ছে প্রশাসন। প্রতিদিনই বিপুল সংখ্যক পুণ্যার্থী কেদারনাথ, বদ্রীনাথ, গঙ্গোত্রী ও যমুনোত্রী মন্দির দর্শনে আসছেন। ভক্তদের এতটাই ভিড় যে হিমশিম খেতে হচ্ছে প্রশাসনকে।অগত্যা, কঠোর পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হয়েছে উত্তরাখণ্ড সরকার। কোনও পুণ্যার্থী যদি রেজিস্ট্রেশন না করে থাকেন, তাহলে তিনি দর্শন করতে পারবেন না। শুক্রবার সকালে উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি বলেছেন, উত্তরাখণ্ডের জনগণ এবং সরকার চায়, সমস্ত তীর্থযাত্রীরা যেন আরও ভাল সুযোগ-সুবিধা পান যাতে তাঁদের সমস্যার সম্মুখীন হতে না হয়। বিপুল সংখ্যক তীর্থযাত্রীর কারণে, শুধুমাত্র যাদের রেজিস্ট্রেশন আছে তাঁদের যাত্রার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে... সবাই চারধামের দর্শন চায়, কিন্তু এর ধারণ ক্ষমতাও তো আছে।

জিআই ট্যাগ পেল বারাণসীর কাঠের বার্শিশ ও খেলনা, আনন্দিত পদ্মশ্রী গোদাবরী সিং

বারাণসী, ২৪ মে ঃ জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশন অর্থাৎ জিআই ট্যাগ পেল উত্তর প্রদেশের বারাণসীর কাঠের বার্শিশ ও খেলনা। এই শিরোপা পেয়ে খুশি ব্যক্ত করলেন ৮৪ বছর বয়সী কাঠের খেলনা প্রস্তুতকারক এবং পদ্মশ্রী গোদাবরী সিং। বারাণসীর কাঠের বার্শিশ ও খেলনার প্রচার ও সংরক্ষণের জন্য নিজের জীবন উসর্গ করেছেন গোদাবরী সিং। বারাণসীর কাঠের বার্শিশ জিআই ট্যাগ পাওয়ায় তিনি বলেছেন, বারাণসীতে কাঠের খেলনা তৈরির শিল্প অনেক পুরানো এবং এই শিল্প প্রায় ২০০০ মানুষকে কর্মসংস্থান প্রদান করে।গোদাবরী সিং আরও বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী মোদী এই শিল্পের দিকে মনোনিবেশ করার পর, কাঠের বার্শিশ ও খেলনাগুলিকে জিআই ট্যাগ দিয়ে স্বীকৃত করা হয়েছিল হয়েছে। এছাড়াও এক জেলা, এক পণ্য প্রকল্পের অধীনে পণ্যগুলির চাহিদা এবং বিক্রয় বৃদ্ধি পেয়েছে। আমাদের পণ্য অন্যান্য দেশের মধ্যে ফ্রান্স, জাপান, কানাডা এবং আমেরিকায় রফতানি করা হয়।

ডোম্বিবলিতে কারখানায় আগুনে মৃত্যু বেড়ে ১০

থানে, ২৪ মে ঃমহারাষ্ট্রে আবারও রাসায়নিক কারখানায় বিস্ফোরণ-আগুন ও মৃত্যু! এক মাসের ব্যবধানে। জলগাঁওয়ের পরে এ বার থানেতে। থানের ডোম্বিবলিতে কারখানায় আগুন লেগে মৃত্যু হয়েছে

২৬ ও ২৭ মে গাঙ্গেয় বঙ্গে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস, উত্তাল হতে পারে সমুদ্র

কলকাতা, ২৪ মে ঃ গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে আগামী ২৬ ও ২৭ মে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস জারি করেছে ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)। ওই সময়ে ভারী বৃষ্টি হবে ওড়িশাতেও। বঙ্গোপসাগরে কয়েক দিনের মধ্যে তৈরি হতে পারে ঘূর্ণিঝড়। তার কারণে সমুদ্র উত্তাল হতে পারে। সমুদ্রের উপরে ১০০ কিলোমিটার বেগেও বইতে পারে হাওয়া।নিম্নচাপ পরিস্থিতি এবং ঘূর্ণিঝড়ের ফলে সপ্তাহান্তে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে। যদি ঘূর্ণিঝড় তৈরি হয়, তবে রবিবার সন্ধ্যা নাগাদ বাংলাদেশ এবং সংলগ্ন পশ্চিমবঙ্গের উপকূল অঞ্চলে তা প্রবল ঘূর্ণিঝড় রূপে আছড়ে পড়তে পারে। নিম্নচাপের কারণে শনিবার থেকেই দক্ষিণবঙ্গে ভারী বৃষ্টি শুরু হয়ে যাবে। দুই ২৪ পরগনা এবং পূর্ব মেদিনীপুরে শনিবার ভারী বৃষ্টি (৭ থেকে ১১ সেন্টি মিটার) হতে পারে। সেই সঙ্গে ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে।এই জেলাগুলি ছাড়াও রবিবার ভারী থেকে অতি ভারী (১২ থেকে ২০ সেন্টিমিটার) বৃষ্টি হতে পারে কলকাতা, নদিয়া, হাওড়া এবং হুগলিতে। রবিবার এই জেলাগুলিতে হাওয়ার বেগ আরও বাড়তে পারে। দক্ষিণের বাকি জেলাগুলিতেও রবিবার ৭ থেকে ১১ সেন্টিমিটার বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আগামী সোমবার পর্যন্ত উপকূল এলাকা থেকে উত্তর বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত মৎস্যজীবীদের যেতে নিষেধ করা হয়েছে। যাঁরা সমুদ্রে আছেন, অবিলম্বে তাঁদের ডাঙায় ফিরে আসার পরামর্শও দেওয়া হয়েছে।

পাপুয়া নিউগিনিতে ভয়াবহ ভূমিধস মৃত্যু শতাধিক মানুষের, নিখোঁজ বহু

পোর্ট মোরেসবি, ২৪ মে ঃ পাপুয়া নিউগিনিতে ভয়াবহ ভূমিধসে প্রাণ হারালেন শতাধিক মানুষ। শুক্রবার পাপুয়া নিউগিনির প্রত্যন্ত অঞ্চলের একটি গ্রামে ভয়াবহ ভূমিধস নামে, স্থানীয় সময় অনুযায়ী শুক্রবার ভোররাত তিনটে নাগাদ রাজধানী পোর্ট মোরেসবির প্রায় ৬০০ কিলোমিটার (৩৭০ মাইল) উত্তর-পশ্চিমে এঙ্গা প্রদেশের কাওকালাম গ্রামে ভূমিধসের ঘটনা ঘটেছে।ভূমিধসে তলিয়ে গিয়ে বহু ঘর-বাড়ি, যে সময় ভূমিধসের ঘটনা ঘটে তখন মানুষজন ঘুমিয়ে ছিলেন।

‘জগন্নাথদেবও নাকি ভক্ত! দয়া করে রাজনীতিটা করবেন না’ মোদীকে কটাক্ষ মমতার

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ ১০ দিন পরে বিজেপি আর দেশের ক্ষমতায় থাকবে না বলে দাবি করলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই সূত্রে প্রধানমন্ত্রী মোদীকেও তীব্র কটাক্ষ করলেন মুখ্যমন্ত্রী।সম্প্রতি পুরীর বিজেপি প্রার্থী সম্বিত পাত্র বলেছিলেন, পুরীর জগন্নাথও নাকি মোদীর ভক্ত। পরে অবশ্য নিজের এই মন্তব্যের জন্য ক্ষমা চেয়ে নিয়ে সম্বিতের ব্যাখ্যা, মুখ ফস্কে বেরিয়ে গিয়েছে!ওই প্রসঙ্গ টেনে এদিন রায়দিঘির নির্বাচনী সভা থেকে তীব্র শ্লেষের সুরে মমতা বলেন, ‘ মোদী বলছেন আমার বাবা-মা ছিল না। ইশ্বর নাকি তাঁকে তৈরি করেছেন। জগন্নাথ দেবও নাকি ওঁর ভক্ত। বলে দিচ্ছে তা হলে আপনার মন্দির তৈরি করে দেবে। তুলসি, ধূপ দিচ্ছি। খাও-দাও বসে থাক। দেশটাকে বিক্রি করতে হবে না।’’তৃণমূল নেত্রীর মুখে এমন কথা শুনে প্রথমে ঘাবড়ে যান জনতা। কী করবেন, ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাবেন নাকি না বলবেন বুঝে উঠতে পারছিলেন না। সেটা আন্দাজ করে মুচকি হেসে তৃণমূল নেত্রী বলেন, অবশ্যই মোদীবাবুর জন্য একটা মন্দির করে দেব! একটা ছবি রেখে দেব! মিষ্টি খেতে দেব! তুলসি পাতা রেখে দেব! চন্দন দেব, পুরোহিত রেখে দেব! দয়া করে রাজনীতিটা করবেন না!মুখ্যমন্ত্রী ব্যঙ্গ করছেন বুঝতে পেরে সভাস্থলে ওঠে হাসির রোল। তা দেখে মমতার ভবিষ্যদ্বাণী, আর তো ১০ দিন বাকি, তারপর? কোথায় যাবে, এবার পাততাড়ি গোটাও। ইশবার চারশো পার নয়, পগারপার। ৫৪৩ এর মধ্যে ২০০ পার হবে না।এদিনের সভা থেকে মমতা এও বলেন, মোদী নাকি একটা সভায় বলেছে- ওর নাকি বায়োলজিক্যাল জন্ম হয়নি! মানে বাবা মা কেউ নেই। আকাশ থেকে এসেছেন, ইশ্বর ওকে পাঠিয়েছে! ভাবুন কোন লেবেলে মিথ্যে কথা বলে!

তীব্র গরমে নাস্তানাবুদ রাজস্থান ও পঞ্জাব, দাবদাহে কাহিল দিল্লি-হরিয়ানাও

নয়াদিল্লি, ২৪ মে ঃ তীব্র তাপপ্রবাহে কাহিল হয়ে পড়েছে রাজস্থান ও পঞ্জাব-সহ দেশের বিভিন্ন রাজ্য। গরমে অতিষ্ঠ জাতীয় রাজধানী দিল্লিও। গরমের দহনজ্বালায় তিতিবিরক্ত হরিয়ানা, চণ্ডীগড়, পশ্চিম উত্তর প্রদেশের অনেক অংশও। এছাড়াও জম্মু ও কাশ্মীরের সমতল, হিমাচল প্রদেশ, পূর্ব উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ এবং বিদর্ভের বিভিন্ন স্থানে তাপপ্রবাহের মতো পরিস্থিতি বিরাজমান রয়েছে।ভারতীয় আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী ২৭ মে পর্যন্ত রাজস্থান, পঞ্জাব, দিল্লি, হরিয়ানা, চণ্ডীগড়, পশ্চিম উত্তর প্রদেশের অনেক অংশে তাপপ্রবাহের মতো পরিস্থিতি বজায় থাকবে। অত্যধিক গরম থাকবে জম্মু ও কাশ্মীরের সমতল, হিমাচল প্রদেশ, পূর্ব উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ এবং বিদর্ভের বিভিন্ন স্থানেও।২৫ মে তাপপ্রবাহের মতো পরিস্থিতি থাকবে রাজস্থান, পঞ্জাব, হরিয়ানা-চণ্ডীগড়-দিল্লি এবং জম্মু-কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশ, উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বিদর্ভ, মধ্য মহারাষ্ট্র, গুজরাট, সৌরাষ্ট্র এবং কচ্ছের অনেক জায়গায়। আইএমডি জানিয়েছে, ২৬ মে-ও রাজস্থান, পঞ্জাব, হরিয়ানা-চণ্ডীগড়-দিল্লি, পশ্চিম উত্তর প্রদেশের কিছু অংশ এবং জম্মু-কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশ, পূর্ব উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বিদর্ভ, গুজরাট, সৌরাষ্ট্র এবং কচ্ছের বিভিন্ন অংশে তাপপ্রবাহের সম্ভাবনা রয়েছে।

২৫ মে লোকসভা নির্বাচনের ষষ্ঠ দফার ভোট, ভাগ্যপরীক্ষা ৮৮৯ জন প্রার্থীর

নয়াদিল্লি, ২৪ মে ঃলোকসভা নির্বাচনের ষষ্ঠ দফায় ২৫ মে, শনিবার দেশের ৬টি রাজ্য ও দু'টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ৫৮টি সংসদীয় আসনে হবে ভোটগ্রহণ। এই দফায় ভাগ্যপরীক্ষা হবে মোট ৮৮৯ জন প্রার্থীর। ভোটগ্রহণ শুরু হবে সকাল সাতটা থেকে এবং চলবে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত। এই দফায় উল্লেখযোগ্য প্রার্থীদের মধ্যে রয়েছেন - বিজেপির বাঁসুরি স্বরাজ, মনোজ তিওয়ারি, কংগ্রেসের কানহাইয়া কুমার। এছাড়াও এই দফায় ভাগ্যপরীক্ষা হবে মানেকা গান্ধী, মেহবুবা মুফতি, সম্বিত পাত্র প্রমুখ হেভিওয়েট প্রার্থীর।যে ৫৮টি আসনে শনিবার ভোটগ্রহণ হবে, সেগুলি দেখে নেওয়া যাকঃপশ্চিমবঙ্গ (৮টি আসন)ঃ বাঁকুড়া, তমলুক, কাঁথি, ঘাটাল, ঝাড়গ্রাম (এসটি), মেদিনীপুর, পুরুলিয়া ও বিষ্ণুপুর (এসসি)।দিল্লি (৭টি সংসদীয় আসনেই ভোট হবে ষষ্ঠ দফায়)ঃ চাঁদনি চক, উত্তর পূর্ব দিল্লি, পূর্ব দিল্লি, নতুন দিল্লি, উত্তর পশ্চিম দিল্লি ও দক্ষিণ দিল্লি।বিহার (৮টি লোকসভা কেন্দ্র)ঃ বাল্মীকি নগর, পশ্চিম চম্পারণ, পূর্ব চম্পারণ, শেওহর, বৈশালী, গোপালগঞ্জ (এসসি), সিওয়ান ও মহারাজগঞ্জ।হরিয়ানা (১০টি আসন) ঃআম্বালা, কুরুক্ষেত্র, সিরসা, হিসার, কার্নাল, সোনিপত, রোহতক, ভিওয়ানি-মহেঃদ্রগড়, গুরগাঁও, ফরিদাবাদ।জম্মু ও কাশ্মীর (একটি আসন)ঃঅনন্তনাগ-রাজৌরি।ঝাড়খণ্ড (৪টি আসন)ঃ গিরিডিহ, ধানবাদ, রাঁচি, জামশেদপুর।ওড়িশা (৬টি লোকসভা আসন)ঃভুবনেশ্বর, পুরী, ঢেঙ্কানাল, কেওনঝার (এসসি), কটক ও সম্বলপুর।উত্তর প্রদেশ (১৪টি আসন)ঃ সুলতানপুর, প্রতাপগড়, ফুলপুর, এলাহাবাদ, আম্বেদকর নগর, শ্রাবস্তী, ডুমারিয়াগঞ্জ, বাস্তি, সন্ত কবির নগর, লালগঞ্জ, আজমগড়, জৌনপুর, মছলিশহর ও ভাদোহি।

কাটোয়ায় স্নান করতে এসে গঙ্গায় ডুবে মৃত্যু দুর্ঘটনা রোধে ঘাট গুলি সংস্কারের উদ্যোগ পৌরসভার

ধনঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়,গুসকরাঃকাটোয়ার স্নান করতে এসে গঙ্গায় জলে ডুবে মৃত্যু প্রায় হচ্ছে কয়েক বছর।এই অনাকাংখিত দুর্ঘটনায় আটকাতে উদ্যোগ নিয়েছে কাটোয়া পৌরসভা । এইসময় গঙ্গায় জল কম। অনেক নিচে নেমে গিয়েছে জল।এই সুযোগে কাজ করে নিতে চাইছে পৌরসভা।ঘাটগুলি সরেজমিনে দেখতে যান কাটোয়া পৌরসভা পৌরপতি সমীর সাহা সঙ্গে ছিলেন সেচ দফতরের ইঞ্জিনিয়ার গন। প্রথম পর্যায়ে কাজের জন্য ছয় লাখ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। বাজারে ঘাট দেবরাজ ঘাট গোয়াল পাড়া সহ অন্যান্য ঘাট গুলি সংস্কার করা হবে। জানা গিয়েছে সিঁড়ি নিচে থাকা খাল গুলি শালবলি দিয়ে ঘিরে বোল্ডার দিয়ে ভরাট করা হবে । পড়ে ঢালাই করা হবে।বিপদ রোধে সিঁড়ি নিচে শেষে গার্ডওয়াল দেওয়া হবে । ঘাট গুলি মোটা লোহার পাইপ দিয়ে ঘেরা হবে দেওয়া হবে শিকল যাতে জলের স্রোতে ভেসে না যায় কেউ। বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন বিপদ রোধে ভালো উদ্যোগ নিয়েছে পৌরসভা ।কাটোয়া ও বাইরে থেকে স্নানের জন্য আসা মানুষদের সচেতন হতে হবে। উল্লেখ থাকে যে উৎসব পুজো পার্বন আগে ঘাটে ঘাটে ভীড় বেশি হয় ।তর্পন করতে দূর দূরান্ত থেকে গঙ্গায় আসে।মনসা পুজো ধর্মরাজ পুজো গাজন ছাড়াও শিবের মাথায় জল ঢালার জন্য শ্রাবণ মাসে সহ বিভিন্ন সময়ে জল নিয়ে বর্ধমান সহ জেলা জেলার বাইরে হাজার হাজার মানুষ যায় প্রত্যেক দিন ।হাজার হাজার ধর্মপ্রাণ মানুষ আসে প্রত্যেক দিন । ঘাট গুলি ঠিক মতো সংস্কার হলে বিপদ আটকানো যাবে। প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ নিরাপদে স্নান করতে পারবে।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,২৫ মে মার্টঃশনিবার, ১১ জ্যৈষ্ঠ মাস ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ ১১ জ্যৈষ্ঠ মাসঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতন্যাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ১১ জ্যৈষ্ঠ মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুদন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ১১ জ্যৈষ্ঠ মাস ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ১১ জ্যৈষ্ঠ মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্না পুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃদিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃ
রবিঃ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩
পদচন্দ্রঃ২২১৫২৫০ (৭) ১
পদমঙ্গলঃ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২
পদবুধঃ০২২২৫ (১) ১
পদবৃহস্পতিঃ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩
পদশুক্রঃ১০৮১৭৩ (২৪) ১
পদশনিঃ৯২৫৪৩০ (২৩) ১
পদরাহুঃ১২২৭৫৩ (৩) ২
পদকেতুঃ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩৫.৫ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৮.০১ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯০শতকরা এবং ৫১শতকরা। বৃষ্টি হয়েছে শুক্রবার। জোয়ার- সকাল ৮টা ৪৯ মিনিট এবং রাত৮টা ৪৪মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-১১টা ২০মিনিট। রাত-১১টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৪ টা ৫৫মিনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৬ টা ১৩ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃঅপ্রত্যাশিত ভ্রমণ ক্লান্তিকর হতে পারে যা আপনাকে উন্মত্ত করে তুলবে। আপনার শরীরকে তেল দিয়ে মালিশ করা পেশীগুলিকে আরাম দেবে।
বৃষভ রাশিঃআজ আপনার স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা করার কোন প্রয়োজন নেই।আপনার চারপাশে থাকা মানুষজন আপনার মনোবল এবং উদ্দীপনা জাগিয়ে তুলবে।**শুভদিন।**
মিথুন রাশিঃআপনার প্রবল সহনশীলতা এবং নির্ভীকতা ভীষণভাবে মানসিক ক্ষমতার উন্নতি করবে। বিবাহের যোগ হবে
কর্কট রাশিঃকোন আধ্যাত্মিক ব্যক্তি আশীর্বাদ করবেন এবং মানসিক শান্তি আনবেন। অতীতে যে সমস্ত লোকেরা তাদের অর্থ বিনিয়োগ করেছিল তারা আজ সেই বিনিয়োগ থেকে উপকৃত হতে পারে। **সিংহ রাশিঃ**আপনাক ব্যবসায় উন্নতি হতে পারে।**কন্যা রাশিঃ**আজ আপনার প্রয়োজন আরাম করার এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও পরিবারের সদস্যদের মাঝে খুশি খোঁজার চেষ্টা করা। সংসারে শান্তি
তুলারাশিঃসীমাহীন শক্তি ও উদ্যম আপনাকে চেপে ধরবে এবং আপনি যে কোন প্রদত্ত সুযোগ আপনার সুবিধামত কাজে লাগাবেন।।
বৃশ্চিক রাশিঃ আপনি অন্যদের সমালোচনার অভ্যাসের জন্য সমালোচিত হবেন। অর্থের উন্নতি।
ধনু রাশিঃকথা বলবার আগে দুবার ভাবুন। আপনার মতামতগুলি অজান্তেই কারোর অনুভূতিকে আহত করতে পারে। সন্তান হবে।
মকর রাশিঃআপনার শরীর রিচার্জ করতে সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিতে হবে অন্যথায় ক্লান্তি আপনার মধ্যে হতাশার সৃষ্টি করবে। বিবাহের যোগ
কুম্ভ রাশিঃসাফল্য হাতের নাগালে এলেও শক্তি কমে আসবে। ব্যাঙ্কিং কারবার খুব সতর্কতার সাথে সামলাতে হবে। বিবাহের যোগ।
মীন রাশিঃস্বাস্থ্য ভালোই থাকবে। আপনি আজ যথেষ্ট পরিমাণে অর্থের অধিকারী হবেন এবং এর সাথে মানসিক শান্তি থাকবে। যদি আপনি একটি পার্টির পরিকল্পনা করেন তাহলে আপনার সবথেকে ভাল বন্ধুদের আমন্ত্রণ জানান-সেখানে অনেক মানুষই থাকবে যারা আপনাকে উৎসাহিত করবে। সময়ের ব্যবহার আপনার ইচ্ছা পূরণে করতে পারেন।আপনি

গরমে যাত্রীদের জলের ব্যবস্থাপনায় সহযোগিতা করুন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ মে ঃ এই প্রচন্ড গ্রীষ্মে পূর্বরেল বিভিন্ন স্টেশনে জলের সুবন্দেবস্ত করছে - কোথাও নতুন করে মেশিন বসানো

হচ্ছে, আবার কোনো কোনো জায়গায় যেখানে জলের কল বসানো ছিল, সেগুলিকে সংস্কার করা হচ্ছে যাতে এই গরমে মানুষের জলের চাহিদা মেটানো যায়। এজন্য স্টেশন গুলিতে জল সরবরাহের খোলনলচে বদলে দেওয়া হচ্ছে। যেসব জায়গাগুলিতে বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োজন মনে হয়েছে, সেসব জায়গাগুলিতে পূর্ব রেলের স্কাউটস এন্ড গাইডস এর ছেলেরা জেনারেল কোচের সামনে গিয়ে যাত্রীদের জল সরবরাহ করেছে। এছা।ও কিছু এনজিও-র সহযোগিতায় ট্রেনের মধ্যে উপস্থিত যাত্রী এবং প্লাটফর্মে অপেক্ষারত যাত্রীদের জল সরবরাহ করা হয়েছে। অর্থাৎ এই প্রচন্ড গরমে যাত্রীদের কষ্ট যাতে কম করা যায়, সেই বিষয়ক সমস্ত দিকেই নজর রেখেছে পূর্বরেল। কিন্তু দু ঃখের বিষয় হলো, রেলওয়ের এতো উদ্যোগ, এতো সচেতনতামূলক প্রচারের পরেও কিছু সংখ্যক অন্য মানসিকতার মানুষ কিছু কিছু স্টেশনে যাত্রীদের উদ্দেশ্যে লাগানো জলের কলগুলিকে খুলে নিয়ে চলে যাচ্ছে যা কারো নজরে আসা সম্ভব হচ্ছে না, কিন্তু নিত্যযাত্রী যারা এই গরমে প্লাটফর্মে ট্রেন ধারার জন্য অপেক্ষা করে থাকেন, তাদের সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে এবং কষ্টের মধ্যে পড়তে হচ্ছে। তাই যাত্রীদের কাছে রেলওয়ের পক্ষ থেকে আবেদন যে, আপনারা যখনি দেখবেন যে, এই ধরণের কাজ আপনার চোখের সামনে করা হচ্ছে, অর্থাৎ কোনো অবাঞ্ছিত ব্যক্তি প্যাসেঞ্জার আমেনিটিজ এর উপর হস্তক্ষেপ করছে বা যাত্রীদের জন্য লাগানো জলের কল খুলে নিয়ে যাত্রীদের অসুবিধা করার চেষ্টা করছে , আপনারা সঙ্গে সঙ্গে প্লাটফর্মে কর্তব্যরত রেলকর্মীকে জানান এবং সহযোগিতা করুন। যাত্রীস্বাচ্ছন্দে ব্যবহৃত কোনোপ্রকার পাবলিক প্রপার্টি যা কিছু সংখ্যক মানুষ নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থের উদ্দেশ্যে ভেঙে ফেলবে বা নষ্ট করবে, এটা রেল কোনোভাবেই বরদাস্ত করবেনা এবং এটি আইনত অপরাধ। রেলওয়ে এবং সাধারণ যাত্রীদের যৌথ উদ্দ্যোগের মাধ্যমেই এই পাবলিক প্রপার্টি গুলি রক্ষা করা সম্ভব। নিত্যযাত্রীদের কাছে অনুরোধ, আপনারা সজাগ হন এবং এই কুকর্ম গুলি রুখতে রেলকে সহযোগিতা করুন।

শনি থেকেই হাওড়া ডিভিশনে ১৫ দিন ট্রাফিক ব্লক, একাধিক ট্রেন বাতিল

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ যা যাত্রী নিরাপত্তা এবং পরিষেবার মানোন্নয়নের জন্য বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পদক্ষেপ করতেই থাকে পূর্ব রেল। এবার ফের একবার রেলের কাজের জন্য ট্রাফিক ব্লক হতে চলেছে হাওড়া ডিভিশনে। আজিমগঞ্জ-কাটোয়া সেকশনের খাগড়াঘাট এবং কর্ণসুবর্ণ স্টেশনের মধ্যে ডাউন লাইনে স্লিপার রিনিউ এবং ব্যালাস্ট প্যাকিং সহ ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজেনীয় কাজ করতে চলেছে পূর্ব রেল। মূলত ট্রেনের গতি বাড়ান, সময়ানুবর্তিতা বজায় রাখা ও যাত্রীদের যাত্রা আরও মসৃণ করতে রক্ষণাবেক্ষণের এই কাজটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলেই জানাচ্ছে রেল।এই আপগ্রেডেশনের কাজকে আরও সহজ করার জন্য উল্লিখিত সেকশনে ২৫.০৫.২০২৪ থেকে ২৬.০৬.২০২৪ তারিখের মধ্যে ১৫ দিন ২৪০ মিনিট ট্রাফিক ব্লকের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। রেল মনে করছে, লাইনের উন্নয়ন, ট্রেন পরিষেবায় নিরাপত্তা এবং সময়ানুবর্তিতা নিশ্চিত করার জন্য নির্ধারিত রক্ষণাবেক্ষণের কাজ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এই সময়ের মধ্যে, রক্ষণাবেক্ষণ কাজ নিরাপদ এবং মসৃণভাবে সম্পন্ন করার জন্য একাধিক ট্রেন বাতিল থাকবে।যে দিনগুলিতে বাতিল থাকবে ট্রেন...যে দিনগুলিতে ট্রেন বাতিল থাকবে সেগুলি হল চলতি মাসের ২৫, ২৭ ও ২৯ তারিখ এবং আগামী মাসের ১, ৩, ৫, ৮, ১০, ১২, ১৫, ১৭, ১৯, ২২, ২৪ ও ২৬ তারিখ।রেল মনে করছে এই ট্রাফিক ব্লকের কারণে যাত্রীদের সাময়িকভাবে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হলেও দীর্ঘমেয়াদি দিক থেকে এটি ভীষই গুরুত্বপূর্ণ। সেক্ষেত্রে এই সময়কালে যাত্রীদের সহযোগিতার আবেদন জানান হয়েছে রেলের পক্ষ থেকে।প্রসঙ্গত, শুধুমাত্র হাওড়া ডিভিশনেই নয়, সাম্প্রতিক অতীতে শিয়ালদা ডিভিশনেও এই ধরনের ট্রাফিক ব্লকের ঘটনা ঘটেছে। সম্প্রতিই ২০ দিনের ট্রাফিক ব্লক ছিল শিয়ালদা ডিভিশনে। দমদম জংশনের ৫ নম্বর প্ল্যাটফর্মে কাজের জন্য একটানা ২০ দিনে মোট ৪৮০ ঘণ্টা ট্রাফিক ব্লক করার সিদ্ধান্ত নেয় পূর্ব রেল। সেক্ষেত্রে ১৮ এপ্রিল থেকে ৭ মে পর্যন্ত চলে ওই ট্রাফিক ব্লক। এর ফলে একদিকে বেশকিছু ট্রেন যেমন বাতিল করা হয়, তেমনই সংক্ষিপ্ত করে দেওয়া হয় বহু ট্রেনের যাত্রাপথও।উল্লেখ্য, নিত্য যাতায়াতের ক্ষেত্রে একটা বড় অংশের মানুষের অন্যতম প্রধান ভরসাই ট্রেন। অফিস যাত্রী ছাড়াও বিভিন্ন প্রয়োজনে গন্তব্যে পৌঁছনোর জন্য মানুষকে রেলপথ ব্যবহার করতে হয়। আর মানুষের যাত্রাপথ যাতে আরও স্বস্তির ও নিরাপদ হয়, সেই কারণেই পরিষেবার মানোন্নয়নের চেষ্টায় পূর্ব রেল।

ঘূর্ণিঝড় আছড়ে পড়ার আশঙ্কা! দক্ষিণ ২৪ পরগনার উপকূলে শুরু মাইকিং

বকখালি, ২৪ মে ঃ ক্রমশই বাড়ছে রেমাল নামক ঘূর্ণিঝড়ের আশঙ্কা। ইতিমধ্যেই জেলা প্রশাসনকে সতর্ক করা হয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতরের তরফে। শনিবার থেকেই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সম্ভাবনা রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে দক্ষিণ ২৪ পরগনার উপকূলীয় এলাকায় ঘূর্ণিঝড়ের সতর্কীকরণ প্রচার শুরু করেছে প্রশাসন। সমস্ত উপকূলবর্তী থানার পাশাপাশি ব্লক প্রশাসনের তরফে শুরু করা হযেছে মাইকিং। মাইকিং-এর মাধ্যমে উপকূলবাসীকে সতর্ক করার কাজ চালানো হচ্ছে। ঘূর্ণিঝড়ের জন্যে আগাম প্রস্তুতি ইতিমধ্যেই শুরু করে দিয়েছে প্রশাসন। মজুত রাখা হচ্ছে শুকনো খাবার ও পানিয় জল। ক্যানিং ও কাকদ্বীপ মহকুমা শাসকের দফতরে কন্ট্রোল রুম খোলা হচ্ছে। পুরো পরিস্থিতির দিকে নজর রেখেছে জেলা প্রশাসন।

রুগী মৃত্যুর অভিযোগ তুলে বেসরকারি নার্সিং হোমের সামনে বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ২৪ মে ঃ চিকিৎসা গাফিলতির কারণে রুগী মৃত্যুর অভিযোগ তুলে বেসরকারি নার্সিং হোমের সামনে বিক্ষোভ রুগীর আত্মিয় দের।ঘটনা হুগলির হরিপালের শিয়াখালা এলাকার।পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনতে ঘটনা স্থলে আসে বিশাল পুলিশ বাহিনী।বিক্ষোভ তুলে নিলেও নার্সিং হোমের সামনে অবস্থান বিক্ষিভে বসে প।নে রুগীর আত্মীয়রা। নার্সিং হোম থেকে ঢোকা বা বে।নোর রাস্তা বন্ধ করে দেয় রুগীর আত্মিরা। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে হরিপালের বঙিদপুর এলাকার বাসিন্দা জহিরুল ইসলাম (৩৫) বেশ কিছু দিন পেটের যন্ত্রনায় ভুগছিলেন।গতকাল সকাল দশটা নাগাদ শিয়াখালায় অবস্থিত সঞ্জীবনী নার্সিংহোমে পেটের যন্ত্রনা নিয়ে ভর্তি হয়। চিকিৎসকরা জানান এপেন্ডিক্স অপারেশন করতে হবে। সেই মত সকাল ১১ টায় অপারেশন প্রক্রিয়া শুরু হয় এবং বিকাল চারটে নাগাদ অপেরাসেন

সম্পূন্ন হয় বলে জানিয়ে দেওয়া হয় রুগীর আত্মিয়দের।রুগীর আত্মীয় দের অভিযোগ অপেরাসেন সম্পূন্ন হলেও রুগীর সাথে একবারও দেখা করতে দেওয়া হয়নি তাদের।এমনকি দেখা করার জন্য বার বার অনুরোধ করা হলেও রুগী ভালো আছে বলে বের করে দেওয়া হয় রুগীর আত্মীয় দের।রাত দশটার সময় নার্সিং হোম কর্তৃপক্ষ রুগীর আত্মিয়দের জানানো হয় রুগী মারা গেছে। গত কাল রাত থেকেই উত্তেজনা শুরু হয় এবং আজ সকাল থেকেই নার্সিং হোমের সামনে বিক্ষোভ শুরু করেন মৃত রুগীর আত্মীয়রা। আইনি ব্যবস্থার মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ ও নার্সিং হোম কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে যথাযত আইনি ব্যবস্থার দাবিতে আজ সকাল থেকে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখান মৃত রুগীর আত্মীয়রা। খবর ঘটনা স্থলে আসে হুগলি গ্রামীন পুলিশের বিশাল পুলিশ বাহিনী। বিক্ষোভ বন্ধ হলেও নার্সিং হোমের মেন গেটের সামনে অবস্থান বিক্ষোভে বসেছেন মৃতের আত্মীয়রা। ঘটনা প্রসঙ্গে নার্সিং হোম কর্তৃপক্ষ কোনো প্রতিক্রিয়া দিতে চাইনি। পুলিশ জানিয়েছে অভিযোগের ভিত্তিতে পুরো ঘটনা খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

অর্জুন সিংহকে হোয়াটসঅ্যাপে হত্যার হুমকি দেওয়ার অভিযোগ!

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ ব্যারাকপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিংকে হত্যার হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠল এক যুবকের বিরুদ্ধে। বিজেপি প্রার্থীর অভিযোগ, মোবাইলে মেসেজ করে খুনের হুমকি দেওয়া হয়েছে। ঘটনার নেপথ্যে তৃণমূলের হাত রয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন অর্জুন। অর্জুন সিংয়ের দাবি, নিকেতন বর্মা ওরফে ছোটু নামে এক যুবক। বাবা অনুপ বর্মা। জগদ্দল মোমিনপাড়া এলাকায় বাড়ি। মাদক বিক্রি করে বলে অভিযোগ অর্জুন সিং-এর। ইতিমধ্যে প্রশাসনের কাছে বিষয়টি জানিয়েছেন।অর্জুন সিংয়ের দাবি, মধ্যপ্রদেশের নম্বর থেকে এই মেসেজ করা হয়েছে। জগদ্দলের বিধায়ক সোমনাথ শ্যাম জানাচ্ছেন, প্রশাসনের ওপর আশ্বাস রয়েছে। প্রশাসন সক্রিয়ভাবে কাজ করছে। যদি সমস্ত বিষয়টা প্রশাসনকে জানায়, তাহলে নিশ্চয়ই প্রশাসন পদক্ষেপ করবে।অর্জুন সিংয়ের বক্তব্য, তৃণমূলের লোকেরা সবই পারে। আমাকে বলে মারাটা কঠিন রয়েছে। এমনি মারতে পারবে ঠিক আছে। পুলিশের উচ্চ পদস্থ কর্তাদের সঙ্গে কথা হয়েছে। ছেলেটার ডিটেইলস পেয়েছি। ছেলেটি কোনও রাজনৈতিক দলের কর্মী কিনা, সে বিষয়ে কিছু বলতে পারেননি অর্জুন সিং। তিনি বলেন, পুলিশ তো কিছু করেনি। আমিই খোঁজ নিয়ে জানতে পেরেছি, মাদক বিক্রি করে। এই সব ছেলে কোনও ব্যাপার নাকি। পুলিশ কিছু করতে পারুক না পারুক, আমি ঠিক বার করে ফেলব।

সল্টলেকে শনিবার মুখ্যমন্ত্রীর মিছিল, রেকর্ড জমায়েত লক্ষ্য তৃণমূলের

কলকাতা, ২৪ মে ঃতৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী কাকলি ঘোষ দস্তিদারের সমর্থনে শনিবার সল্টলেকে মিছিল করবেন তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মিছিলে রেকর্ড জমায়েত হবে বলে আশা করছে তৃণমূল নেতৃত্ব, সেই লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত, ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে সল্টলেক তথা বিধাননগর বিধানসভায় তৃণমূল পিছিয়ে ছিল। কিন্তু, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপিকে হারিয়ে বিধাননগরে জয়ী হয়েছেন মন্ত্রী সুজিত বসু।এবারের লোকসভা নির্বাচনে ২০২১-এর চেয়ে বেশি লিড নেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে তৃণমূল। ২৫ মে বিকেলে বৈশাখী থেকে মিছিল শুরু হবে। কেষ্টপুরের কাছাকাছি গিয়ে শেষ হবে মিছিল। ২৯ মে শ্যামবাজার থেকে স্বামী বিবেকানন্দের বাড়ি, ৩০ মে গড়িয়া বাসস্ট্যান্ড থেকে গোপালনগর মোড় পর্যন্ত পদযাত্রা করবেন মুখ্যমন্ত্রী।

ঘূর্ণিঝড় 'রেমাল' এর সতর্কতায় একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া হলো হাওড়া পুরসভার তরফ থেকেও

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৪ মে ঃ ঘূর্ণিঝড় 'রেমাল' এর সতর্কতায় একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া হলো হাওড়া পুরসভার তরফ থেকেও। আগামী ৭২ ঘন্টার জন্য খোলা হয়েছে ২৪ ঘন্টাব্যাপী কন্ট্রোল রুম। প্রস্তুত রাখা হয়েছে বিপর্যয় মোকাবিলা টিমকে। ত্রিপল, শুকনো খাবার মজুত রাখা হয়েছে। ৮টি স্কুল বাড়ি প্রস্তুত রাখা হয়েছে। পুরসভার পাম্প হাউসগুলো চালু রাখা হচ্ছে । শুক্রবার দুপুরে এক সাংবাদিক বৈঠকে পুরসভার মুখ্য প্রশাসক ডাঃ সুজয় চক্রবর্তী বলেন, আবহাওয়া দপ্তর সতর্কতাবার্তা দিয়েছেন শনিবার রাতে অথবা রবিবার রাতে সাইক্লোন 'রেমাল' ল্যান্ডফল করবে। এই কারণে গোটা রাজ্য জুড়েই সতর্ক বার্তা দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায়। এর মধ্যে রয়েছে হাওড়াও। এই নিয়ে আমাদের বিভিন্ন দপ্তরের সঙ্গে বৈঠক হয়েছে। হাওড়া পুরসভার পক্ষ থেকে বেশ কিছু আগাম পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের একটা কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে। ২৪ ঘন্টা খোলা থাকবে এই কন্ট্রোল রুম। আগামী ৭২ ঘন্টা চালু থাকবে এই এই কন্ট্রোল রুম। এই কন্ট্রোল রুমের ফোন নাম্বার ৬২৯২২ ৩২৮৭০। সাইক্লোন সংক্রান্ত মানুষের যদি কোনও সমস্যা হয় তাহলে হাওড়া পুরসভার এই নম্বরে ফোন করলে সেই সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা করা হবে। এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় আগাম ব্যবস্থা হিসেবে পর্যাপ্ত ত্রিপলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মানুষের যদি সমস্যা হয় সেই জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে জলের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এর পাশাপাশি চিঁ।রে প্যাকেট, মুড়ি প্রভৃতি শুকনো খাবার মানুষের প্রয়োজন হলে পৌঁছে দেওয়া হবে। ঝড়ে গাছ পড়ে গেলে বা পুরানো বাড়ি ভেঙে গেলে ৮টি বিপর্যয় মোকাবিলা টিম ছাড়াও অতিরিক্ত টিম তৈরি রাখতে বলা হয়েছে যাতে দ্রুত টিমকে ঘটনাস্থলে পাঠানো যেতে পারে।

বিপর্যয়ের সময়ে প্রয়োজনে মানুষকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় সেই কারণে ৮টি স্কুলকে তৈরি রাখা হয়েছে। এই স্কুলগুলি হল হনুমান জুটমিল হাই স্কুল, সালকিয়া এ এস স্কুল, স্যার সৈদয় আহমেদ হাই স্কুল, রামকৃষ্ণ শিক্ষালয়, ভবানী গার্লস হাই স্কুল, বাকসাড়া হাই স্কুল, মুক্তারাম দে হাই স্কুল এবং হাওড়া শিক্ষাসদন। সাইক্লোনের বৃষ্টিতে জল জমবে। সেই কারণে সুয়ারেজ লাইন বা নর্দমা পরিষ্কার করে যে এজেন্সি তাদের সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। যদি বেশি জল জমে নিজেদের লোক নিয়ে প্রয়োজন পড়লে ম্যানহোল খুলে মানুষের উপস্থিতিতে তাড়াতাড়ি যাতে জল নেমে যায় সেই ব্যবস্থা করার নির্দেশ দেওয়া হবে। বিপর্যয় মোকাবিলা টিম এবং ড্রেনেজের টিমের কর্মীদের ছুটি বাতিল করা হয়েছে। ১১টা স্থায়ী পাম্প ছড়াও আরও ৬৭টি পাম্প

থাকবে। যাতে পাম্পগুলো কাজ করে তা পরীক্ষা করে নেওয়া হয়েছ। এছাড়া ৬টি মোবাইল পাম্প রাখা হয়েছে। হঠাৎ করে যদি কোনও পাম্পের প্রয়োজন হয় তাহলে সেখানে এই পাম্প পাঠানো হবে। জেলা প্রশাসন, পুলিশের সঙ্গে সমন্বয় করে বিপর্যয় মোকাবিলা করার চেষ্টা করছে হাওড়া পুরসভা। সুজয় চক্রবর্তী আরও বলেন, বৃষ্টির জমা জলে বিদ্যুতের খোলা তারে বিগত দিনে দুর্ঘটনার পর এবার সিইএসসি এবং রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের সঙ্গেও আমাদের আগাম কথা হয়েছে। জেলা প্রশাসনের আগাম বৈঠক হয়েছে। ওনারাও সতর্কতা নিয়েছেন। জমা জলে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ রাখা হবে।

হাওড়ার চ্যাটার্জিহাটে গৃহবধূর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৪ মে ঃ হাওড়ার চ্যাটার্জিহাটের এইচআইটি কোয়ার্টারে গৃহবধূর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য ছড়াল। শুক্রবার বেলা ১১টা নাগাদ ওই ঘটনা ঘটে। মৃতার নাম মৌমিতা কুন্ডু (৩৩)। খবর পেয়ে পুলিশ এসে বাড়ি থেকে তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে। পুলিশ জানিয়েছে, প্রায় ১২ বছর আগে মৌমিতার বিয়ে হয়েছিল। তখন থেকেই শুরু হয় পারিবারিক অশান্তি। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, সম্ভবত পারিবারিক অশান্তির জেরেই আত্মঘাতী হন ওই গৃহবধূ। যদিও এই ঘটনায় মৃতার বাপের বাড়ি বা শ্বশুরবাড়ির তরফে থানায় কোনও অভিযোগ দায়ের করা হয়নি। পুলিশ একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

আন্তর্জাতিক ভেসাক ডে,২০২৪ পালন বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা অফ ইন্ডিয়ার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ মে ঃ ২৫৬৮ তম পবিত্র বুদ্ধপূর্ণিমা, আন্তর্জাতিক ভেসাক ডে, ২৩ মে ২০২৪ বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা অফ ইন্ডিয়া যথাযথ মর্যাদায় পালন করে।সকালে বিশ্ব বৌদ্ধ পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে শুভ সূচনা হয়, এরপর বুদ্ধমূর্তির স্নান, বিশ্বশান্তির জন্য সমবেত প্রার্থনা, বুদ্ধপুজা, পথচারীদের পায়েস বিতরণ, মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রুগীদের ফল ও পথ্য বিতরণের মাধ্যমে তাদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করা।দুপুরে রবীন্দ্র-নজরুল পরম্পরায় বাংলার দুই মহান কবিদের স্মরণে গানে কবিতায় শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন, এটি পরিচালিত করে প্রখ্যাত নজরুল গবেষক ড. দীপা দাস। বিকেলে বিশিষ্ট অতিথির উপস্থিতিতে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন অমিয় কুমার সামন্ত, IPS, Former D.G. Intelligence Branch, West Bengal বিশেষ আমন্ত্রিত প্রধান অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন প্রণব প্রকাশ, Regional Director (East),India Tourism, Kolkata, Ministry of Torisum, Govt. of India. সম্মানিত অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন- অধ্যাপক ডঃ শাশ্বতী মুসুদ্দি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পালি বিভাগের প্রধান। ডাঃপার্থসারথি মুখার্জি,প্রখ্যাত চিকিৎসক তথা বিশিষ্ট সামাজিক ব্যাক্তিত্ব। অধ্যাপক সুব্রত সিনহা, সেন্ট জেভিয়ার কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক। সভাপতি আসন অলংকৃত করেন সভার সম্মানিত সভাপতি ডঃ রতনশ্রী মহাথের মহোদয়। ভিক্ষু বিশ্বজিৎ এর মঙ্গলাচরণের মধ্য দিয়ে এই পর্বের অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। অতিথি বরণ করা হয় স্বেত উত্তরী ও পুষ্পস্তবক অর্পণ করে। স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন সভার সাধারণ সম্পাদক অমলেন্দু চৌধুরী। প্রত্যেক অতিথির অতি উচ্চমার্গীয় আলোচনা দুইঘন্টা পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহ শ্রোতামন্ডলি মুগ্ধতার সঙ্গে শ্রবণ করেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সভার সহসম্পাদক সুমিত বড়ুয়া তার সংকলিত একটি পুস্তকের আবরণ উন্মোচন করেন সকল অতিথি।

সকাল সকাল ভোট প্রচারে বেড়িয়ে পড়লেন সায়নী ঘোষ

দুরন্ত বার্তা, বারুইপুর, ২৪ মেঃ অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচন চলছে সারা ভারত জুড়ে। পঞ্চম দফা ভোট শেষ হয়ে গেছে ইতিমধ্যে।আর দুই দফার ভোট বাকি আছে এখনো। যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রে নির্বাচন হবে আগামী ১ জুন । যেটা শেষ দফার নির্বাচন হবে।সপ্তম দফার নির্বাচনের আর মাত্র হাতে গোনা কয়েকটা দিনই বাকি। হাতে যে কটা দিনে আছে প্রত্যেকটা দিনকেই অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে নিচ্ছেন সমস্ত দলের প্রার্থীরা। নির্বাচনী প্রচার চলছে জোর কদমে। কেউ কাউকে এক ইঞ্চি জায়গা ছাড়তে রাজি নয়। সকালে তৃণমূল কংগ্রেস প্রচারে নামলে দুপুরে প্রচার করছে সিপিআইএম এবং সন্ধ্যায় বিজেপি। নির্বাচন কমিশনের নিয়ম মেনেই প্রত্যেকটা রাজনৈতিক দল নিজেদের প্রচার করতে ব্যস্ত। সকাল থেকে বারুইপুর পৌরসভার ১২ নম্বর ওয়ার্ডের প্রত্যেকটা অলিগলি টোটো করে প্রচার সারলেন যাদব লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সায়নী ঘোষ। সায়নীর প্রচারের সঙ্গী ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান ব্যানার্জি। সায়নী ঘোষ বলেন ৭৩ দিন প্রচার করছি, মানুষের বাড়িতে বাড়িতে গিয়েছি,পায়ে হেঁটে প্রচার করেছি, মানুষের আশীর্বাদ চাইছি, খুব ভালো সাড়া পেয়েছি মানুষের সহযোগিতা ও আশীর্বাদ পাচ্ছি, মানুষের সমর্থন পেলে তবেই আগামী দিনে উন্নয়ন হবে। তবে মানুষ মমতাদির সঙ্গে আছে।পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান ব্যানার্জি বলেন বারুইপুর পর্যন্ত মেট্রো রেল এক্সটেনশন করতে হবে। আমি নিজেই রেলমন্ত্রীর সাথে কথা বলেছিলাম। এটা মুখ্যমন্ত্রীর পরিকল্পনা ছিল, সরকার পরিবর্তনের পর এটা ফলপ্রসূ হয়নি। মুখ্যমন্ত্রী ও চেষ্টা করেছেন,আমরাও চেষ্টা করেছি, কিন্তু এখনো পর্যন্ত কাজটা করে উঠতে পারিনি। সায়নী জিতলে আগামী দিনে বারুইপুর পর্যন্ত মেট্রো রেল এক্সটেনশন নিয়ে লোকসভায় জোরালো লড়াই করবে, আশা করি সায়নীর মাধ্যমে আমরা এই কাজটি করাতে পারবো। যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী সায়নী ঘোষ ১০০ শতাংশ জিতবে।

ব্লু লাইনে রাতে বিশেষ মেট্রো পরিষেবা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ মে ঃ ব্লু লাইনে আজ অর্থাৎ ২৪.০৫.২০২৪ তারিখ থেকে রাতে পরীক্ষামূলকভাবে বিশেষ মেট্রো পরিষেবা চালানো হবে। সোমবার থেকে শুক্রবার আপ ও ডাউনে এই মেট্রো পরিষেবা রাত ১১টায় যথাক্রমে কবি সুভাষ ও দমদম থেকে পাওয়া যাবে । যাত্রাপথে পরিষেবা দু'টি সমস্ত স্টেশনে থামবে। প্রতিটি স্টেশনে একটি করে টিকিট কাউঃটার টোকেন, স্মার্ট কার্ড বিক্রির জন্য খোলা থাকবে।

বয়স্ক ভোটারদের বাড়ি গিয়ে ভোট নিল ভোট কর্মীরা

দুরন্ত বার্তা, বারুইপুর, ২৪ মে ঃ ভারতের মুখ্য নির্বাচন কমিশন ২০২৪ লোকসভা ভোটে সার্কুলার দিয়েছিল যে ৮৫ বছরের উপরে বয়স্ক মানুষের বাড়িতে গিয়ে ভোট দানের ব্যবস্থা করা হবে।সেই মোতাবেক দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় বারুইপুর পৌরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডের নতুন পাড়া এলাকার বাসিন্দার রসময় মজুমদারের বাড়িতে গিয়ে ভোট কর্মীরা ভোট নেন। যদিও রসময় মজুমদারের বয়স ৯৪ বছর।এই ভোট দিয়ে রসময় বাবু বলেন খুবই ভালো লেগেছে।ভোট কর্মীদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন চারজন সিআরপিএফ কর্মী। তাছাড়া একজন পুলিশ ইন্সপেক্টর ছিলেন।

পুঞ্চে কড়া নিরাপত্তা

পুঞ্চ, ২৪ মে ঃ শনিবার রাজৌরি-অনন্তনাগ লোকসভা আসনের নির্বাচনের আগে পুঞ্চ জেলায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। নির্বাচন যাতে শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয় সেজন্য নিরাপত্তা বাহিনী দিনরাত টহল দিয়ে যাচ্ছে।প্রসঙ্গত, রাজৌরি-অনন্তনাগ লোকসভা আসনের জন্য ২৫ মে ভোট গ্রহণ হবে। নির্বাচন চলাকালীন যে কোনো ধরনের বিশৃঙ্খলা এড়াতে নিরাপত্তা বাহিনীকে সব সময় সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে।

উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে, গোরখপুরের যান্ত্রিক কর্মশালায় ২৩ মে, ২০২৪ তারিখে 'দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি' বিষয়ের উপর একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছিল। প্রধান অতিথি, প্রধান কারখানার ব্যবস্থাপক ধর্মেশ কুমার খারে দেবী সরস্বতীর ছবিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ ও প্রদীপ জ্বালিয়ে কর্মশালার উদ্বোধন করেন।

ইউরোপের ৩ দেশের সঙ্গে 'ঠান্ডা লড়াই' নেতানিয়াহুর!

২৪ মে ঃ স্বাধীন রাষ্ট্র স্বীকৃতি পাক প্যালেস্টাইন। এই দাবি উঠেছিল বহুদিন। সম্প্রতি প্যালেস্টাইনকে রাষ্ট্রসংঘের পূর্ণাঙ্গ সদস্য করার প্রস্তাব পাস হয়েছে। যা নিয়ে এমনিতেই ক্ষোভে ফুঁসছে ইজরায়েল। এর মাঝেই ইহুদি দেশটির সঙ্গে সংঘাত বাড়িয়ে প্যালেস্টাইনকে রাষ্ট্র হিসাবে মর্যাদা দেওয়ার ঘোষণা করেছে স্পেন, নরওয়ে ও আয়ারল্যান্ড। এবার ইউরোপের এই তিন দেশকে তোপ দাগলেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। সাফ বলে দেন, প্যালেস্টাইনকে রাষ্ট্রের মর্যাদা দেওয়া মানে সন্ত্রাসবাদকে মদত দেওয়া।

বিশ্ব মানচিত্রে সার্বভৌম দেশ হিসাবে প্যালেস্টাইনের কোনও অস্তিত্ব নেই। এটা শুধু একটা ধারণা মাত্র। আর এখানেই সন্ত্রাসবাদীদের মদত দেওয়া হয়। সেই কথা উল্লেখ করে বুধবার এক্স হ্যান্ডেলে ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু লেখেন, ' কিছু ইউরোপীয় দেশ প্যালেস্টাইনকে রাষ্ট্রের মর্যাদা দিচ্ছে। এর উদ্দেশ্য একটাই। সন্ত্রাসবাদকে পুরস্কৃত করা। শমরিয়া ও যিহুদিয়ার ৮০ শতাংশ প্যালেস্তিনীয় গত ৭ অক্টোবরের হামলাকে সমর্থন করে। এটা একটা সন্ত্রাসী দেশ হয়ে উঠবে। ওরা বার বার ৭ অক্টোবরকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করবে। আমরা তা কখনই হতে দেব না। সন্ত্রাসবাদকে পুরস্কৃত করলেই শান্তি ফিরবে না। আর আমরা হামাসকে খতম করবই। কেউ আমাদের রুখতে পারবে না।' উল্লেখ্য, দ্বি-রাষ্ট্র তত্ত্বের পক্ষে সওয়াল করে গত বুধবার নরওয়ের প্রধানমন্ত্রী জোনাস গার স্টোর বলেন, ইজরায়েলের ভালোর জন্যই ওখানে দুই রাষ্ট্র নীতি লাগু হওয়া প্রয়োজন। এক্ষেত্রে গাজা ও ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক-সহ প্যালেস্টাইন দেশ প্রতিষ্ঠিত হোক। তাতে দুই দেশের মধ্যে থাকা সংঘাত শেষ হবে ও পশ্চিম এশিয়ায় শান্তি ফিরবে। আগামী ২৮ মে আমরা প্যালেস্টাইনকে দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দেব। পাশাপাশি আয়ারল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী সাইমন হ্যারিস বলেন,আয়ারল্যান্ড, নরওয়ে এবং স্পেন সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্যালেস্টাইনকে রাষ্ট্রের মর্যাদা দেওয়ার। আমরা আশা করছি আরও কিছু দেশ আমাদের উদ্যোগকে অনুসরণ করবে। এদিন তাঁদের সুরের সুর মিলিয়ে স্পেনের প্রধানমন্ত্রী পেড্রো সানচেজ জানান,আগামী ২৮ মে এই বিষয়ে ৩ দেশের প্রতিনিধিরা একজোট হতে চলেছি। সেখানেই প্যালেস্টাইনকে স্বাধীন দেশ হিসেবে মর্যাদা দেব আমরা। এর পরই তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে ইজরায়েল।

আয়ারল্যান্ড, নরওয়ে এবং স্পেনের এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতায় সরব হয়েছেন ইজরায়েলের বিদেশমন্ত্রী ইজরায়েল কাটজ। এই ৩ দেশের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্কও ছিন্ন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তেল আভিভ। প্যালেস্টাইনের পাশে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে আয়ারল্যান্ড, নরওয়ে এবং স্পেনে থাকা ইজরায়েলি রাষ্ট্রদূতদের দেশে ফিরে আসার নির্দেশ দিয়েছে নেতানিয়াহুর সরকার।

কানপুরে গঙ্গা নদীতে ডুবে একই পরিবারের ৩ শিশুর মৃত্যু

কানপুর, ২৪ মে ঃ উত্তর প্রদেশের আড়ৌল থানা এলাকার আঁকিন গঙ্গা নদীতে স্নান করতে যাওয়া একই পরিবারের ৩ শিশুর জলে ডুবে মৃত্যু হয়েছে। পুলিশ ডুবুরিদের সহায়তায় তিনজনকেই উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাদের মৃত ঘোষণা করেন। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার। এসিপি বিলহাউর অজয় কুমার ত্রিবেদী বলেন, পুলিশ খবর পায় যে আঁকিন গ্রামের ৩ শিশু গঙ্গায় স্নান করতে গিয়ে ডুবে গেছে। পুলিশ তাৎক্ষণিক ঘটনাস্থলে পৌঁছে ডুবুরিদের সহায়তায় শিশুদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করে। ৩ শিশুকে বের করে হাসপাতালে পাঠানো হলে চিকিৎসকরা তিনজনকেই মৃত ঘোষণা করেন। পুলিশ মৃতদের শনাক্ত করেছে, তারা আঁকিন পুরওয়া গ্রামের বাসিন্দা ফুলচাঁদ গৌতমের ৬ বছরের মেয়ে একতা, ফুলচন্দ্রের ভাই হরিপ্রসাদের ১০ বছরের মেয়ে প্রাণসি এবং ছয় বছরের ছেলে জ্ঞান। তিন শিশুর মৃত্যুতে গ্রামে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

মা হতে চলেছেন অভিনেত্রী দীপিকা পাড়ুকোন

মুম্বই, ২৪ মে ঃ মা হতে চলেছেন অভিনেত্রী দীপিকা পাড়ুকোন। প্রথম সন্তান আসার সংবাদে খুশি রণবীর-দীপিকা। কিছুদিনের মধ্যেই দীপিকার নিজস্ব স্ক্রিন কেয়ার ব্র্যান্ড লঞ্চ হওয়ার কথা ছিল। তার আগেই ইন্সটাগ্রামে পোস্ট করা একটি ভিডিওতে প্রকাশ পেলো তার সন্তানসম্ভবা অবস্থার চিত্র। সোশ্যাল মিডিয়ার ভাষায় যাকে বলে 'মম টু বি' লুক। একটি ছোট ক্লিপও সোশ্যাল সাইটে আপলোড করেছেন দীপিকা পা।ুকোন। যেখানে তাকে দেখা যায় নিজের স্ক্রিন কেয়ার ব্রান্ডের পণ্যের প্রচার করতে। ভিডিওটিতে দীপিকা রসিকতা করে বলছে, আমার বিক্রয়কর্মী হওযা উচিত। অভিনেত্রীর পোস্টে সুন্দর থাকো নিজের যত্ন নাও লিখে মন্তব্য করেছেন অভিনেত্রী বিপাশা বসু। উল্লেখ্য, শুক্রবার অভিনেত্রী একটি সুন্দর হলুদ গাউন পরে পা রাখেন মুম্বইয়ের মাটিতে। দীপিকার এই লুক সাড়া ফেলেছে ফ্যানেদের মধ্যে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৯ বর্ষ, দৈনিক ১৭৫ সংখ্যা, শনিবার, ১১ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১

বাংলার লোকসভা

ভারতের লোকসভার নির্বাচন কোন পথে তা নিয়ে বিস্তর জল্পনা চলছে সব রাজনৈতিক দলের নেতাদের মধ্যে। বাদ পড়েনি স্থানীয় জনগণও। তারাও রীতিমতো চর্চা করতে শুরু করে দিয়েছে। রোজ ভোর বেলায় একবার করে ভোটের খবর সবাই পড়ে নিচ্ছে। কোথায় কত ভোট পড়েছে তার ওপরে নজর রাখঠে সবাই। এদিকে রাজ্যের শাসক দল আশাবাদী তাদের আসন সংখ্যা আগের চেয়ে বৃদ্ধি পাবে। বিজেপি দল বলতে শুরু করেছে যে এবারে তাদের আসন অতীতের রেকর্ডকেও অতিক্রম করে যাবে। কংগ্রেস দল বলতে শুরু করেছে জোট ইণ্ডিয়া এবারে লোকসভার নির্বাচনে ভালো ফল করবে। এখন দেখতে হবে যে অতীতে র ইউপিএ সরকার জোট থাকবে না জোট ইণ্ডিয়া থাকবে। জোট ইণ্ডিয়া তৈরি করা হয়েছিল শুধু মাত্র লোকসভায় বিজেপি বিরোধিতা করতে। তারপরে জোট ইণ্ডিয়ার কোনও কার্যবলী থাকছে না। এর ফলে ভোটের পর ইউপিএ জোট মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে। ইউপিএ জোটের মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেস নেই। তৃণমূল কংগ্রেস এখন থেকেই বলতে শুরু করে দিয়েছে যে তারা জোট ইণ্ডিয়ার মধ্যে থাকবে। যদিও জোট ইণ্ডিয়ার মধ্যে এখন সবচেয়ে শক্তিশালী দল হচ্ছে কংগ্রেস, সমাজবাদী পার্টি এবং শরদ পাওয়ারের দল। তৃণমূল কংগ্রেস কোনও সময়ে জোট ইণ্ডিয়াতে থাকছে আবার কোনও সময়ে জোট ইণ্ডিয়ার ব্যাপারে উদাসীন। পশ্চিমবঙ্গের লোকসভায় কংগ্রেসের সঙ্গে তৃণমূলের জোট হয়নি তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে অধীর চৌধুরী। তিনি গোড়া থেকে বেঁকে বসেছিলেন। তার ফলে তৃণমূলের সঙ্গে কংগ্রেসের জোট হল না। সিপিএম কংগ্রেস জোট করে তৃণমূলের ভোট কাটতে শুরু করে দিয়েছে। তার ফলে রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেস এবারে কতগুলি লোকসভার আসন লাভ করতে পারবে সেটাই এখন অঙ্ক হয়ে দাঁড়িয়েছে। যদিও বিজেপি লক্ষ্য রয়েছে তাদের আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করা। পশ্চিমবঙ্গের লোকসভার নির্বাচনটা এখন মূলত তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিজেপি দলের প্রেসজিট ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিজেপি দলের লক্ষ্য থাকছে এবারে লোকসভার আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করা। তার জন্য কংগ্রেস, সিপিএম এবং তৃণমূলের সঙ্গে রাজনৈতিক লড়াই করতে হচ্ছে। এদিকে তৃণমূলের লক্ষ্য থাকছে জেতা আসনগুলো যেন অটুট থাকে। সেই দিকে তাাকিয়ে নির্বাচনী প্রচার করতে শুরু করে দিয়েছেন নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবারে বিজেপি দলের আসন সংখ্যা বৃদ্ধি পায় তার জন্য বারবার প্রচারে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তবে এবারে সিপিএম দল আশা প্রকাশ করছে তারাও আসন পাবে। কংগ্রেস দলও তাদের হারানো আসন ফেরত পেতে পারে বলে মনে করতে শুরু করেছে। ভারতের লোকসভার নির্বাচন কেমন হচ্ছে তা পর্যবেক্ষণ করতে বিদেশি সাংবাদিকেরা ঘোরাঘুরি করতে শুরু করেছে। খোদ ভারতের রাজধানি দিল্লিতে বিদেশি সাংবাদিকদের সদর দফতর তৈরি করা হয়েছে। তারা সেখান থেকেই সারা ভারতের নির্বাচনের ওপরে নজর রেখে খবর প্রকাশ করছে।

যখন পড়বে না মোর...

'যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে' বাউল রাগে দাদরা তালের এই গান রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দের ৭ এপ্রিলে শান্তিনিকেতনে । গানটির স্বরলিপি দেন দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। শান্তিদেব ঘোষ একজন বিখ্যাত রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী ও বিশারদ। রবীন্দ্র বিশারদদের মধ্যে তাঁকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে গণ্য করা হয়। শান্তিদেবের পিতা কালীমোহন ঘোষ শান্তিদেবের জন্মের আগে থেকেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঘনিষ্ঠ সহকর্মী ছিলেন এবং বিশ্বভারতীর গ্রাম পুনর্নির্মাণ শাখা স্থাপনে রবীন্দ্রনাথকে সহায়কের কাজ করতেন। প্রথমদিকে রবীন্দ্রনাথ কালীমোহনকে শিলাইদহে গ্রামোন্নয়নের কাজে নিযুক্ত করেছিলেন। পরে তিনি তাঁকে শান্তিনিকেতনে এনে সেখানেই গ্রাম সংস্কারের কাজে নিযুক্ত করেন। কালীমোহন তাঁর ছয় মাসের শিশুপুত্র শান্তিময়কে রবীন্দ্রনাথের কাছে নিয়ে আসেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাম পাল্টে শান্তিদেব রাখেন। কৈশোরে তিনি রবীন্দ্রনাথের ঠাকুরের কাছে গান শিখতে শুরু করেন। সেখানেই লেখার টেবিলের উপরে গানের খাতা খুলে রেখে চুপ করে বসে আছেন রবীন্দ্রনাথ। মুখ গম্ভীর। কিছুই বলছেন না, তাকাচ্ছেনও না ছাত্রটির দিকে। কিছু ক্ষণ পর গানের খাতাটি দিয়ে কবি তাঁকে পাশের মোড়াটিতে বসতে বললেন। বিরক্ত যে তিনি হয়েছেন সেটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু কারণ জিজ্ঞেস করতেও ছেলেটির সাহস হচ্ছে না। মোড়ায় বসে সে গুরুদেবের কাছ থেকে একটি কলম ও কয়েকটি কাগজ চেয়ে নিয়ে যখন নতুন গান ক'টি কপি করে নিচ্ছে, তখন কবি গম্ভীর কণ্ঠে অনুযোগ জানালেন, সারা দুপুর নতুন সুর দেওয়া গানগুলি মনে রাখার জন্য গেয়ে গেয়ে ক্লান্ত তিনি। ছেলেটিকে খবর দেওয়া সত্ত্বেও সে এল দেরি করে! ক্লাস থাকলেও কেন সে তা বন্ধ করে আসেনি; তাই গুরুদেবের রাগ হয়েছে ছাত্রটির প্রতি। সত্যি আমার অন্যায় হয়েছে! বলে ছাত্রটি গুরুদেবের কাছে সব ক'টি গান শিখে নিয়ে গাইতে শুরু করল। তখন রবীন্দ্রনাথ খুব খুশি। ভৃত্যকে ডেকে ছাত্রটিকে ভাল করে খাইয়ে দিতে বললেন। খেতে খেতে নানা কথা হল দু'জনের মধ্যে। দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রমা করের মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথ হাতে লেখা যাবতীয় নতুন গানের কপি যাঁর হাতে প্রথমে ধরিয়ে দিতেন, এ ছাত্রটিই সেই শান্তিদেব ঘোষ, যাঁর পূর্বের নাম ছিল শান্তিময়। ম্যাট্রিকুলেশনের গণ্ডি পার না হলেও প্রবল ইচ্ছে শক্তির জোরে শান্তিদেব সঙ্গীত-শিক্ষক ও অসামান্য গায়ক ও সুরকার হিসেবেও দক্ষ ছিলেন।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

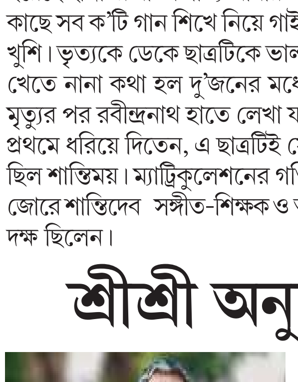

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূল সব সময়ে নিজের মুখ দিয়ে ঈশ্বরের বাণী প্রচার করতেন। মুখ দিয়েই সবাইকে ধর্ম কথা শোনাতেন। তিনি কোনও দিন লিখে কারোর সঙ্গে কথা বলতেন না। নিজের মনের কথাকে ঠাকুর বলতেন অন্তর দিয়ে। ভক্তি দিয়ে। তাঁর কথাকে লিখে নিতেন তাঁর ভক্তরা ঠাকুরের পাশে থাকতেন। তাঁর কাজই ছিল ঠাকুর যা বলছেন তা লিখে নেওয়া। ঠাকুরের সেই কথাগুলো পরবর্তীকালে একসঙ্গে প্রকাশিত হল বই আকারে। সেই বইয়ের নামকরণ হল সৎবার্তা। এই বইটাকে ঠাকুরের জীবন দর্শন বলে উল্লেখ করা যেতে পারে। ঠাকুরের দিব্য দর্শনের চিত্র।

ভগিনী নিবেদিতা দর্শন

জলের অপর নাম জীবন। জল জীবন রক্ষা করে থাকে। আর ধর্ম রক্ষা করে থাকে একটি জাতিকে। একটি গোষ্ঠীকে। ধর্মকে হতে হবে নিরপেক্ষ। ধর্মকে হতে হবে উদার। উদার ধর্ম সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারে। উদার ধর্ম সর্বত্র বিকশিত হতে পারে। উদার ধর্ম সবার মনে স্থান গ্রহণ করতে পারে। ধর্ম যত উদার হবে ততই তার শক্তি বৃদ্ধি পাবে। সেই শক্তির কাছে কেউই বেশিক্ষণ দাঁড়াতে পারবে না। ধর্মকে উন্নত করতে হবে। যুক্তিবাদী ধর্মের প্রতিষ্ঠা করতে হবে। নিজের জ্ঞান বুদ্ধি দিয়ে ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করতে পারলে দেশ এগিয়ে চলতে থাকবে। দেশের মানুষ জাগতে থাকবে। মানব ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। ধর্মকে সামনে রেখে যুক্তিবাদী জ্ঞানের বিকাশ করতে হবে। যিনি জ্ঞানী তিনি ধর্মকে কতদূর পর্যন্ত নিয়োগ করতে হবে সেটা উপলব্ধি করতে পারেন। তার কাছে ধর্ম কোনও অজ্ঞান নয়। তার কাছে ধর্ম হচ্ছে সব সময়ে জ্ঞান। বিদ্যা। উপার্জন। কাজ করতে হবে। কাজের মধ্যে দিয়ে ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত চাই বলে বিশ্বাস করতেন নিবেদিতা।

১৩৯ তম জন্ম দিবসে রাসবিহারী বোসের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধার্ঘ

রবীন্দ্রকুমার শীল

বিপ্লবী রাসবিহারী বোস ২৫ জুনয়ারি ১৯৩৮ সালে টোকিও থেকে সুভাষচন্দ্র বোসকে লিখছেন,"What is now wanted for the Congress to lead the country correctly is to have a revolutionary mentality. It is now an evolutionary body. It must be made a pure revolutionary body...The fetish of non-violence should be discarded, and the creed should be changed. Let us attain our goal through all possible means: violence and non-violence." এই বক্তব্যের রাজনৈতিক বিচার বিশ্লেষণ করলে একটি কথাই উঠে আসে সেটা হচ্ছে ইংরেজ শক্তির সঙ্গে যুদ্ধ। সমানে সমানে টক্কর দেওয়া। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের রাজনীতিতে সশস্ত্র সংগ্রাম বারবার ব্যর্থ হলেও তা কিন্তু সর্ব ভারতীয় জাতীয় উত্তেজনা নিয়ে আসতে সমর্থ হয়েছিল। জাতির জনক মহাত্মা গান্ধি সেই সশস্ত্র সংগ্রামের জাতীয় চেতনার ওপরে বসে অহিংসা মন্ত্র সারা ভারতে ছড়াতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। আলিপুর বোমা মামলা চলাকালীন যে জাতীয় রাজনৈতিক উত্তেজনা পরিস্থিতি তৈরি হল তাকে দমন করতে ইংরেজরা কম শক্তি প্রয়োগ করেনি। কিন্তু তার ফাঁক দিয়ে 'আত্মোন্নতি সমিতি' মাথা তুলে দাঁড়াতে শুরু করে। আর এই সমিতির পরিচালকেরা সর্বভারতীয় ঐক্যবদ্ধ ইংরেজ শাসন বিরোধী সশস্ত্র সংগ্রাম করার প্রস্তুতি পরিকল্পনা গ্রহণ করে। বাংলার মধ্যে সশস্ত্র সংগ্রামকে পুনরায় জাগ্রত করার দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন) আর বাংলার বাইরে সশস্ত্র সংগ্রামকে পরিচালনা করার ভার নেন রাসবিহারী বোস। তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় আমরা পেয়ে থাকে তাঁর লেখনি এবং বক্তব্য থেকে। ভারতের বর্তমান রাজনৈতিক দর্শন তাঁর কথার মধ্যে দিয়ে প্রস্ফুটিত। রাসবিহারী এবং সুভাষ একই পথের পথিক। দুই জনের মত একই কেন্দ্র বিন্দুতে অবস্থিত। একই চিন্তাধারায় প্রবাহিত। দুই জনই একই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে সংসদীয় পদ্ধতিতে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ক্ষমতা দখল করার চেয়ে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম করে স্বাধীনতা লাভ করা আরও বেশি সম্মানজনক। রাসবিহারী বোস আগেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন যে ইংরেজ শক্তিকে পরাস্ত করতে গেলে এর মূলে আঘাত দিতে হবে যাতে সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত কেঁপে উঠে। ১৯১২ সালে দিল্লিতে ভারতের ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জ এর ওপরে বোমা বর্ষন অভিযানকে সফল করতে ১৮ বছরের একটি ছেলেকে মহিলাদের পোশাক পরিয়ে হাতে বোমা দিয়ে দাঁড় করিয়ে যেমন রেখেছিলেন পাশাপাশি আরও তিনজনকে এই অভিযানকে সফল করতে উপস্থিত করান। কিন্তু পরিকল্পনা ব্যর্থ হওয়ার ফলে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন ভারতের মধ্যে থেকে সশস্ত্র সংগ্রাম করে ইংরেজদের বিরুদ্ধে জয়ী হওয়া অসম্ভব। তিনি দুঃখ পেয়ে লিখছেন, "Many of the deovted sons of Mother Indian will perish. Perhaps, my beloved Basanta will go to the gallows. With that thought, my heart writhes in pain. I will grieve their deaths but salute their sacrifices. Their sacrifices will lead the way ahead for the children of India to unchain her from shackles of captivity" দিল্লি অভিযান ব্যর্থ এবং তার জন্য চারজনকে ফাঁসি রাসবিহারীকে মানসিক আঘাত দেয়। দিল্লি ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত আমিরচাঁদ, অবোধ বিহারী এবং বালমুকুন্দ এর ৮ মে ১৯১৫ সালে দিল্লির সেন্ট্রাল জেলে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল। ইংরেজ সরকার আর বেশি সময় নষ্ট না করে দুই দিন বাদেই বসন্ত বিশ্বাসকে আম্বালা জেলে ১৯১৫ সালের ১১ মে (মতান্তরে ১০ মে) ফাঁসি দিল। মে মাসকে ভারতের এবং বিশ্ব বিপ্লবের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাস বলে বিবেচিত। আর এই বিপ্লবের মাসেই জন্ম গ্রহণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কবি নজরুল সহ আরও অনেকে। যাই হোক বিপ্লবী কিশোর বসন্ত বিশ্বাসের ফাঁসি হওয়াতে খুবই মানসিক আঘাত পান রাসবিহারী বোস। তিনি বুঝতে পারলেন যে ভারত থাকাটা তাঁর পক্ষে আর নিরাপদ নয়। তিনি জাপানে রাজনৈতিক আশ্রয় গ্রহণ করলেন। রাসবিহারী বোস তাঁর রাজনৈতিক মতপ্রকাশ করতে গিয়ে "Young India" পত্রিকায় লিখছেন, "No people on earth can consent to be governed by another people...there can either be freedom or the opposite of it ...slavery. There is no midway. For India to desire to remain within the Empire is to acknowldge herself as a slave. Freedom and slavery can not go together"। কংগ্রেসী স্বাধীনতা আন্দোলন তাঁকে মোহিত করতে পারেনি। তবুও গান্ধিজি এবং নেতাজির সম্পর্কে তিনি তাঁর নিজস্ব মত প্রকাশ থেকে বিরত থাকেননি- "Gandhi is a person whom I respect but he is an Indian saint and a person of yesterday whereas Subhas Chandra Bose is the person of today"। খুব অল্প কথায় তিনি ভারতের দুই মহান নেতার অবস্থানকে পরিস্কার করে দিলেন। গান্ধিবাদী নেতারা হয়তো রাসবিহারী মতের সঙ্গে নিজেদের মেলাতে অসুবিধা হবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। আবার নেতাজীপন্থীরা রাসবিহীর এই মতকে আদর্শ বলে গ্রহণ করে নেবে। জাপানের রাসবিহারী বোসের অন্তরঙ্গ বন্ধু তোয়ামা মিতসুরু ভারতের দুই বোস সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন "You both have the same surname. But I think that you both have by now one soul. Hence, you both should fight for the freedom of India." জাপান সরকার রাসবিহারী বোসের মন্ত্রকে গ্রহণ করে নিয়েছিল। 'এশিয়া ফর এশিয়ান' এখানে ইউরোপের কোনও কর্তৃত থাকার কথা থাকতে পারে না। এশিয়ার ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করবে এশিয়াবাসীরা। সেখানে ইংরেজ একটি বহিরাগত দেশ। এশিয়ার ওপরে আধিপত্য বিস্তার করার তাদের এচা অনাধিকার চর্চা। রাস বিহারীর বোসের এই মন্ত্র জাপান সরকার এবং রাজতন্ত্রের মনের কথা হিসাবে পরিচিতি লাভ করতে পেরেছিল। সেই কারণে জাপান একেবারে নিঃস্বার্থ হয়ে ভারতকে স্বাধীনতা করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সব রকমের সহযোগিতার কথা ব্যক্ত করে।

রাসবিহারী বোস রাজনৈতিক দর্শনের বিচার বিশ্লেষণ করতে গেলে আমাদের তাঁর শৈশব কালের দিকে ফিরে তাকাতে হবে। সেখানে দেখতে পাওয়া গিয়েছে তাঁর ঠাকুরদা কালিচরণ বোস নাতিকে জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। তিনি রাসবিহারীকে লাঠি খেলা থেকে শুরু করে ছুরি তলোয়ার প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য গ্রাম্য গুরুজির কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে শরীর চর্চা করার পাশাপাশি ভারতের বিভিন্ন পৌরাণিক কাহিনী এবং ইতিহাস চর্চা করানো হতো। সেই সব শিক্ষা গ্রহণ করতে শুরু করেন রাসবিহারী। কিন্তু তাঁর পিতা বিনোদ বিহারী বোস আবার এই সব কিছু পচ্ছন্দ করতেন না। খুব ছোটবেলায় মা ভুবনেশ্বরী দেবী শিশু রাসবিহারীকে রেখে দেহত্যাগ করেন।

রাসবিহারীর একটি বোন ছিল তাঁর নাম সুশীলা। বোন এবং রাসবিহারী খুবই ছোট। এদেরকে মানুষ করার জন্য আবার পিতা বিনোদ বিহারী বিবাহ করলেন তিনকড়িকে। বিবাহ করে তাঁরা আর বেশি দিন বর্ধমানের সুবলদহ গ্রামে থাকেননি পিতার কর্মস্থল চন্দননগরে এসে বসবাস করতে শুরু করলেন। তারপর থেকে সেখানকার বিপ্লবী সংগঠন বিশেষ করে চারুচন্দ্র রায়ের সঙ্গে পরিচিতি লাভ করে ভারতের সশস্ত্র সংগ্রমাকে শক্তিশালী করতে বেনারসে এসে উপস্থিত হন।

দেশনেতা নেতাজি ও কবি নজরুল

বিশেষ প্রতিবেদক

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস বিষয়ক কবিতা সংগ্রাহক এবং 'দেশনায়ক কবিতার্ঘ্য' (১২৫ তম জন্মবর্ষে ১২৫টি কবিতায় শ্রদ্ধাঞ্জলি) বইয়ের সম্পাদক দেবজ্যোতি নারায়ণ রায় 'কেন এই সংকলন' এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে লিখেছেন, "মানুষ জীবনে প্রেরণা লাভ করে বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে। সুভাষচন্দ্র নিজে কখনও কবিতা রচনা করেননি। কিন্তু কবিতা তাঁকে অশেষ প্রেরণা দিয়েছিল। কবিতা শুধু তাঁর দেশপ্রেমকে উদ্বুদ্ধ করেনি, তাঁর জীবনদর্শনকেও বিশেষ প্রভাবিত করেছিল। কবিতা যেন তাঁর জীবনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছিল। আনন্দের পূর্ণতাকেই মানুষ পৃথিবীতে মহৎ কাজ সম্পাদন করেন। আর এই আনন্দ মানুষ সহজেই পেয়ে থাকে কবিতা বা সঙ্গীতের মাধ্যমে। সুভাষচন্দ্র বলতেন, কাব্য বা সঙ্গীত যার চিত্ত সাড়া দেয় না, তার পক্ষে জগতে মহৎ কিছু করা সম্ভব নয়। ১৯২৯ সালের ১৯ ডিসেম্বর তিনি এক ভাষণে বলেছিলেন, স্বদেশী যুগে কবি ও সাহিত্যিকরা বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিলেন বলেই এই আন্দোলন সার্থকতা লাভ করেছিল। অন্যদিকে, অসহযোগ আন্দোলনের সময় কাব্য ও সঙ্গীত জনমানসে তেমন আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারেনি বলেই এই আন্দোলন তার প্রাণশক্তি হারিয়ে ফেলেছিল। কবি সাহিত্যিকেরা তাঁদের লেখনীর মাধ্যমে সহজেই মানুষের মনে আনন্দ, নীতিবোধ ও প্রেরণা সঞ্চার করতে পারেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, কাজী নজরুল ইসলাম, নবীনচন্দ্র সেন প্রমুখ কবিদের কবিতা থেকে সুভাষচন্দ্র দেশপ্রেমের অদম্য প্রেরণা পেয়েছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের -'Kali the mother' এবং 'Song of the Sannyasin' কবিতা দু-টি সুভাষচন্দ্রের জীবন-দর্শনকে বিশেষ আলোকিত করেছিল। বাল্যবন্ধু দিলীপকুমার রায়ের লেখা থেকে জানা যায় যে, সুভাষচন্দ্র কৈশোরে গঙ্গা জলে নেমে স্বামীজীর 'Kali the mother' কবিতাটি উচ্চকণ্ঠে আবৃত্তি করতেন। যুবসমাজকে দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচনে আত্মবলিদানে উদ্বুদ্ধ করার সময় সুভাষচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের 'বন্দী বীর' কবিতার 'জীবনমৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন' পঙক্তিটি সর্বদা উল্লেখ করতেন। নারীজাতিকে তাঁর আত্মশক্তি সম্পর্কে প্রেরণা দিয়ে গিয়ে নজরুল'জাগো নারী জাগো বহ্নিশিখা' কবিতাটি প্রায়ই তাঁর কণ্ঠে শোনা যেত। দিলীপকুমার রায়ের লেখা থেকে আরও জানা যায় 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার' কবিতাটি যখন নজরুল পাঠ করতেন তখন সুভাষের মুখ আবেগে রাঙা হয়ে উঠত।" (দেশনায়ক কবিতার্ঘ্য, কেন এই সংকলন, দেবজ্যোতিনারায়ণ রায়) সুভাষচন্দ্র বোস কবিতা এবং সঙ্গীত প্রিয় মানুষ ছিলেন সেটা তাঁর বন্ধু দিলীপকুমার বলে গিয়েছেন এবং রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল ছিলেন তাঁর প্রিয় কবি এবং সঙ্গীতকার। বহুবার নজরুলের সঙ্গে সুভাষচন্দ্র মিলিত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে দেশের রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে বিভিন্ন আলোচনা হয়েছে। বাংলার বিপ্লববাদ এবং কংগ্রেসী আন্দোলন নিয়ে বিস্তর আলোচনা হয়। কেন তাঁদের কাছে কংগ্রেসের অসহযোগ আন্দোলন এবং অহিংসা আন্দোলন একেবারে ফিকে হতে শুরু করে দিয়েছিল তার ব্যাখ্যা দিতে দেখা গিয়েছিল। নজরুল যে বাংলার বিপ্লববাদের সমর্থক ছিলেন তা ক্রমশ পরিস্কার হতে থাকে। সুভাষচন্দ্র নৈতিক দিক দিয়ে নজরুলকে সমর্থন করতেন তার প্রধান কারণ হল তিনি ছিলেন স্পষ্ট বক্তা, গণজাগরণের কবি এবং স্বদেশি সঙ্গীত রচনাকার। সুভাষচন্দ্র বহুবার বিভিন্ন স্থানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বাংলার কবি লেখকদের সমর্থন করেছেন। তিনি বলেছেন জাতীয়বাদের জাগরণ দেশে ঘটাতে গেলে লেখক কবি এবং শিল্পীদের খুবই প্রয়োজন। তারা না থাকলে জাতীয় জাগরণ সার্থক লাভ করবে না। তারাই হচ্ছেন প্রকৃত প্রেরণাদায়ক। জাতীয় জাগরণের উৎসাহদাতা। এঁদেরকে বাদ দিয়ে স্বাধীনতা আন্দোলন সার্থক লাভ করতে পারে না।

"স্বাধীন দেশে জীবনের সাথে সাহিত্যের স্পষ্ট সম্বন্ধ আছে। আমাদের দেশে তা নেই। দেশ পরাধীন বলে এ দেশের লোকেরা জীবনের সকল ঘটনা থেকে উপাদন সংগ্রহ করতে পারে না। নজরুলকে তার ব্যতিক্রম দেখা যায়। নজরুল জীবনের নানাদিক থেকে উপকরণ সংগ্রহ করেছেন, তার মধ্যে একটা আমি উল্লেখ করবো। কবি নজরুল যুদ্ধের ঘটনা নিয়ে কবিতা লিখেছেন। কবি নিজে বন্দুক ঘাড়ে করে যুদ্ধ গিয়েছিলেন, কাজেই নিজের অভিজ্ঞতা থেকে সব কথা লিখেছেন। আমাদের দেশে ঐরূপ ঘটনা খুব কম- অন্য স্বাধীন দেশে খুব বেশী। এতেই বুঝা যায় যে, নজরুল একটা জীয়ন্ত মানুষ। কারাগারে আমরা অনেকে যাই, কিন্তু সাহিত্যের মধ্যে সেই জেলজীবনের প্রভাব ক'জন দেখতে পাই।

আলু-ভাতের সঙ্গে ঘি থাকলেই বাঙালিখানা

বিশেষ প্রতিবেদন

ভাত প্রিয় বাঙালির সামনে ভাতের সাথে অন্য কিছুর তুলনা করাকে নির্দ্বিধায় এক প্রকার স্পর্ধাই বলা যায়। কিন্তু অপর দিকে এটাও সত্য যে আমাদের বঙ্গীয় খাদ্যাভ্যাস, কৃষি ও সার্বিক জীবনযাত্রার সাথে আলু এমন ভাবেই মিশে গিয়েছে যে ভাত, রুটির পর আলু হয়ে উঠেছে আমাদের অন্যতম প্রধান খাদ্য। মিশবেই বা না কীভাবে? আলুর বিশেষত্বই তো এটা- শাক, সবজি, ডাল কিংবা মাংস, যেকোনও কিছুর সাথেই মিলে মিশে যাওয়ার ক্ষমতা রাখে। আর সে কারণেই হয়তো আশির দশকে বাংলাদেশের তৎকালীন স্বৈরশাসক উপরে উল্লেখিত উক্তিটি করার সাহস পেয়েছিলেন।

কেবল ভাত, ডাল আর পেঁয়াজ-মরিচ মাখা আলু ভর্তা দিয়েই হয়ে যায় বাঙালির এক বেলার খাবার। শুধু খাবার তো নয়, একেবারে চেটেপুটে সাবার। কিন্তু আশ্চর্যজনক হলেও সত্য, বাংলা তথা উপমহাদেশের প্রেক্ষাপটে এই সাবার করা আলুর ইতিহাস কিন্তু অতি প্রাচীন নয়! মজার বিষয় হলো, প্রায় ৫০০ বছর পূর্বে কাঁচা মরিচের আগমনের সময় কিন্তু আলুর নাম গন্ধও ছিল না এই অঞ্চলে। বরং সমগ্র উপমহাদেশে আলুর ইতিহাস সর্বোচ্চ ৩৫০ থেকে ৪০০ বছরের। বেশির ভাগ গবেষকই আলুর জন্মস্থান হিসেবে দক্ষিণ আমেরিকার আন্দিজ পর্বতমালার আশপাশের অঞ্চল। আরও সাম্প্রতিক একটি গবেষণায় দেখা যায়, আলুর উৎপত্তি স্থল দক্ষিণ পেরু। কিন্তু সেই সুদূর লাতিন আমেরিকার আলু আমাদের এই উপমহাদেশে এলো কী করে? এজন্য আমাদের আবারও বলতে হবে ক্রিস্টোফার কলম্বাসের কথা। ১৪৯২ খ্রিস্টাব্দে কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের পর থেকেই সেই অঞ্চলের অসংখ্য খাদ্য সামগ্রী স্প্যানিশদের হাত ধরে ইউরোপে আসতে শুরু করে। এর মাঝেই ১৫৩৭ খ্রিস্টাব্দে পেরু আক্রমণ করে স্পেন। এই পেরুর আদি অধিবাসীরা আন্দিজ পর্বতমালার পাদদেশে প্রায় ৮০০০-১০০০০ বছর আগে থেকেই আলুর চাষ করতেন। আবার স্থানীয় ইনকা সভ্যতার মানুষজন প্রায় শত শত বছর ধরে আলুর এক প্রকার মণ্ড তৈরি করতো খাওয়ার উদ্দেশ্যে। এভাবেই প্রথমবারের মতো স্প্যানিশদের নজরে এলো আলু এবং তাদের সাথেই আলু চলে আসে ইউরোপে। তবে স্প্যানিশরা কিন্তু প্রাথমিক পর্যায়ে আলু খেতে চাইতেন না। তারা মনে করতেন, এই আলু হলো নিম্ন শ্রেণির খাবার। তাই স্পেনের বিভিন্ন উপনিবেশের হাসপাতালে রোগীদের প্রথম খাওয়ানো হয় আলু। এছাড়া উচ্চবিত্ত স্প্যানিশরা তাদের গবাদি পশুদের খাদ্য হিসেবে আলুর ব্যাপক ব্যবহার করেছে। স্পেন থেকে আলু এরপর ভ্রমণ করলো ফ্রান্সে। কিন্তু মজার বিষয় হলো, সেখানে খাদ্য হিসেবে নয়, বরং প্রসাধনী ও সৌন্দর্য্য বর্ধক হিসেবে ব্যবহৃত হতো আলু। ফ্রেঞ্চ মেয়েরা মাথায় গুঁজতেন আলুর ফুল। আবার বাগানের সৌন্দর্য্য বর্ধক হিসেবে আলুর বেশ গুরুত্ব ছিল। এরপর ধীরে ধীরে ইউরোপের আরও অন্যান্য স্থানে আলু ছড়িয়ে পরতে থাকে। কোথাও আলু কদর পেলেও, কোথাও পেয়েছে ভর্ৎসনা। যেমন রাশিয়ানরা আলু একেবারেই পছন্দ করতেন না। মাটির নিচে জন্মাতো বলে সেখানকার পাদ্রিরা একে শয়তানের ফল বলতো। বলতো আলু খেলে হবে ঘোরতর পাপ। তবে আয়ারল্যান্ডে আলু পায় বিশেষ মর্যাদা। এতটাই যে আইরিশরা এর উপর অতিরিক্ত নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। কিন্তু এই আলুই হয় আইরিশদের দুঃখের কারণ। ১৮৪৫ থেকে ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি সময় আয়ারল্যান্ডে আলুর 'ব্লাইট' নামক রোগের কারণে এর ফলন নষ্ট হয়ে যায়। এর ফল স্বরূপ দেখা দেয় আইরিশ দুর্ভিক্ষ। এমন এক দুর্ভিক্ষ, যার ধাক্কায় আয়ারল্যান্ডের মোট জনসংখ্যার চার ভাগের এক ভাগ মৃত্যুবরণ করে। কিন্তু এই স্প্যানিশ, ফ্রেঞ্চ, রাশিয়ান বা আইরিশ এদের কারো মাধ্যমেই কিন্তু আলু আমাদের উপমহাদেশে পৌঁছায়নি। বরং আলুর আগমন ঘটেছে পর্তুগিজদের হাত ধরে, সপ্তদশ শতকে। এই আলুর চাষ প্রথম শুরু হয় ভারতের পশ্চিম উপকূলে, তৎকালীন বোম্বেতে (সুরাট, কর্ণাটক সহ)। উল্লেখ্য, দ্বিতীয় মুঘল সম্রাট হুমায়ুনের সময়কালে গুজরাটের সুলতান বাহাদুর শাহের সঙ্গে বেসিন চুক্তির মাধ্যমে বোম্বের দখল পেয়েছিল পর্তুগিজরা। পরবর্তীতে সপ্তদশ শতকে ইংল্যান্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লসের সঙ্গে পর্তুগালের রাজকন্যা ক্যাথরিন ব্র্যাগাঞ্জার বিয়ে হলে যৌতুক হিসেবে বোম্বেকে ইংরেজদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। রাজা দ্বিতীয় চার্লস আবার বোম্বে ইজারা দেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছে। সে সময় আলুর আগমন ঘটলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মাধ্যমেই সেখানে আলুর চাষ শুরু হয়। উপমহাদেশে আলুর উল্লেখ সর্বপ্রথম পাওয়া যায় সম্ভবত সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেই, ব্রিটিশ রাজ প্রতিনিধি স্যার টমাস রো-এর বর্ণনায়। বলা হয়, মুঘল সম্রাট শাহজাহানের মন্ত্রী আবুল হাসান আসফ খাঁ-এর এক ভোজসভায় আলুর উপস্থিতি ছিল। তবে তখন আলু ভারতীয় উপমহাদেশের পশ্চিম উপকূলেই সীমাবদ্ধ ছিল। পুর্বাঞ্চল, অর্থাৎ আমাদের বাংলা অব্দি আলুর পৌঁছতে সময় লেগেছে আরও প্রায় ১০০ বছর। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ। বাংলা ততদিনে ব্রিটিশদের দখলে। তখন আলুর জনপ্রিয়তা দেখে তৎকালীন গভর্নর ওয়ারেন হেস্টিংস (১৭৭২-১৭৮৫) বোম্বের পাশা পাশি এটি সারাদেশে চাষের প্রস্তাব দেন। ফলে অনেক প্রদেশেই আলুর চাষ বিস্তার লাভ করে। প্রথমদিকে বাংলার পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহে, যেমন চেরাপুঞ্জিতে আলুর চাষ শুরু হয়। পরবর্তীতে কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকায় এর চাষের প্রচলন হয়। বর্তমান বাংলাদেশে আলুর প্রথম চাষ হয় মুন্সীগঞ্জে, প্রায় ২০০ বছর আগে। এভাবেই ধীরে ধীরে আলু হয়ে ওঠে বাঙালীর পাতের অবিচ্ছেদ্য অংশ। ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহের পরপর কোম্পানি শাসনের অবসান হলে উপমহাদেশ চলে যায় ব্রিটিশ সিংহাসনের অধীনে। আর তার কিছু বছর পূর্বেই আলুর দুর্ভিক্ষে প্রাণ হারাতে হয়েছে লাখ লাখ আইরিশদের। তাই আইরিশদের মতো যেন ব্রিটিশদেরও দুর্ভিক্ষে মরতে না হয়, তাই ভারতে আলুর চাষ আরও বাড়ানো হলো। তবে বাংলা ও ভারতীয় উপমহাদেশের সাধারণ মানুষের পাতে আলু গেলেও সব জায়গায় কিন্তু সে গ্রহণযোগ্যতা পায়নি। যেহেতু ভিনদেশিদের হাত ধরে আলু এসেছিল, তাই পুজোর প্রসাদে এর ব্যবহার হতো না। এমনকি এখন যে বিরিয়ানি আমরা আলু ছাড়া ভাবতেই পারি না, তাতেও আগে আলু দেওয়া হতো না। (ক্রমশ)

পাঠকের দরবার

কফি হাউসের গান ঃ মান্না দে

কফি হাউজ গানটি নিয়ে মান্না দে সবসময় নিজের চেয়েও বেশি কৃতিত্ব দেন গীতিকার সুরকারকে। তিনি শুধু গানটা গেয়েছিলেন মাত্র। তার মতে, হেমন্ত গাইলে গানটা সুপারহিট হতো আর শ্যামল মিত্র গাইলে তো হিট। তবে মান্নার কণ্ঠে যে গানটি চির কালীন পছন্দের তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে সেকথা স্বীকার করে নিয়েছেন গানটির সুরকার সুপর্ণ কান্তি। তবে মান্না দে এ গানটির দ্বিতীয় অংশ হিসেবে 'স্বপ্নের কফি হাউস' শীর্ষক একটি গান প্রথম গানটির ঠিক কুড়ি বছর বাদে গেয়ে ছিলেন। কিন্তু রহস্যময় কারণে সেটি শোনার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন বাঙালি।

কফি হাউসের সেই আড্ডাটা গানটির গীতকার গৌরী প্রসন্ন মজুমদারের কথায় সুর দিয়েছিলেন নচিকেতার পুত্র সুপর্ণকান্তি ঘোষ। মান্না দের মতে, গৌরীবাবু লিখেছিলেন দুর্দান্ত। সুরকার সুপর্ণ কান্তি অসাধারণ কাজ করেছিলেন। এই গানটির জন্ম কাহিনীটি বেশ গল্পের মতো। সময়টা ১৯৮৩ সাল। গীতিকার গৌরী প্রসন্ন মজুমদার তখন আশা ভোঁসলেকে নিয়ে প্রচুর হিট প্রেমের গান লিখে চলেছেন। কিন্তু পূজার গান মান্না দের জন্য তিনি লিখতে পারছেন না। সবই লিখছেন পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়। এ নিয়ে আক্ষেপ ছিল গৌরী প্রসন্নের মনে। এ সময় একদিন নচিকেতা ঘোষের নিউ আলিপুরের বাড়িতে গিয়েছিলেন গৌরী প্রসন্ন। উদ্দেশ্য ছিল শক্তি ঠাকুরকে দিয়ে একটি গান তোলান। সেই সময় সেরা জুটি ছিলেন নচিকেতা ও গৌরী প্রসন্ন। সেই সূত্রে নচিকেতার ছেলে সুপর্ণকান্তির সঙ্গেও বেশ ভাল সম্পর্ক। তবে বাড়িতে আসার অনেকক্ষণ পরে সুপর্ণকান্তিকে দেখতে পেয়ে গৌরী প্রসন্ন মজা করেই বলেন, কী বাইরে আড্ডা মেরে সময় কাটাচ্ছ? এর উত্তরে সুপর্ণকান্তি তার গৌরী কাকাকে বলেন, কী সব গদগদে প্রেমের গান লিখছো। একটা অন্য রকম গান লিখে দেখাও না। এই আড্ডা নিয়েও তো গান লিখতে পারো। এবার গৌরী প্রসন্ন বলেন, তুমি তো অক্সফোর্ডের এমএ হয়ে গিয়েছো। আড্ডা নিয়ে বাংলা গান গাইবে? সুপর্ণ এবার বলে, কেন নয়। কফি হাউসের আড্ডা নিয়েও তো একটা গান লিখতে পারো। গৌরী প্রসন্ন এবার বলেন, তোমার বাবা (নচিকেতা ঘোষ) কি আর সে গান গাইবেন? তর্ক চলছে বটে কিন্তু গৌরী প্রসন্ন এরই মধ্যে মনে মনে তৈরি করে ফেলেন দুটি লাইন। এরপরেই সুপর্ণকান্তিকে বললেন, লিখে নাও- 'কফি হাউসের সেই আড্ডাটা আজ আর নেই/ কোথায় হারিয়ে গেল সোনালি বিকেল গুলো সেই।' সুপর্ণও সঙ্গে সঙ্গে দুটো লাইনেই সুর দিয়ে শুনিয়ে দেন। উপস্থিত শক্তি ঠাকুর সেবার পূজায় গানটা গাওয়ার জন্য অনুরোধ জানালেও সুপর্ণ রাজি হন নি। তিনি সঙ্গে সঙ্গেই ঠিক করে নিয়েছিলেন মান্না দের কথা।

কিন্তু গানের বাকি লাইন গুলো? পরের দিন সকালেই গৌরী প্রসন্নের স্ত্রী সুপর্ণকান্তিকে ফোন দিলেন । সারা রাত জেগে বহুদিন পরে গান লিখেছেন অসুস্থ গৌরী প্রসন্ন। তখনই তিনি ক্যান্সারে আক্রান্ত। দু'দিন পরে গানটা নিয়ে হাজির। কিন্তু শেষ স্তবক যোগ করার পক্ষপাতী ছিলেন না গৌরী প্রসন্ন। সুপর্ণকান্তি চান যোগ করুন একটি স্তবক।

শেষ পর্যন্ত রাজি হন। লেখেন দুর্দান্ত সেই লাইন- 'সেই সাতজন নেই, তবুও টেবিলটা আজও আছে।' কিন্তু শেষ তিনটি লাইন তিনি লিখেছিলেন চেন্নাইয়ে চিকিৎসা করাতে যাওয়ার পথে হাওড়া স্টেশনে বসে একটি সিগারেটের প্যাকেটের উল্টো পিঠে। এক চেনা লোকের মাধ্যমে তা পাঠিয়ে দেন সুপর্ণ কান্তির কাছে। **-মলিনা দেবনাথ, কলকাতা**

কুয়ো পরিষ্কার করতে নেমে দুর্ঘটনা, মৃত দুই আহত এক

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৪ মে ঃ কুয়ো পরিষ্কার করতে নেমে ভয়াবহ দুর্ঘটনা মৃত দুই আহত এক। ঘটনা ঘিরে রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ল

এলাকায়। এদিন ঘটনাটি ঘটায় শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের অন্তর্গত ফাঁসিদেওয়া ব্লকের ঘোষপুকুর অঞ্চলের বোমরা লাইন এলাকায়। জানা যায় তিন ব্যক্তি একটি বাড়িতে কুয়ো পরিষ্কার করতে নামে। এরপরে স্থানীয় বাসিন্দারা দেখতে পান তাদের কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। এরপরেই তড়িঘড়ি খবর দেওয়া হয়। ঘোষপুকুর ফাঁড়ির পুলিশকে, মাটিগাড়া ও শিলিগুড়ি দমকল বিভাগের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে। তাদের তৎপরতায় কুয়োতে অক্সিজেন না থাকায় ফ্যান চালিয়ে পাইপ দিয়ে অক্সিজেন দেওয়া হয়। এরপরেই একজনের জ্ঞান আসে এর পর দুজনকে বেঁধে উপরের তোলার চেষ্টা করে। এর পরেই উদ্ধার করে ফাঁসিদেওয়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। সেখানে চিকিৎসক দুজনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃত ২ যুবকের নাম আশিক টপ্পো (২২), বিজয় কুজুর (২৪), ওই এলাকারই বাসিন্দা। মৃতদেহ উদ্ধার করে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ময়নাতদন্তে পাঠানো হবে। ঘটনায় রীতিমতো শোকের ছায়া এলাকায়।

বর্ষার আগে জল যন্ত্রণা থেকে শহরকে রেহাই দিতে নদী সংস্কারে পুরসভা

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৪ মে ঃ বিগত কয়েক বছর যাবৎ দেখা গেছে যে অল্প বৃষ্টিতেই শহরের উপর দিয়ে বয়ে চলা ফুলেশ্বরী জোড়াপানী নদীতে জলস্ফীতি ঘটেছে। এর ফলে আশেপাশের বেশ কিছু এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়ে বহু মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়ে। সেই দিক বিবেচনা করে শিলিগুড়ি পুরসভা প্রথমে শহরের বড় নর্দমা গুলিকে পরিষ্কার করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। যার ফলে বিগত বছরগুলিতে শহর অনেকটাই জলমগ্ন থেকে

রেহাই পায়। অন্যদিকে নর্দমা গুলি পরিষ্কার হওয়ার ফলে শহরের নর্দমা সংযুক্ত নদীগুলিতে ঘটে জলস্ফীতি। মূলতঃ নদীগুলি খনন না হওয়ায় কারনে নাব্যতা হ্রাস পায়, যার দরুন অল্প বৃষ্টিতেই নদী ভরাট হয়ে জল যন্ত্রনায় ভুগতে হয় ফুলেশ্বরী জোড়াপানী নদী সংলগ্ন অঞ্চল গুলিকে। সেই কারনে রাজ্যের সেচদপ্তর নদী খননের কাজ শুরু করে। সহযোগিতার হাত বাড়ায় শিলিগুড়ি পুরসভা। বর্তমানে কোন পর্যায়ে রয়েছে খনন কাজ তা খতিয়ে দেখতে শুক্রবার ৩৪ নম্বর ওয়ার্ডে হাজির হল শহরের মেয়র গৌতম দেব, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, জঞ্জাল বিভাগের এমআইসি মানিক দে সহ অন্যান্যরা। এদিন ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭,৩৮ নম্বর ওয়ার্ডের নদীর কাজ খতিয়ে দেখেন তারা। মেয়র পরিষদ মানিক দে জানান, শহরকে জল যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিতেই তাদের এই প্রচেষ্টা তিনি আশাবাদী নদী খননের ফলে এবছর বর্ষায় শহর অনেকটাই জল মুক্ত থাকবে।

করলা নদীর ঘাট থেকে উদ্ধার চায়না নেট, উদ্বিগ্ন পরিবেশ প্রেমী সংগঠন

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৪ মে ঃ এমনিতেই করলা নদীর ভারসাম্য এবং জীব বৈচিত্র্য নিয়ে মাথায় হাত মৎস্য দপ্তর থেকে শুরু করে পরিবেশ প্রেমী সংগঠনের মানুষদের। তার উপর নদীর মধ্যে বেড়ে ওঠা কচুরিপানায় নাভিশ্বাস খোদ নদীরই। গোদের উপর বিশ ফোঁড়া এবার চায়না নেট। শুক্রবার সকালে করলার সমাজপাড়া ঘাট সংলগ্ন নদীবক্ষ থেকে উদ্ধার হল চায়না নেট। এদিন সকালে জলপাইগুড়ি শহরের একটি সমাজ সেবী সংগঠনের তরফে এই নেট উদ্ধার করা হয়। জানা গেছে এই নেটে নদীর বড় মাছের সাথে সব ধরনের ছোট এবং গভীর জলে থাকা মাছও আটকে যায়। ফলে জলের জীব বৈচিত্র্য ক্ষতি পেতে পারে। এমনকি নির্মূল হয়ে যেতে পারে মাছের প্রজন্মও। তবে কে বা কারা এই নেট লাগিয়েছে তার হদিস মেলেনি। এর আগে এইধরনের মাছ ধরার জাল করলার বুকে মেলেনি বলেই জানা গেছে। পরিবেশ প্রেমী সংগঠনের সদস্য জয়ন্ত কর বলেন, আমরা কিছুদিন ধরেই খবর পাচ্ছিলাম যে এই ধরনের নেটের সাহায্য করলায় মৎস্য শিকার চলছে। আজ আমরা এসে সেটা উদ্ধার করি এবং মৎস্য দপ্তরের হাতে সেই জাল তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করি। আগামীতে এই বিষয়গুলো যাতে খেয়াল রাখা হয় সেইবিষয়েও আবেদন জানানো হয়।

তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যার হাতে মার খেলেন সিভিক ভলান্টিয়ার

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ২৪ মে ঃ পঞ্চায়েতের তৃণমূল সদস্যা ও তার স্বামীর মারধরে মাথা ফাটল সিভিক ভলান্টিয়ারের। ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূমের মুরারই থানার রামনগর গ্রামে। আহত সিভিক ভলান্টিয়ারের নাম অমিত চৌধুরী। তিনি মুরারই থানায় সিভিক ভলান্টিয়ার পদে কর্মরত। বিষয়টি জানিয়ে মুরারই থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন আক্রান্ত সিভিক ভলান্টিয়ার। জানা গেছে, রামনগর গ্রামের একটি জায়গা নিয়ে সিভিক ভলাঃটিযার অমিত চৌধুরীর সঙ্গে বিবাদ চলছিল প্রতিবেশী প্রেমানন্দ মণ্ডল ও জগবন্ধু মন্ডলের। সমস্যার সমাধানে আদালতের দ্বারস্থ হন অমিত। সেই ও বিবাদের জেরে জগবন্ধু মন্ডলের বাড়িতে কোর্টের নোটিশ যায়। আক্রান্ত সিভিক ভলান্টিয়ারের অভিযোগ, সেই নোটিশ হাতে পাওয়ার পরেই এলাকার তৃণমূল কংগ্রেসের পঞ্চায়েত সদস্যা সাথী মন্ডল তার স্বামী তাপস মণ্ডল, জগবন্ধু মন্ডলকে সঙ্গে নিয়ে বাড়িতে চড়াও হয়ে ভাংচুর চালায়। মারধর করা হয় সিভিক ভলান্টিয়ার, তার মা এবং পিসিকে। মুরারই গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসা করান সিভিক ভলান্টিয়ার। তাকে রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হযেছে। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করে সিভিক ভলান্টিয়ারের বিরুদ্ধে পাল্টা অভিযোগ তুলেছেন তৃণমূল নেতা তাপস মণ্ডল। তার অভিযোগ, সিভিক ভলান্টিয়ার ও তার দলবল তাদের উপরে চড়াও হয়ে মারধর করেছে।

মানুষ গড়ার লক্ষ্যে বিশেষ কর্মসূচি শুরু জলপাইগুড়ি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৪ মে ঃ মানুষ গড়ার লক্ষ্যে বিশেষ কর্মসূচি শুরু করল জলপাইগুড়ি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম। তিন দিন ধরে চলবে এই বাসরিক অনুষ্ঠান। পূজা-পাঠ ও যুব সম্মেলনের মধ্য দিয়ে শুরু হল এই বিশেষ কর্মসূচি। তিন দিন ধরে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান, আয়োজন। ছাত্র সমাজের মননকে বিকশিত করতে ও সঠিক দিশা দেখাতেই এই যুব সম্মেলনের আয়োজন। সঠিক শিক্ষা কীভাবে প্রকৃত মানুষ গঠনের ভিত তৈরি করে, সে কথা জেলার বিভিন্ন স্কুল থেকে আগত পড়ুয়াদের বোঝানো হয়। তুলে ধরা হয় যুব সমাজের মানসিক চেতনার বিকাশে স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শের কথা। শুক্রবার সকাল থেকেই জলপাইগুড়ির আশ্রমপাড়ায় রামকৃষ্ণ মিশনের প্রাঙ্গনে ভক্তদের ভিড়। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু ছাত্র-ছাত্রীরা এদিন আসেন এই যুব সম্মেলনে অংশ নিতে। জলপাইগুড়ি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সম্পাদক স্বামী শিবপ্রেমানন্দ মহারাজ জানিয়েছেন, আমাদের কর্মসূচিগুলির একমাত্র উদ্দেশ্য হল মানুষ তৈরি করা। জলপাইগুড়ি রামকৃষ্ণ মিশন শুধু ছাত্রদের জন্যই নয়, এর আগে শিক্ষকদের জন্য, কৃষকদের জন্যও বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হয়েছে। ছাত্ররা সত্যিকারের মানুষ হয়ে উঠলে, দেশের উন্নতি হবে। স্বামী বিবেকানন্দের ভাবনার এক শতাংশও যদি প্রতিফলিত হয়, দেশের অনেক উন্নতি হবে।'

রিমালের প্রভাবে শুরু ঝড়বৃষ্টি... শনি-রবি দিঘায় থাকা নিয়ে পর্যটকদের জন্য বড় নির্দেশিকা!

দুরন্ত বার্তা, দিঘা, ২৪ মে ঃ ধেয়ে আসছে রিমাল। প্রবল দুর্যোগের আশঙ্কা দিঘায়। তাই শনি- রবি দিঘায় কাটানোর প্ল্যান থাকলে, এখনই পরিবর্তন করে ফেলুন। কারণ নইলে সমস্যায় পড়তে হবে পর্যটকদের। শনি-রবি এই ২ দিন কোনও পর্যটক থাকতে পারবে না বলে নির্দেশিকা জারি করেছে প্রশাসন। লোকসভা নির্বাচনে আজ ষষ্ঠ দফার ভোট গ্রহণ। অন্যান্য কেন্দ্রের পাশাপাশি নির্বাচন রয়েছে কাঁথি লোকসভাতেও। কাঁথি লোকসভার মধ্যেই পড়ে রাজ্যের অন্যতম পর্যটনকেন্দ্র দিঘা। ফলে নির্বাচন কমিশন নির্দেশ অনুসারে নির্বাচনের আগের দিন থেকে বহিরাগতরা এলাকায় প্রবেশ করতে পারবে না। এরফলে দিঘায় বেড়াতে এলে সমস্যায় পড়তে হবে পর্যটকদের। তাই শনি ও রবি দুদিন যাঁরা দিঘায় বেড়াতে আসার পরিকল্পনা করে রেখেছেন, তাদের এই দুদিন দিঘা এড়িয়ে চলা-ই ভালো। কারণ দিঘা যাওয়ার রাস্তায় মোড়ে মোড়ে চলছে পুলিসের নাকা চেকিং। বৈধ প্রমানপত্র দেখাতে না পারলে সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। প্রশাসনিকভাবে শনি ও রবি দিঘায় পর্যটক থাকতে পারবে না বলে নির্দেশিকা জারি করেছে। এরমধ্যে গোদের উপর বিষফোঁড়ার মত ঘাড়ের কাছে নিঃশ্বাস ফেলছে ঘূর্ণিঝড় রিমাল। ঘূর্ণিঝড় রিমালের আগামী ২৬ মে রবিবার ল্যান্ডফল করার কথা। তার আগে আজ ২৪ মে থেকেই রিমালের প্রভাবে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার হলদিয়া এলাকায় শুরু হয়ে গেছে ঝড় ও বৃষ্টি। কোস্টগার্ডের তরফে সতর্কতা জারি করা হচ্ছে। জেলা প্রশাসন ঝড় মোকাবিলায় প্রস্তুতি নিয়েছে। বিশেষ করে দিঘা থেকে

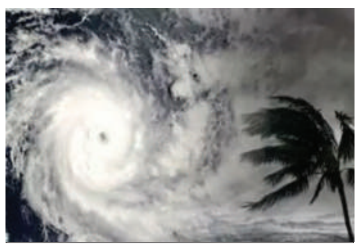

হলদিয়া, ৭২ কিলোমিটার সমুদ্র বাঁধ কেমন আছে, সেগুলো খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সেচ দফতরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। উপকূলের ব্লক প্রশাসন, গ্রামপঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি সবাইকেই অ্যালার্ট থাকতে বলা হয়েছে। মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে বারণ করা হয়েছে। বন্যা উদ্ধার কেন্দ্রগুলোকে তৈরি করা হচ্ছে। প্রতি বারের মতো ঘূর্ণিঝড় ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় কোমর বেঁধে প্রস্তুতি নিচ্ছে প্রশাসন। প্রসঙ্গত, বর্তমানে অতি গভীর নিম্নচাপের আকারে সিস্টেমটি অত্যন্ত ধীর গতিতে প্রচুর শক্তি সঞ্চয় করতে করতে ক্রমশঃ উত্তর - উত্তর পূর্ব দিকে এগোচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশের সুন্দরবন লাগোয়া অভিমুখে এগোচ্ছে সিস্টেমটি। ২৫ মে সকাল সাড়ে ৮ টা নাগাদ ঘূর্ণিঝড়ের চেহারা নেবে সিস্টেমটি। তখন এর নাম হবে রিমাল। ২৬ তারিখ রবিবার দুপুরের দিকে ঘূর্ণিঝড়ের ল্যান্ডফল হতে পারে। ল্যান্ডফলের সময় সম্ভাব্য সর্বোচ্চ গতিবেগ হতে পারে ঘণ্টায় ১১০ থেকে ১২০ কিলোমিটার। সেই সময় হাওয়ার সম্ভাব্য সর্বোচ্চ গতি থাকতে পারে ১৩০ কিলোমিটার। আশঙ্কা রয়েছে, শেষ মুহূর্তে একেবারে স্থলভাগের কাছাকাছি এসে ঘূর্ণিঝড়টি সামান্য রিকার্ভ বা অভিমুখ পরিবর্তন করতে পারে। সেক্ষেত্রে দিঘা মোহনা সংলগ্ন কাছাকাছি কোনও এলাকায় ল্যান্ডফল হতে পারে ঘূর্ণিঝড়টির।

নির্বাচনের আগে দাসপুরে বিজেপি নেতার গাড়িতে উদ্ধার লাখ লাখ টাকা

দুরন্ত বার্তা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ২৪ মে ঃ ষষ্ঠ দফা ভোটের আগেই বিজেপি নেতার গাড়ি থেকে উদ্ধার লক্ষ লক্ষ টাকা। নাকা চেকিংয়ে বিজেপি নেতার গাড়ি থেকে উদ্ধার লক্ষাধিক টাকা। চাঞ্চল্য। দাসপুরের খুকুড়দহ নাকা চেক পয়েন্টে নাকা চেকিংয়ের সময় বিজেপি নেতার গাড়ি থেকে উদ্ধার ২৪ লক্ষ টাকা। সূত্রের খবর, শুক্রবার সকালে ঘাটাল লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্ভুক্ত দাসপুর থানার খুকুড়দহ পয়েন্টে নাকা চেকিংয়ের সময় দাসপুরের বিজেপি নেতা প্রশান্ত বেরার গাড়ি থেকে উদ্ধার হয় ২৪ লক্ষ টাকা। গাড়ি থেকে উদ্ধার হওয়া এই নগদ টাকার কোনও বৈধ নথি দেখাতে পারেননি ওই বিজেপি নেতা এমনটাই খবর। আজ ২৫ মে ষষ্ঠ দফায় ভোট রয়েছে ঘাটাল লোকসভা কেন্দ্রে। তার আগের দিন দাসপুরে নাকা চেকিংয়ে বিজেপি নেতার গাড়ি থেকে লক্ষাধিক টাকা উদ্ধার হওয়ায় শোরগোল পড়ে গেছে। উল্লেখ্য, এর কদিন আগে বনগাঁয় ভোটের আগে ব্যবসায়ীর ঘরে লক্ষ লক্ষ টাকার হদিশ মেলে। টাকার উৎস জানতে গভীর রাতে হানা দেয় কেন্দ্রীয় আয়কর বিভাগ। প্রায় ১৯ ঘণ্টা তল্লাশির পর ব্যবসায়ীর কাছ থেকে উদ্ধার হয় ২১ লক্ষ ৫৬ হাজার ৬৮০ টাকা। ভোটের আগে ব্যবসায়ীর ঘরে কয়েক লক্ষ টাকার হদিশ মেলায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। এই টাকা কার কোনও সদুত্তর দিতে পারেননি ব্যবসায়ী। দেখাতে পারেননি বৈধ কাগজপত্রও। গভীর রাতে বনগাঁ বাটার মোড় সংলগ্ন ওই ব্যবসায়ীর প্রতিষ্ঠানে হানা দেয় কেন্দ্রীয় আয়কর বিভাগের তিন সদস্যের দল। জানা গেছে, প্রথমে সূত্র মারফত বনগাঁ থানার পুলিসের কাছে খবর আসে যে বনগাঁ বাটার মোড় সংলগ্ন কুমারেশ হালদার নামে ওই ব্যবসায়ীর ঘরে কয়েক লক্ষ টাকা মজুত রয়েছে। এরপরই বনগাঁ থানার পুলিস ওই ব্যবসায়ীর ঘরে এসে তল্লাশি শুরু করে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন নির্বাচন কমিশনের কয়েকজন আধিকারিকও। তাদের জেরায় ব্যবসায়ী কুমারেশ হালদার কোনওরকম সদুত্তর দিতে না পারলে খবর দেওয়া হয় কেন্দ্রীয় আয়কর বিভাগে। তারপর কেন্দ্রীয় আয়কর বিভাগের কর্মীরা ওই ব্যবসায়ীর প্রতিষ্ঠানে এসে টাকার উৎস জানতে জেরা শুরু করে।

হাতি পিষে দিল মহিলাকে, এলাকায় শোকের ছায়া

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৪ মে ঃ হাতির ক্রোধে পরে মাতৃ হারা হয়েছে ছোট্ট খোকন। ইলেকট্রিক ফেন্সিং ক্ষেপিয়ে তুলছে হস্তিকুলকে, অভিমত প্রবীণ বনবন্ধুর। উত্তরের বিশেষত জলপাইগুড়ি জেলায় বন্য প্রাণ ও মানুষের সংঘাত এড়াতে বনবিভাগের আধুনিক ব্যবস্থাকেই কার্যত দায়ী করলেন বৈকুণ্ঠপুর। সেখানের বনাঞ্চল লাগোয়া মোরঙ্গা ঝোরা গ্রামের প্রবীণ নাগরীক তথা দীর্ঘ প্রায় ১৮ বছর ফরেস্ট প্রটেকশন কমিটির সদস্য থাকা কালু রায়, এই প্রসঙ্গে বলেন, 'আগে জঙ্গল আর জনপদের মাঝে ছিল এলিফেন্ট ট্রেনজ বা গভীর নালা, কিন্তু যেদিন থেকে হাতির চলাচল আটকাতে লাগানো হল ইলেকট্রিক ফেন্সিং সেই থেকেই বেড়ে গেল হাতির ক্রোধ, বিদ্যুতের শক লাগার পরেই ক্ষেপে যায় হস্তিকূল, হানা দেয় গ্রামে।' বৈকুণ্ঠপুর বনাঞ্চলের একটি বড় অংশ জুড়ে গড়ে উঠেছে বিস্তীর্ণ জনপদ। সেখানকার মানুষ জীবন জীবিকার তাগিদে একদিকে করে চলেছে চাষবাস থেকে অন্যান্য কৃষি ভিত্তিক নানান কর্মকাণ্ড। অপরদিকে ক্রমশ জঙ্গলে খাদ্য ও পানীয় জলের অভাব মেটাতে বনাঞ্চল লাগোয়া জনপদমুখী হচ্ছে হাতি সহ অন্যান্য বন্যপ্রাণ, এই কারণেই বাড়ছে সংঘাত। সম্প্রতি এই অঞ্চলের নধাবাড়ি গ্রামে ঘরের পাশেইই শুকনো ডাল - পালা জোগাড় করতে গিয়ে হাতির মুখোমুখি হয়ে মৃত্যু হয়েছে বছর পঁচিশের বিউটি রায়। মাতৃহারা হয়েছে দুধের শিশু খোকন। আজও বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে নামলেই হাতির আগমনের ভয়ে নিঃস্তব্ধ হয়ে যায় গ্রাম, শুধু ভেসে আসে সদ্য মাতৃ হারা খোকনের কান্নার আওয়াজ। হাতির আক্রমণে দিশেহারা আরেক গৃহবধূ রোহিনী রায়, বলেন, 'রাত হলেই ভয়ে ঘরের মধ্যে পরিবার নিয়ে আতঙ্কে কাটে সময়। কারণ যতদিন যাচ্ছে বাড়ছে হাতির রাগ, বন বিভাগকে জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি, দিনকয়েক আগেই আমার এক আত্মীয়কে মেরেছে হাতি।' প্রসঙ্গত, হাতিতে এই মুহূর্তে নাজেহাল ঝাড়গ্রাম। ভোটের দিন এবং তার আগের দিন হাতিকে সামাল দেওয়ার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা অবশ্য নেওয়া হয়েছে। ঝাড়গ্রাম জেলা জুড়ে বনাঞ্চল চারটি ডিভিশনে বিভক্ত। এই চার ডিভিশনে প্রায় ১০০-র কাছাকাছি হাতি অবস্থান করছে এই মুহূর্তে। এর মধ্যে শুধু ঝাড়গ্রাম ডিভিশনেই রয়েছে ৭৩টি হাতি। খড়গপুর ডিভিশনে ২২টি। বাকি ২৩ টি করে মেদিনীপুর এবং রূপনারায়ণ ডিভিশনে। হাতির গতিবিধি অনুযায়ী, ঝাড়গ্রাম ডিভিশন ইতিমধ্যে ১৪০ টি বুথকে সেনসিটিভ চিহ্নিত করেছে। বাকি তিনটি ডিভিশনে সেনসিটিভ বুথের সংখ্যা ২০০-র বেশি। জঙ্গল-লাগোয়া এই সমস্ত বুথগুলিতে থাকছে বিশেষ নজরদারি। রেঞ্জ অনুযায়ী ভাগ করে সেই সমস্ত রেঞ্জে ৩ থেকে ৫ টি করে মোবাইল টিম, ২টি করে হুলা টিম এবং ৩ টি করে গাড়ির ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে। এর সঙ্গে ঐরাবতকে প্রয়োজন অনুসারে 'মুভ' করানো হবে।

'রক্তপাত বরদাস্ত নয়', নন্দীগ্রামে বিজেপি কর্মীকে হত্যা, রাজ্যপাল বোস রিপোর্টও চেয়ে পাঠাল রাজভবন

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্ক, ২৪ মে ঃ ভোট গ্রহণের আগে নন্দীগ্রামে হত্যা ও রক্তপাতের ঘটনায় রিপোর্ট চাইল রাজভবন। শুক্রবার সকালে রাজ্যের কাছে রক্তপাতের ঘটনায় অ্যাকশন টেকেন রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে। ধবার রাতে নন্দীগ্রামের সোনাচুড়ার মনসাবাজার এলাকায় দুষ্কৃতীদের হাতে হত্যা হন স্থানীয় বিজেপি নেতা সঞ্জয় আড়ির মা রথিবালা আড়ি। সঞ্জয় নন্দীগ্রামে বিজেপির তফসিলি মোর্চার সম্পাদক। দুষ্কৃতী হামলায় তিনিও জখম হয়ে হাসপাতালে ভর্তি। দলীয় সূত্রে খবর, রথিবালাও বিজেপির কর্মী ছিলেন। যদিও রাজ্য প্রশাসন সূত্রে খবর, গোটা দেশের সঙ্গে এই রাজ্যেও লোকসভা নির্বাচন চলছে। ভোট না মেটা পর্যন্ত আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের। তাই অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে পুলিশ-প্রশাসন এখনও পর্যন্ত কী পদক্ষেপ করেছে, তা বলতে পারবে কমিশনই, নবান্ন বা রাজ্য প্রশাসন নয়। অন্যদিকে, হত্যার ঘটনায় তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ তুলে বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই সোনাচূড়ায় বিক্ষোভ দেখান বিজেপির কর্মী-সমর্থকেরা। রাস্তায় গাছের গুঁড়ি ফেলে, টায়ার জ্বালিয়ে, গোটা দিন জুড়ে অবরোধ- বিক্ষোভ চলে। তৃণমূল অবশ্য দাবি করেছে, এই ঘটনায় তারা জড়িত নয়। স্থানীয় নেতা শেখ সুফিয়ানের দাবি, বিজেপিতে নব্য এবং আদির মধ্যে তুমুল লড়াই চলছে। সেই লড়াইয়েরই বলি হয়েছেন রথিবালা। ঘটনার দায় শুভেন্দুর উপর চাপিয়েছেন সুফিয়ান। তাঁর দাবি, ''শুভেন্দু অধিকারী জানেন যে, নন্দীগ্রামে ডেফিসিট খাব, তাই একটা শেষ পেরেক মারতে হবে। যে মনসাবাজারে ঘটনাটি ঘটেছে, সেখানে তৃণমূলের একটি ঝান্ডাও নেই। তবে আমাদের কিছু সমর্থক ওখানে থাকেন। ওরা (বিজেপি) রাত ১২ টার পর গিয়ে আমাদের লোকেদের বাড়ি ভাঙচুর করে, মারধর করে। তা নিয়েই আদি এবং নব্য বিজেপির মধ্যে গন্ডগোল, মারামারি, ফাটাফাটি হয়। এক জনের মৃত্যু হয়েছে। এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক। কোনও মৃত্যু সমর্থন করি না। প্রশাসনকে বলব, এর বিহিত করা হোক।'' ঘটনার খবর পেয়েই দুপুরে নন্দীগ্রামে যান বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু। শুভেন্দু নন্দীগ্রামেরই বিজেপি বিধায়ক। নীলবাড়ির লড়াইয়ে মমতাকে হারিয়েছিলেন তিনি। দলীয় কর্মীর খুনে তৃণমূলের বিরুদ্ধেই অভিযোগের আঙুল তুলেছেন শুভেন্দু। তাঁর দাবি, যাঁরা খুন করেছেন, পুলিশ তাঁদের সঙ্গে বৈঠকও করেছে! তাঁর কথায়, ''খুনিরা থানায় এসেছিল। যারা খুন করেছে, মাকে খুন করেছে। রথিবালা আড়ি সঞ্জয় আড়ির মা নন, তিনি আমার মা। খুনিদের সঙ্গে এখনই মিটিং করেছেন। আমি জানতে চাই, খুনির সঙ্গে এখনই মিটিং করেছেন কেন? মজা দেখাব আইসিকে!''

এগরায় ভোটের মুখে উদ্ধার হল তাজা বোমা

দুরন্ত বার্তা, এগরা, ২৪ মে ঃ এগরায় উদ্ধার হল তাজা বোমা। এই নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। এগরা থানার সাহাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের পাঞ্চুয়া এলাকায় একটি শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের ছাদ থেকে ওই তাজা বোমা উদ্ধার করে পুলিশ। বৃহস্পতিবার রাতেই এলাকার বাসিন্দারা জানতে পারেন, ওখানে বোমা রয়েছে। থানায় খবর দেওয়া হলে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে বোমা উদ্ধার করে। কয়েকদিন আগে সাহাড়ারই খাদিকুল গ্রামে কলাবাগান থেকে ১৩ টি বোমা ও বারুদ উদ্ধার হয়েছিল। যে খাদিকুলে গত বছর এই মে মাসে ভানু বাগের বেআইনি বাজি কারখানায় বিস্ফোরণে ১১ জনের মৃত্যু হয়েছিল। এদিকে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তৃণমূল ও বিজেপির মধ্যে রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হযেছে।

বড়ঞায় নরকঙ্কাল উদ্ধার, চাঞ্চল্য জনমানসে

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ২৪ মে ঃ সাতসকালে একটি নরকঙ্কাল উদ্ধার হল মুর্শিদাবাদের বড়ঞায়। শুক্রবার সকালে এখানকার চৌকিগ্রামের কাছে বাবুইডাঙ্গা জঙ্গল থেকে উদ্ধার হয় কঙ্কালটি। স্থানীয় বাসিন্দারাই প্রথমে ওই জঙ্গলে কঙ্কালটি পড়ে থাকতে দেখেন। খবর পেয়েই সেখানে পৌঁছায় বড়ঞা থানার পুলিশ। কঙ্কালটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, কঙ্কালটি একটি পুরুষ মানুষের। তার পরনে ছিল নীল রঙের জিন্স প্যান্ট। কোমরে বেল্ট ছিল। কঙ্কালটির মাথার অংশ মাটি ঢাকা থাকলেও দেহের বাকি অংশ ছড়িয়ে ছিটিয়েই ছিল। মৃতের পরিচয় জানার চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ। তদন্ত শুরু হয়েছে। তবে এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

ফালাকাটায় আগুনে ভস্মীভূত চারটি ঘর

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ২৪ মে ঃ ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে একই পরিবারের চারটি ঘর পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। শুক্রবার ভোররাতে ঘটনাটি ঘটেছে আলিপুরদুয়ারের ফালাকাটা ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের চুয়াখোলা এলাকায়। এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় কোনো হতাহতের খবর নেই। বাড়ির মালিক লক্ষীকান্ত বর্মণ জানান, ভোররাতে বাড়িতে হঠাৎ আগুন লেগে যায়। আগুন লেগেছে দেখে বাড়ির সকল সদস্যরা ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন। এরপর গ্রামবাসীর সহায়তায় আগুন নেভাতে শুরু করেন তারা। ঘটনার খবর পেয়ে ফালাকাটা দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। আগুনে তাদের চারটি ঘরের সব জিনিসপত্র পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। দমকলের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, আগুন লাগার কারণ স্পষ্ট নয়। ঘটনার তদন্ত চলছে।

প্রতারণার অভিযোগে গ্রেফতার গৃহশিক্ষিকা

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৪ মে ঃ প্রতারনা অভিযোগে এক গৃহশিক্ষিকা ও তার ঘনিষ্ঠকে গ্রেফতার করল ভক্তিনগর থানার পুলিশ। জানা গেছে, ধৃত গৃহশিক্ষিকা মেঘনা সাহা শিলিগুড়ির সেবক রোড স্থিত একটি বেসরকারি স্কুলে ভর্তি করে দেওয়ার নাম করে ওই ছাত্রের মায়ের কাছ থেকে মোটা টাকা নিয়ে একটি রসিদও দেয়। ওই রসিদ নিয়ে ওই ছাত্রের মা বেসরকারি বিদ্যালয়ে গেলে, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানান সেই রসিদ তাদের নয়। সেই নকল রসিদ নিয়ে ভক্তিনগর থানায় অভিযোগ জানায় বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। অভিযোগের ভিত্তিতে গৃহশিক্ষকা মেঘনা সাহাকে গ্রেফতার করে। জিজ্ঞাসাবাদ করে তার এক ঘনিষ্ঠ সৌমদীপ সাহাকে গ্রেফতার করে ভক্তিনগর থানার পুলিশ।

Govt. of West Bengal.

Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, South 24 Parganas Electrical Division, 57/2, Diamond Harbour Road, Kolkata-700023 from the eligible contractors for the following works. Name of Works: i) Temporary Electrical Installation and DG Set, on hire basis, for accommodation of SPF for Various locations of Mandirbazar PS under Sundarban Police District, in connection with ensuring GE to Loksabha-2024. (For 07 days). (**Tender Ref: 72/Q of South 24 pgsed of 2024- 25**). ii) Temporary Electrical Installation and DG Set, on hire basis, for accommodation of SPF for Various locations of Raidighi PS under Sundarban Police District, in connection with ensuring GE to Loksabha-2024 (For 07 days). (**Tender Ref: 73/Q of South 24 pgsed of 2024- 25**) iii) Temporary Electrical Installation and DG Set, on hire basis, for accommodation of SPF for Various locations of Mathurapur PS under Sundarban Police District, in connection with ensuring GE to Loksabha-2024 (For 07 days). (**Tender Ref: 74/Q of South 24 pgsed of 2024- 25**) iv) Temporary Electrical Installation and DG Set, on hire basis, for accommodation of SPF for Various locations of Kulpi PS under Sundarban Police District, in connection with ensuring GE to Loksabha-2024 (For 07 days). (**Tender Ref: 75/Q of South 24 pgsed of 2024-25**) Bid Submission closing: 27.05-2024 at 11:00 A.M Bid Opening Date: 27.05-2024 after 11:00 A.M.

Sd/- P. Sarkar
Executive Engineer, PWD
South 24 Parganas Electrical Division

বেআইনি নির্মাণ নিয়ে সরব রায়গঞ্জ পৌরসভার তৃণমূল কো-অর্ডিনেটর

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ২৪ মে ঃ সরকারি জমিতে বেআইনি নির্মাণের অভিযোগ উঠল খোদ রায়গঞ্জে। রায়গঞ্জ পৌরসভার বীরনগর অঞ্চলের বাসিন্দা তথা প্রতিষ্ঠিত বেকারি ব্যবসায়ী সুজন সাহার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনেন ওয়ার্ড কো-অর্ডিনেটর থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য কিছুদিন আগেই ওই ব্যবসায়ী তার কাছ থেকে ২৫ লক্ষ টাকা তোলা আদায়কে কেন্দ্র করে একটি স্থানীয় ক্লাবের বিরুদ্ধে সরব হন। এবার ওই ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধেই পৌর আইন লংঘন করার অভিযোগ এনে সরব হলেন ২২ নং ওয়ার্ড কো-অর্ডিনেটর তপন দাস। তার কথায় বেআইনি নির্মাণের বিরুদ্ধে পুরসভা ব্যবস্থা না নিলে আদালতের দ্বারস্থ হবেন। বেকারি ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছেন প্রতিবেশী অপর্ণা দে নন্দী এবং তড়িৎকুমার বসাক। এমনকি ২১ নং ওয়ার্ড কোঅর্ডিনেটর কল্পিতা মজুমদারও অভিযোগ করেন কাউকে কিছু না জানিয়ে ওই ব্যবসায়ী পৌরসভার ড্রেনের ওপর স্থায়ী কংক্রিট ঢালাই করেছেন। যার ফলে ড্রেন পরিস্কারে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে পৌরসভাকে। যদিও অভিযুক্ত ব্যবসায়ী চিকিৎসার কারণে রায়গঞ্জে না থাকায় তার কোন বক্তব্য পাওয়া যায়নি। বিষয়টি নিয়ে রায়গঞ্জ পৌরসভার পৌর প্রশাসক সন্দীপ বিশ্বাসকে প্রশ্ন করা হলে তিনি দ্রুত আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন।

মেট্রো রেলওয়ে
কলকাতা

কবি সুভাষ ও দমদম স্টেশনের মধ্যে ব্লু লাইনে ২৪.০৫.২০২৪ তারিখ থেকে বিশেষ রাত্রিকালীন পরিষেবা

কবি সুভাষ ও দমদম স্টেশন থেকে আপ ও ডাউন উভয় অভিমুখে মেট্রো পরিষেবা সোমবার থেকে শুক্রবার রাত ১১টায় পাওয়া যাবে।

এই পরিষেবা দু'টি যাত্রাপথে সকল স্টেশনে থামবে।

টোকেন, স্মার্ট কার্ড ইত্যাদি ইস্যু করার জন্য প্রতিটি স্টেশনে একটি টিকিট কাউন্টার খোলা থাকবে।

প্রিন্সিপ্যাল চিফ অপারেশনস ম্যানেজার

আমাদের অনুসরণ করুনঃ /metrorailwaykol /metrorailkolkata

লিখামি কনসালটিং লিমিটেড
CIN: L45209WB1982PLC034804
রেজি. অফিস ঃ ৬২এ, ডঃ মেঘনাদ সাহা সরণী,
রুম নং.-১, ২য় তল, সাউর্দান এভিনিউ, কলকাতা -৭০০০২৯, ভারত
ইমেলঃ info@likhamiconsulting.com, ওয়েবসাইট ঃ www.likhamiconsulting.com
৪র্থের জন্য নিরীক্ষিত স্বতন্ত্র আর্থিক ফলাফলের নির্যাস
ত্রৈমাসিক এবং বছর ৩১ মার্চ ২০২৪ শেষ হয়েছে
[SEBI (LODR) রেগুলেশন, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৪৭(১) (বি) দেখুন]
(লক্ষ টাকা)

ক্রম নং	বিবরণ	৩ মাস শেষে			বর্ষ শেষে	
		৩১.০৩.২৪ (পরীক্ষিত)	৩১.০৩.২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২৩ (পরীক্ষিত)	৩১.০৩.২৪ (পরীক্ষিত)	৩১.০৩.২৩ (পরীক্ষিত)
১.	মোট আয় কারবার থেকে	৩৪.১০২	৭.০০০	১২.৭৫০	৬৩.০২১	৬১.৯৪১
২.	নিট লাভ / (ক্ষতি) করের আগে সময়ের জন্য এবং ব্যতিক্রমী এবং অতিরিক্ত সাধারণ আইটেম	১৮.৮৭০	১.৩২৯	২.৭৩২	২১.৪০১	২৩.২৭২
৩.	নিট লাভ / (ক্ষতি) ট্যাক্সের পূর্ববর্তী সময়ের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং অতিরিক্ত সাধারণ আইটেমগুলির পরে)	১৮.৮৭০	১.৩২৯	২.৭৩২	২১.৪০১	২৩.২৭২
৪.	নিট লাভ / (ক্ষতি) ট্যাক্সের পরে (অসাধারণ এবং / অথবা অসাধারণ আইটেমগুলির পরে)	১৮.৮৭০	১.৩২৯	২.৭৩২	১৫.৮১০	১৭.২০৩
৫.	সময়কালের জন্য মোট ব্যাপক আয় [সম্মিলিত লাভ / (ক্ষতি) সময়ের জন্য (করের পরে) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পরে)]	১৮.৮৭০	১.৩২৯	২.৭৩২	১৫.৮১০	১৭.২০৩
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৯৯৫.০০০	৯৯৫.০০০	৯৯৫.০০০	৯৯৫.০০০	৯৯৫.০০০
৭.	সংরক্ষিত (আগের বছরের এর ব্যালেন্স শীটে দেখানো হিসাবে পুনর্মূল্যায়ন সংরক্ষণ ব্যতীত				২৪৭৩.৬৮১	২৪৫৭.৮৭০
৮.	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতি ১০ /- টাকা) (সমাপ্ত বছর ছাড়া বার্ষিক নয়) মূল এবং মিশ্র	০.১৯০	০.০১৩	০.০২৭	০.১৫৯	০.১৭৩

বিঃদ্রঃ
উপরোক্তটি SEBI (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৩৩ এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা ত্রৈমাসিক এবং বছরের শেষ নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ বিন্যাসের একটি নির্যাস। নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট এখানে উপলব্ধ স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইট যেমন. www.bseindia.com এবং www.cse-india.com। একই কোম্পানির ওয়েবসাইটে যেমন পাওয়া যায় www.likhamiconsulting.com

বোর্ডের আদেশ দ্বারা
লিখামি কনসাল্টিং লিমিটেড
বাবু লাল জৈন
ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও
DIN No.:02467622

তারিখ ঃ ২৪ মে, ২০২৪
স্থানঃ কলকাতা

খড়গপুর ডিভিসনে বিজ্ঞাপন, পার্কিং এবং সুলভ শৌচালয় প্রভৃতির চুক্তিস্বত্ব নিলামের বিজ্ঞপ্তি

ই-অকশন নোটিস নং ঃ কেজিপি/এডিভিটি-পিএনইউ-এমএসএস-পার্ক/২০২৪ তারিখ ২২.০৫.২০২৪, ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে, সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, খড়গপুর ডিভিসন, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, কর্তৃক নিম্নলিখিতগুলির জন্য ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে (i) শালিমার, দীঘা, মৌরিগ্রাম স্টেশনের অভ্যন্তরীণ এলাকায় বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন (নন ডিজিটাল) এর প্রদর্শন এবং ইএমইউ লোকাল ট্রেনের (জানালা এবং বাধ্যতামূলক রেলওয়ে চিহ্নসমূহ ব্যতীত) বাইরের দিকের সমগ্র দেওয়ালে (আরডিএসও স্পেসিফিকেশন অনুসারে) ভিনাইল র‍্যাপিং-এর মাধ্যমে বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের প্রদর্শন-এর জন্য **ক্যাটালগ নং ঃ এডিভিটি-কেজিপি-এমআইএসসি-১**-এর মাধ্যমে **নিলামের তারিখ ঃ** ০৬.০৬.২০২৪, **নিলাম শুরুর সময় ঃ** দুপুর ১২টা, **নিলাম বন্ধের সময় ঃ** দুপুর ১টা, (ii) দীঘা (২য় শ্রেণির ওয়েটিং হলের নিকটে), খড়গপুর (পুরোনো বুকিং অফিসের উত্তর দিকে), ঘাটশিলা (পিএফ-১) এবং ঝাড়গ্রাম (পিএফ-১)-এ সুলভ শৌচালয়ের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ। **ক্যাটালগ নং ঃ পিএনইউ-কেজিপি-এমএসএস-২৪**-এর মাধ্যমে (iii) দীঘা স্টেশনে ক্লোক রুম সমেত এসি পেড লাউঞ্জ-এর আধুনিকীকরণ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং প্রহরা দেওয়ার জন্য এবং শালিমার স্টেশনে (একতলার ভিড়ে ৫টি কিউবিকল-এর স্থলে) ক্লোক রুম-এর ব্যবস্থাপনার জন্য। **ক্যাটালগ নং ঃ পিএনইউ-কেজিপি-এমএসএস-২৪**-এর মাধ্যমে। **নিলামের তারিখ ঃ** ০৬.০৬.২০২৪, **নিলাম শুরুর সময় ঃ** দুপুর ১২টা ৩০ মিনিট, **নিলাম বন্ধের সময় ঃ** দুপুর ১টা ৫০ মিনিট, (iv) শালিমার রেলওয়ে স্টেশনে দ্বিচক্রযান পার্কিং এবং অন্যান্য পার্সেল/প্যাকেজসমূহ-র জন্য চুক্তি **ক্যাটালগ নং ঃ এমএসএস-কেজিপি-এসএইচএম-২৪**-এর মাধ্যমে। **নিলামের তারিখ ঃ** ০৬.০৬.২০২৪, **নিলাম শুরুর সময় ঃ** সকাল ১১টা ৪৫ মিনিট, **নিলাম বন্ধের সময় ঃ** দুপুর ১২টা ১৫ মিনিট। (v) টিকিয়াপাড়া, বালেশ্বর (চতুষ্পার্শ্বস্থ এলাকা), উলুবেড়িয়া (দক্ষিণ/২), সুতেই বাদাগান, দেউলটি, সোরো প্রভৃতি স্থানে দ্বিচক্রযানের পার্কিং লট এবং ঝাড়গ্রাম (উত্তর) ও গোপীনাথপুর নীলগিরি স্টেশনে দ্বিচক্রযান, ত্রিচক্রযান এবং চার চক্রযান (মিশ্র)-এর পার্কিং লটের জন্য **ক্যাটালগ নং ঃ পার্ক-কেজিপি-২৪-০৪**-এর মাধ্যমে। **নিলামের তারিখ ঃ** ০৬.০৬.২০২৪, **নিলাম শুরুর সময় ঃ** সকাল ১১টা ৩০ মিনিট, **নিলাম বন্ধের সময় ঃ** দুপুর ১টা ১০ মিনিট। **০৬.০৬.২০২৪ তারিখে যা https://www.ireps.gov.in/ওয়েবসাইটে বিজ্ঞাপিত হয়েছে।** আগ্রহী পক্ষ ও ঠিকাদারদের এ ব্যাপারে মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে এবং ওপরে উল্লিখিত ওয়েবসাইটে এই ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি সংক্রান্ত নির্দেশ ও তথ্য পড়ে নিতে বলা হচ্ছে। যদি কোনো প্রশ্ন/ব্যাখ্যার প্রয়োজন পড়ে তাহলে নিম্নস্বাক্ষরকারীর কার্যালয়ে যোগাযোগ করুন।

(PR-182) সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, খড়গপুর

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে রেল পরিষেবা

রান্নাবান্না

এঁচোড় দিয়ে বানিয়ে ফেলুন চপ, পাতুড়ি ও বিরিয়ানী

গরমের সময়ই এঁচোড় বাজারে দেখতে পাওয়া যায়। অনেকেই পছন্দ করেন না আবার অনেকেই পছন্দ করেন। তাই আজ একঘেয়ে ঝোল বা কারি না খেতে চাইলে বানিয়ে নিতে পারেন সুস্বাদু কিছু খাবার। দেখে নিন-

এঁচোড়ের পাতুরি-

উপকরণ-এঁচোড় ৫০০ গ্রাম (সেদ্ধ করে বাটা),নারকেল বাটা ৫ টেবিল চামচ,পোস্ত বাটা ৩ টেবিল চামচ,সরষে বাটা ৫ টেবিল চামচ,কাঁচালঙ্কা বাটা ২ টেবিল চামচ,কাঁচালঙ্কা চেরা ৫টি,হলুদ গুঁড়ো ১ টেবিল চামচ,নুন ও চিনি স্বাদমতো,সর্ষের তেল ৫ টেবিল চামচ,রসুন বাটা ২ টেবিল চামচ,কলাপাতা প্রয়োজন মতো।

প্রণালী-পরিস্কার করে ডুমো ডুমো করে এঁচোড় কেটে নুন, হলুদ দিয়ে সেদ্ধ করে নিন। এ বার জল ঝরিয়ে এঁচোড়গুলি বেটে নিন। খুব মিহি করে বাটার প্রয়োজন নেই, একটু দানা থাকলেই ভাল। এ বার একটি পাত্রে এঁচোড় বাটা, নুন, চিনি, রসুন বাটা, হলুদ, লঙ্কা, পোস্ত বাটা, সর্ষে বাটা ও সরষের তেল একসঙ্গে মেখে নিন। কলাপাতা চৌকো করে কেটে গ্যাসে সেঁকে নিন। প্রতি কলাপাতায় মিশ্রণ রেখে তার উপর একটি করে কাঁচালঙ্কা রেখে ভাল করে মুড়ে নিন সুতো দিয়ে। এ বার পাতুরি স্টিমে বসান। মিনিট পনেরো পর নামিয়ে নিন। গরম গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন এঁচোড়ের পাতুরি।

এঁচোড়ের বিরিয়ানি-

উপকরণ- ৫০০গ্রাম এঁচো।৪০০

গ্রাম বাসমতিচাল, ৫ টি ছোট আলু,৪ টি পেঁয়াজ,৫ কোয়া রসুন,১০ টি কাঁচা লঙ্কা,২ টেবিল চামচ আদা,১ টি টমেটো
৭ টি তেজপাতা,আধ টেবিল চামচ গোটা সাদা জিরে,৭ টি ছোটএলাচ,৭ টি দারচিনি,৭ টি লবঙ্গ,২ টি জয়িত্রী ফুল,২ টেবিল চামচ টক দই,আধ টেবিল চামচ সাদা জিরের গুঁড়ো,আধ টেবিল চামচ ধনে গুঁড়ো,২ টেবিল চামচ বিরিয়ানি মসলা,স্বাদ অনুযায়ী নুন,চিনি, পরিমাণ মতো হলুদ গুঁড়ো,৪ টেবিল চামচ ঘি,১ কাপ গরুর দুধ,আধ চামচ কেশর,আধ আঁটি ধনেপাতা,১ টেবিল চামচ গরম মশলার গুঁড়ো।

প্রণালী-প্রথমে চাল ভালো করে ধুয়ে.৩০ মিনিটের জন্য ভিজিয়ে রাখতে হবে। তারপর একটি হাঁড়িতে পরিমান মত জল ফুটিয়ে তারমধ্যে তেজপাতা, দারচিনি, এলাচ, লবঙ্গ, জৈত্রী ফুল,১ টেবিল চামচ নুন ও অল্প সাদা তেল দিয়ে দিতে হবে। জলের মধ্যে সবকটি জিনিস ভালো করে ফুটে গেলে ভিজিয়ে রাখা চাল দিয়ে দিতে হবে। চাল ৭৫ শতাংশ ফুটে গেলে নামিয়ে জল ঝরিয়ে ঠান্ডা করে করা প্রয়োজন। এবার এঁচাটাকে বড় বড় টুকরো করে কেটে হালকা সেদ্ধ করে নিয়ে তারপর ঠাণ্ডা করে নুন, হলুদ দিয়ে মাখিয়ে রেখে আর আলুগুলোকে দু টুকরো করে কেটে ভালো করে ধুয়ে নুন,হলুদ দিয়ে মাখিয়ে রাখলাম। তারপর দুটি পেঁয়াজ, রসুন, আদা ও কাঁচা লঙ্কা একসঙ্গে পেস্ট করে একটি বাটিতে নিয়ে তারমধ্যে ধনে গুঁড়ো, জিরা গুঁড়ো, পরিমাণমতো নুন, হলুদ ও অল্প বিরিয়ানি মশলা গুঁড়ো দিয়ে মশলা তৈরি করে রাখতে হবে। আর দুটি পেঁয়াজ, টমেটো ও ধনেপাতা ছোট ছোট করে কেটে দিলাম। এবার একটি কাপের মধ্যে গরুর দুধ নিয়ে তার মধ্যে কেশর দিয়ে গুলে রাখলাম। তারপর একটি কড়াইতে পরিমান মত সাদা তেল গরম করে প্রথমে পেঁয়াজ ও পরে আলু ভেজে নিয়ে সেই তেলে তেজপাতা ও গোটা সাদা জিরা ফোড়ন দিয়ে. এঁচো।গুলি দিয়ে দিতে হবে। এঁচড়গুলি কিছুক্ষণ ভাজা ভাজা করে তার মধ্যে তৈরি করে রাখা মসলা দিয়ে দিলাম। মসলা অল্প কষে এলে তারমধ্যে কেটে রাখা টমেটো, অল্প চিনি ও টক দই ফেটিয়ে দিয়ে দিলাম। সমস্ত উপকরণ ভালো করে কষে গেলে গরম মসলা ছরিয়ে.ভালো করে মিশিয়ে নিলাম। এবার একটি হাঁড়ি গরম করে তার মধ্যে ২ টেবিল-চামচ ঘি ও অল্প সাদা তেল গরম করে তার মধ্যে তেজপাতা দিয়ে. দিলাম। ঘি ভালো করে গরম হয়ে গেলে গ্যাসের আঁচ বন্ধ করেদিতে হবে। তারপর হাড়ি ঠান্ডা করে হাঁড়ির ভেতরটা ঘি দিয়ে মাখিয়ে নিয়ে হাড়িতে প্রথমে কিছু ভাত ছড়িয়ে তার ওপর ভেজে রাখা আলু গুলো সাজিয়ে দিলাম। তারপর গ্রেভি সমেত এঁচোড় সাজিয়ে দিলাম। তার ওপর পেঁয়াজ বেরেস্তা, বিরিয়ানি মসলা, অল্প গরম মশলা গুঁড়ো ছড়িয়ে দিয়ে তার ওপর আবার কিছু ভাত ছড়িয়ে দিলাম। এইভাবে দুবার ভাতের স্তর তৈরি করে অবশেষে সম্পূর্ণ ভাত ছরিয়ে তার ওপর বিরিয়ানি মসলা,গরম মসলা, পেঁয়াজ বেরেস্তা, ধনেপাতা কুচি,১ টেবিল চামচ চিনি,অল্প নুন ও ঘি ছড়িয়ে দিলাম.তার সাথে দুধ কেশরও ছড়িয়ে দিলাম। এবার হাঁড়ির মুখ ভালো করে ঢেকে গ্যাসের আঁচ মাধারি রেখে ২০ মিনিট দমে রাখব। তারপর নামিয়ে পরিবেশন করব বিরিয়ানি।

দূরপাল্লার ট্রেনযাত্রায় মিলবে সোনা মুগডাল থেকে সরষে মাছ

ট্রেনযাত্রা করার সময় অনেকেই খাওয়া দাওয়া নিয়ে সমস্যায় পড়েন। তাদের জন্য রইল ভালো খবর। জেনে নিন পূর্ব রেল আপনাদের জন্য ভালো খাওযা-দাওয়ার ব্যবস্থা করছে। ট্রেনে খাওয়াদাওয়া নিয়ে চিন্তা রইল না। সঙ্গে ছোট বাচ্চা থাকলে তো কথাই নেই। তার জন্য যদি বা খাবার সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার সুযোগ থাকে, বড়দের তাও থাকে না। কিন্তু আড়াই বা তিনদিনের যাত্রায় কী খাবেন, তা নিয়ে ভাবতে তো হয়। প্যান্ট্রি কারে খাবার পাওয়া গেলেও মনমতো হয় না। খেয়ে না ভরে পেট, না ভরে মন। স্বাদ নিয়ে তো অনেক সময়ই নানা অভিযোগ ওঠে। কিন্তু এবার আর ট্রেনযাত্রায় খাবার নিয়ে ভাবতে হবে না। খাঁটি বাঙালি পদই মিলবে ট্রেনের প্যান্ট্রি কারে। এই সুখবর শুনিয়েছে পূর্ব রেল। হাওড়া-নিউ জলপাইগুড়ি বন্দে ভারত এক্সপ্রেসে মনমতো খাবার পাবেন বাঙালি যাত্রীরা।

প্রাতঃরাশে ব্রেড-ওমলেট বা টোস্ট নয়, আপনি চাইলে ট্রেনেই পেতে পারেন পরোটা, আলুর তরকারি বা বাড়ির মতো আটার রুটি, তরকারি, মিষ্টি। স্বপ্ন নয়, এটাই সত্যি হতে চলেছে। কলকাতার হইহট্টগোল ছাড়িয়ে দূরের অচিনপুরে যাওয়ার পথে যদি দুপুরটা ট্রেনে কাটাতে হয়, তাহলে আপনার হাতের কাছে এসে যাবে ধোঁয়া ওঠা ভাত, সোনা

মুগের ডাল, সরষে মাছ ও গরম গরম মাংসের ঝোল! শুধু কি তাই? চাইলে দই, মিষ্টিও পাবেন হাতের কাছে। এমনই ব্যবস্থা করছে পূর্ব রেল। আপনি নিরামিষাশী হলেও অসুবিধা নেই। চলন্ত ট্রেনে আপনার জন্য মিলবে ছানা কিংবা ধোঁকার ডালনা। মধ্যাহ্ন বা নৈশভোজ তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করতে আর কোনও বাধা নেই।

দেশের রেল যোগাযোগ ব্যবস্থায় বড়সড় বিপ্লব এনেছে সেমি হাইস্পিড ট্রেন ' বন্দে ভারত এক্সপ্রেস'। দ্রুতগতির সঙ্গে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে যাত্রীদের একাধিক সুযোগ-সুবিধা প্রদান এই ট্রেনের ইউএসপি। চালু হওয়ার পর থেকে বন্দে ভারতের যাত্রী সংখ্যাও কম নয়। খাবারদাবার অন্যান্য ট্রেনের তুলনায় ভালো হলেও, একাধিক অভিযোগ রয়েছে।

যোগী সরকারের অধীনে উত্তর প্রদেশ থেকে নির্মূল হয়েছে মাফিয়া রাজ ঃ জে পি নাড্ডা

কুশীনগর, ২৪ মে ঃ যোগী আদিত্যনাথ সরকারের ভূয়সী প্রশংসা করলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগ প্রকাশ নাড্ডা। শুক্রবার উত্তর প্রদেশের কুশীনগরের নির্বাচনী জনসভায় নাড্ডা বলেছেন, উত্তর প্রদেশ আগে মাফিয়া শাসনের জন্য পরিচিত ছিল, এখানে আমাদের বোন, মেয়েরা নিরাপদ ছিল না, এখান থেকে ব্যবসায়ীরা অন্যত্র চলে যেতেন। এখন যোগী সরকারের অধীনে উত্তর প্রদেশ থেকে মাফিয়া রাজ নির্মূল হয়েছে, যারা মাফিয়াদের সমর্থন করেছিল তারা এখন জেলে। এখন ব্যবসায়ীরা এখানে থেকেই নিজেদের ব্যবসা করছেন। নির্বাচনী জনসভায় জে পি নাড্ডা আরও বলেছেন, করোনার মতো মহামারীর সময়ে বিশ্বের কোনও নেতাই জানতেন না কীভাবে লড়াই করতে হয়। আমেরিকা, ইউরোপ, জাপানের মতো দেশগুলি সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি, টাকা গুরুত্বপূর্ণ নাকি মানবতা গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী মোদীজি কঠোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, লকডাউন আরোপ করেছেন এবং বলেছেন, জীবন থাকলে পৃথিবী আছে। নাড্ডা আরও বলেছেন, মোদীজি দেড় মাসে দেশকে করোনার বিরুদ্ধে লড়াই করতে সক্ষম করেছিলেন এবং তারপর মোদীজি বলেছিলেন, জীবন আছে তো পৃথিবী আছে। লকডাউন উঠল, তারপর দেশ এগিয়ে গেল উন্নয়নের পথে।

কেরলে ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কবার্তা জারি

কেরল, ২৪ মে ঃ ভারী বৃষ্টির কারণে কেরলের ৭ জেলায় জারি কমলা সতর্কতা। ভারতীয় আবহাওয়া দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে কেরলের পাথনামথিত্তা, আল্লাপুঝা, কোট্টায়ম, এর্নাকুলাম, ইদুক্কি, কোঝিকোড় এবং কান্নুর জেলায় হতে পারে ভারী বৃষ্টিপাত। এলাকাবাসীকে সাবধান করে জারি হয়েছে কমলা সতর্কতা। কেরলের পাশাপাশি পঞ্জাবেও কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন আবহাওয়া বিজ্ঞানী নরেশ কুমার। বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাজস্থান ও হরিয়ানায় রেড অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে। অন্যদিকে, গত দুই দিনে দিল্লিতে তাপমাত্রা কিছুটা কমলেও মানুষকে সতর্কতা অবলম্বন করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। কারণ, পূর্বাভাস অনুযায়ী সেখানকার তাপমাত্রা আগামী কয়েকদিন ৪৩ থেকে ৪৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি থাকবে।

বিদেশ ভ্রমণের ঘটনায় রাহুলকে কটাক্ষ মোদীর!

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ উত্তর প্রদেশের সভা থেকে রাহুলকে নিশানা করলেন নরে ঃদ্র মোদী। টিকিট কাটা শেষ, ভোট মিটলেই বিদেশ ভ্রমণে বেরোবেন- এই ভাবেই কথার তীরে বিদ্ধ করেছেন প্রধানমন্ত্রী। একই সুরে তোপ দেগেছেন সমাজবাদী পার্টি দলের সুপ্রিমো অখিলেশ যাদবকেও। রাহুল গান্ধী পরিণত রাজনীতিক নন। ফুলটাইম রাজনীতি করেন। সময় পেলেই পালান বিদেশে। বারবার অভিযোগ করে বিজেপি। গত কয়েক বছরে সেই ভাবমূর্তি অনেকটা কাটিয়ে ফেলেছেন কংগ্রেস নেতা। বিশেষত ভারত জোা যাত্রার পর পার্ট টাইম নেতা আর কেউই বলতে পারে না তাঁকে। রাহুলের এই ভাবমূর্তি বদল হিঃদ বলয়ে ধাক্কা দিতে পারে বিজেপিকে। সেটা ভালো মতো টের পাচ্ছেন মোদি। সেকারণেই শেষ দুদফা ভোটের আগে ফের পুরনো অভিযোগে শান দিলেন মোদি।বৃহস্পতিবার উত্তরপ্রদেশের সভা থেকে প্রধানমন্ত্রীর বাণী, হাত আর সাইকেলের স্বপ্ন ভেঙে গিয়েছে। এখন থেকেই ওরা পরিকল্পনা করছে হারের দায়টা কার মাথায় চাপানো যাবে। এর পর রসিয়ে রসিয়ে প্রধানমন্ত্রী বললেন, আমাকে কে যেন বলছিল, ওদের বিদেশ যাওয়ার টিকিটও নাকি কাটা গিয়েছে। যদিও রাহুল বা অখিলেশের বিদেশযাত্রার খবর দুই দলের তরফেই অস্বীকার করা হয়েছে।মোদির দাবি, উত্তরপ্রদেশে কংগ্রেসের কোনও অস্তিত্ব নেই। পুরো দল একটা পরিবারের সম্মান বাঁচানোর চেষ্টা করে যাচ্ছে। একই অবস্থা সমাজবাদী পার্টিরও। সেজন্যই উত্তরপ্রদেশের ' ল।কা'র জুটি প্রতিবার লঞ্চ হয়। আর ব্যর্থ হয়।

২০২৩-২৪ অর্থ বর্ষে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেল যাত্রীদের আরামদায়ক ভ্রমণের ক্ষেত্রে বড় পদক্ষেপ

মালিগাঁও, ২৪মে ঃ ট্রেন যাত্রাকে আরও বেশি নিরাপদ ও সুরক্ষিত পরিবহণেরমাধ্যম হিসেবে গড়ে তোলার ক্রমাগত প্রচেষ্টায় উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ট্রেনে অপ্রত্যাশিত ঘটনা প্রতিরোধের জন্য প্রযুক্তিগতভাবে উন্নত ব্যবস্থা গ্রহণ করে চলেছে। এরই পদক্ষেপ হিসেবে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে সুরক্ষার সাথে কোনও ধরনের আপোস না করে উন্নত ভ্রমণ ও আরামদায়ক যাত্রার অভিজ্ঞতা প্রদানের লক্ষ্যে ট্রেনে নিজেদের আইসিএফ কোচগুলিকে লিংকে হফম্যান বুশ (এলএইচবি) কোচে রূপান্তর করা হচ্ছে। এই কোচগুলিতে ফায়ার ও স্মোক ডিটেকশন সিস্টেম (এফএসডিএস), ফায়ার ডিটেকশন ও সাপ্রেশন সিস্টেম (এফডিএসএস)-এর পাশাপাশি অ্যাসপিরেশন টাইপ স্মোক ডিটেক্টর্স এবং অ্যারোসল ভিত্তিক ফায়ার ডিটেকশন সিস্টেমের মতো অত্যাধুনিক প্রযুক্তি দ্বারা গঠিত। ২০২৩-২৪সালে, গুরুত্বপূর্ণ রুটে চলাচলকারী ১০ জোড়া দূরপাল্লার ট্রেনের বিদ্যমান প্রচলিত কোচ গুলিকে এলএইচবি রেকের দ্বারা প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে উত্তরপূর্ব সীমান্তরেলওয়ের অধীনে চলাচল করা মোট ৬০টি ট্রেনের ৯৫টি রেককে আধুনিক এলএইচবি রেকে রূপান্তর করা হয়েছে। এলএইচ বিরেকগুলি আধুনিক হাইড্রলিকশক অ্যাবসর্বার এবং উন্নতমানের সাসপেনশন সিস্টেমে সজ্জিত করা হয়েছে, যা প্রচলিত রেকগুলির তুলনায় যাত্রীদের আরামদায়ক যাত্রার নিশ্চয়তা প্রদান করে। এলএইচবি কোচগুলি সংঘর্ষ প্রতিরোধী প্রযুক্তি দ্বারা নির্মাণ করা হয়েছে, যার ফলে দুর্ঘটনার সময় প্রাণহানি কম হয়। উচ্চগতির সময় দক্ষ ব্রেকিং ব্যবস্থার জন্য প্রত্যেকটি কোচে রয়েছে একটি অ্যাডভান্সড নিউমেটিক ডিস্কব্রেক সিস্টেম।বর্তমানে, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েএলএইচবি মডেলের ৯১২টি এসি কোচ ও ৮২২টি স্লিপার কোচের পাশাপাশি ১২৯টি লাগেজ ভ্যান ও ৬৭টি প্যান্ট্রি কার পরিচালন করছে।

নারাজ শীর্ষ আদালত

নয়াদিল্লি, ২৪ মে ঃ নির্বাচন পার হয়ে গেলেও বুথ ভিত্তিক তথ্য-সহ অন্যান্য তথ্য ইচ্ছাকৃতভাবে প্রকাশ করছে না নির্বাচন কমিশন। এমনই অভিযোগ তুলে দেশের শীর্ষ আদালতে মামলা দায়ের করেছিল এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। এই সংক্রান্ত মামলার কোনও নির্দেশ দিতে নারাজ দেশের শীর্ষ আদালত। শুক্রবার স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে এই বিষয়ে কমিশনকে কোনও নির্দেশ দেবে না সুপ্রিম কোর্ট। নির্বাচন শেষ হওয়ার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই যেন নির্বাচন সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়, এমন দাবি জানিয়ে শীর্ষ আদালতে মামলা দায়ের করেছিল এক এনজিও। বুধবার এই মামলার শুনানিতে নির্বাচন কমিশনের তরফে হলফনামা দিয়ে জানানো হয়, বুথ ভিত্তিক নির্বাচন সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য এভাবে সার্বজনিক করা নির্বাচন প্রক্রিয়ার জন্য ক্ষতিকর। যার ফলেই সব তথ্য প্রকাশ্যে আনছে না কমিশন। পাশাপাশি পরপর দুটি দফার নির্বাচনে ভোট শতাংশ দুই রকম দেখানো হয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছিল বিরোধীরা।

কাজ হয়নি ১০ শতাংশ

হাফলং (অসম), ২৪ মে ঃ অমৃত ভারত প্রকল্পের অধীনে দেশের ৫০৮টি রেলওয়ে স্টেশনকে আধুনিকীকরণ ও উন্নীতকরণের শুভারম্ভ করা হয়েছিল ২০২৩ সালের ৬ আগস্ট। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হাত ধরে, কিন্তু তা ১০ শতাংশও হয় নি।

Name Change
I, (Old Name) MD JAKARIA SK S/o- KEYAMAT SK, Residing at, Vill- Barobhege, Post- Haranagar, Ps- Nakashipara, Dist- Nadia, Pin- 741137, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from MD JAKARIA SK To JAKARIA SK (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) JAKARIA SK in all purpose Vide an affidavit Sworn before the S.D.E.M at Krishnagar nadia On 13 March 2020, JAKARIA SK and MD JAKARIA SK both are Same and one identical person.

Name Change
I, (Old Name) ABDUL AMIN S/o- DIN MOHAMMAD MALLICK, Residing at, Vill- Barobhege, Post- Haranagar, Ps- Nakashipara, Dist- Nadia, Pin- 741137, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from ABDUL AMIN To ABDUL AMIN MALLIK (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) ABDUL AMIN MALLIK in all purpose Vide an affidavit Sworn before the S.D.E.M at Alipore On 04 Jan 2024, ABDUL AMIN MALLIK and ABDUL AMIN both are Same and one identical person.

Name Change
I, (Old Name) RAKI MIRZA S/o- MANJUR MIRZA, Residing at, Vill- Monai kandra, Post- Kuli kandi, Ps- Burwan, Dist- Murshidabad, Pin- 742168, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from RAKI MIRZA To ROCKY MIRZA (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) ROCKY MIRZA in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 30 April 2024, ROCKY MIRZA and RAKI MIRZA both are Same and one identical person.

Name Change
I, (Old Name) ROP S/o- LATE MAKBUL, Residing at, Vill- Kariali, Post- Kariali, Ps- Harishchandra pur, Dist- Malda, Pin- 732125, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from ROP To ABDUL ROUF (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) ABDUL ROUF in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 30 April 2024, ABDUL ROUF and ROP both are Same and one identical person.

Name Change
I, (Old Name) AJIMUDDIN S/o- LATE SADAR NADAB, Residing at, Vill- School para (Bara sujapur), Post- sujapur, Ps- Kaliachak, Dist- Malda, Pin- 732206, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from AJIMUDDIN To AJIMUDDIN NADAB (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) AJIMUDDIN NADAB in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 30 April 2024, AJIMUDDIN NADAB and AJIMUDDIN both are Same and one identical person.

Name Change
I, (Old Name) TARARANI MANDAL BISWAS & TARARANI MANDAL W/o- AJOY BISWAS, Residing at, Vill- Milan shikshak Pally, Post- Gazole, Ps- Gazole, Dist- Malda, Pin- 732124, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from TARARANI MANDAL BISWAS & TARARANI MANDAL To TARARANI BISWAS (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) TARARANI BISWAS in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 30 April 2024, TARARANI BISWAS and TARARANI MANDAL BISWAS & TARARANI MANDAL both are Same and one identical person

Name Change
I, (Old Name) SUBHAN SEKH S/o- LATE HAJI MULIYA, Residing at, Vill- Nayabasti, Post- Uttar dariapur, Ps- Kaliachak, Dist- Malda, Pin- 732201, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from SUBHAN SEKH To SUVANI SK (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) SUVANI SK in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 30 April 2024, SUVANI SK and SUBHAN SEKH both are Same and one identical person

Name Change
I, (Old Name) SUSANTA SOMADDAR S/o- LATE SUSHIL SAMADDAR, Residing at, Vill- Salalpur, Post- pakuahat, Ps- Bamangola, Dist- Malda, Pin- 732138, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from SUSANTA SOMADDAR To SUSANTA SAMADDAR (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) SUSANTA SAMADDAR in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 30 April 2024, SUSANTA SAMADDAR and SUSANTA SOMADDAR both are Same and one identical person.

Name Change
I, (Old Name) MUNSI S/o- LATE MULI SEKH, Residing at, Vill- Mahish bathani, Post- barkol, Ps- Malda, Dist- Malda, Pin- 732128, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from MUNSI To MANSUR ALI (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) MANSUR ALI in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 30 April 2024, MANSUR ALI and MUNSI both are Same and one identical person.

Name Change
I MD MAHASIN MOLLA, S/O GOLAM MOSTAFA MOLLA, R/O AKRA KRISHNANAGAR, PALPARA, MAHESHTALA, SOUTH 24 PARGANAS, PIN-700140, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MOHAMMED MOHSIN MOLLA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 24/05/2024, THAT MD MAHASIN MOLLA AND MOHAMMED MOHSIN MOLLA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I RASHEEDA ASGAR,W/O ALIASGAR HUSAINI FAKHRI,R/O 16/1/F EAST TOPSIA ROAD FLAT NO-10A2 10TH FLOOR, KOLKATA-700046, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RASHIDA ALIASGAR FAKHRI,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 24/05/2024, THAT RASHEEDA ASGAR AND RASHIDA ALI ASGAR FAKHRI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I ZAINAB A FAKHRI,D/0-ALIASGAR HUSAINI FAKHRI,R/O 16/1/F EAST TOPSIA ROAD FLAT NO-10A2 10TH FLOOR,KOLKATA-700046, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ZAINAB ALI ASGAR FAKHRI,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 24/05/2024,THAT ZAINAB A FAKHRI AND ZAINAB ALIASGAR FAKHRI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I TAPAS CHATTOPADHYAY, SON OF TARA SHANKAR CHATTERJEE, RESIDING AT 267/3,NETAJI SUBHASH ROAD, PO-BEHALA, KOLKATA - 700034, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS TAPAS CHATTERJEE VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 22/05/2024. THAT TAPAS CHATTOPADHYAY AND TAPAS CHATTERJEE BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I RAHUL GOENKA, S/O SUNIL KUMAR GOENKA, R/O 134, SALKIA SCHOOL ROAD, SUKHI SANSAR APPARTMENT, BLOCK -D, FLAT NO 614, PS GOLABARI, HOWRAH - 711106, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RAAHUL GOENKA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT ALIPORE COURT ON 22/05/2024, THAT RAAHUL GOENKA AND RAHUL GOENKA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I NARESH GUPTA, S/O BRIJMOHAN GUPTA, R/O 134, SALKIA SCHOOL ROAD, PO SALKIA, HOWRAH -711106, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS NARESH KUMAR GUPTA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT ALIPORE COURT ON 22/05/2024, THAT NARESH KUMAR GUPTA AND NARESH GUPTA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I ABUL KHAYER SARDAR @ MD ABUL KHAYER SARDAR S/O ADAM SARDAR, R/O Vill-Sadigachhi, PO- Bhebia, PS-Hasnabad, Dist-North 24 Pgs. WEST BENGAL, Do hereby solemnly affirm and declaring that my actual name is ABUL KHAYER SARDAR instead of MD ABUL KHAYER SARDAR vide an affidavit sworn before the Notary Public, Basirhat, North 24 Pgs on 24/05/2024. That ABUL KHAYER SARDAR and MD ABUL KHAYER SARDAR both are same and one identical person.

Name Change
I ALI ASGAR FAKHRI,S/O HUSAINI FAKHRI,R/O 16/1/F EAST TOPSIA ROAD FLAT NO-10A2 10TH FLOOR,KOLKATA-700046,WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ALIASGAR HUSAINI FAKHRI,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 24/05/2024, THAT ALI ASGAR FAKHRI AND ALIASGAR HUSAINI FAKHRI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I FATIMA PARVEEN, WIFE OF SHAHID EKBAL, RESIDING AT B-13/H/46, BRAUN FIELD ROW,ALIPORE,PS-EKBALPORE, KOLKATA - 700027, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS FATIMA EKBAL VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 24/05/2024. THAT FATIMA PARVEEN AND FATIMA EKBAL BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I SUNITA KUNDU KARAN(OLD NAME), WIFE OF SNEHASIS KARAN, RESIDING AT 46/1,MAHESH PAL LANE,PO-SANTRAGACHI, PS-CHATTERJEEHAT, HOWRAH-711104,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUNITA KUNDU (NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 24/05/2024. THAT SUNITA KUNDU KARAN AND SUNITA KUNDU BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, Shib Sankar Roy Roy (old name) S/O Parimal Roy, residing at Vill.- Dhanyakhola Madhya Para, J.L No- 207, Samsabad, P.S.-Nandigram, Dist- Purba Medinipur, Pin- 721631, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) shib Sankar Roy (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 24/05/2024. shib Sankar Roy (new name) and Shib Sankar Roy Roy (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Akash Kr. Jha & Jha Akash Rajib (old name) S/O Runa Chatterjee (mother's name), residing at Janoki Apartment 706 Lake Gardens, P.O.- Lake Gardens, P.S.- Lake, Kolkata- 700045, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Akash Runa Chatterjee (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 24/05/2024. Akash Runa Chatterjee (new name) and Akash Kr. Jha & Jha Akash Rajib (old name) all are same identical person.

Name Change
I SK ALFAJUDDIN(OLD NAME),SON OF SEKH ABDUL KALAM, RESIDING AT VILL-SANTOSHPUR,PO-DINGALHATI,JANGIPARA,HOOGHLY-712404,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SEKH ALFAJUDDIN(NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 24/05/2024.THAT SK ALFAJUDDIN AND SEKH ALFAJUDDIN BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I MOHAMMED FAYAZ HASSAN, S/O LATE MD AJMIR HOSSAIN, R/O VILL MADHUPUR, PO LALBATHANI, PS MANIKCHAK, MALDA-732203, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD FAYAZ HASSAN, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 24/05/2024, THAT MD FAYAZ HASSAN AND MOHAMMED FAYAZ HASSAN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I SEKH ALHAN,SON OF MD MAROOF, RESIDING AT 32-B,JUDGE COURT ROAD,PS-ALIPORE, KOLKATA - 700027, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SK ALHAN VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 24/05/2024.THAT SEKH ALHAN AND SK ALHAN BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I BAKCHI AMAR, S/O GOKUL BAGCHI, R/O MANGAL GANJ, SANTOSHA, PS BAGDAH, NORTH 24 PARGANAS, PIN-743297, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS AMAR KANTI BAGCHI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 24/05/2024, THAT AMAR KANTI BAGCHI AND BAKCHI AMAR ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I KHALEDA BEGAM, W/O LATE MD AJMIR HOSSAIN, R/O VILL MADHUPUR, PO LALBATHANI, PS MANIKCHAK,MALDA-732203, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KHALEDA KHATUN, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 24/05/2024, THAT KHALEDA KHATUN AND KHALEDA BEGAM ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, Sushmita Das (old name) W/O Biplab Majumder, residing at 110/8, Agapur Balaka Lane, New Barrackpore, North 24 Pgs, Pin- 700131, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Sushmita Das Majumder (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 22/05/2024. Sushmita Das Majumder (new name) and Sushmita Das (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Bidhan Ray (old name) S/O Binod Ray, residing at Tengra, P.O.- Rampur Bhatpara, P.S.- Gaighata, Dist- North 24 Pgs, Pin- 743249, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Bidhan Rai (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 24/05/2024. Bidhan Rai (new name) and Bidhan Ray (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Nitu Ku Pandey (old name) D/O Satyadev Pandey, residing at 22, Jannagar Road, Entally, P.S.- Beniapukur, Kolkata- 700014, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Nitu Pandey (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 24/05/2024. Nitu Pandey (new name) and Nitu Ku Pandey (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Sanjoy Das (old name) S/O Tarapada Das, residing at Basantapur, P.O.- Manikura, Dist.- Howrah, Pin- 711410, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Sanjay Das (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 24/05/2024. Sanjay Das (new name) and Sanjoy Das (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Sahidul Islam (old name) S/O Late Najrul Mondal, residing at Uttar Chandamari, P.O.- Chandamari, P.S.- Kalyani, Dist.- Nadia, Pin- 741245, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Sahidul mondal (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 24/05/2024. Sahidul mondal (new name) and Sahidul Islam (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Ritesh Kumar Bengani (old Name) S/o Shanti Lal Bengani resident of 156/72/A, B.T.Road, Northern Park, Baranagar, North 24-Pgs, Pin-700108 shall henceforth be known as Ritesh Bengani (New Name) vide affidavit dated 24.05.2024 before Notary Public, Kolkata. Ritesh Kumar Bengani and Ritesh Bengani is the same and one identical person.

Name Change
I, MAHADEB DAS S/O Late Madan Mohan Das, resident of 98, Raja Ram Mohan Roy Road, PO- Barisha, PS- Behala, Kolkata-700008, do hereby solemnly affirm & declaring my actual name MAHADEB DAS, vide an affidavit sworn before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Alipore, South 24 Parganas on 06/09/2023. That henceforth, I intend to known in everywhere as "MAHADEB DAS" as per my PAN and Aadhaar by swearing this affidavit and I, henceforth mentioned here that in purchase deed of my mother Mongala Dasi, Wife of Madan Mohan Das being No.4352 of 1965, wherein the name of my father was wrongly recorded as MADAN MOHAN UPADHYAY.

নকশালবাড়িতে সন্ন্যাসীদের হুমকির প্রতিবাদে মৌন মিছিল

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৪ মে ঃ নকশালবাড়িতে শিলিগুড়িতে সন্ন্যাসীদের হুমকির প্রতিবাদে মৌন মিছিল নকশালবাড়িতে। শুক্রবার নকশালবাড়ি সনাতনী সমাজের উদ্যোগে নকশালবাড়ি অন্নপূর্ণা কালিমন্দির থেকে স্টেশন মোড়, বাজার হয়ে পানিঘাটা মোড়ে শেষ হয় এই মিছিল। মিছিলে রামকৃষ্ণ মিশন, ইসকন, সসঙ্গ, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ সহ বিভিন্ন সংঘ ও প্রতিষ্ঠানের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। শিলিগুড়িতে রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী ও আবাসিকদের ওপর আক্রমণ সহ রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে আক্রমণ চলছে। এর প্রতিবাদে মৌন মিছিল। তবে মিছিলে বেশকিছু যুবকের মুখে শ্লোগান মুখরিত হয়ে ওঠে। গোটা ঘটনায় প্রশাসনের সদার্থক ভূমিকা পালন করার আবেদন জানান বিভিন্ন সংগঠনের সদস্যরা।

উদ্ধার বিপুল পরিমাণ মদ

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৪ মে ঃঅবৈধ মদের কারখানায় হানা আবগারি দফতরের। উদ্ধার বিপুল পরিমাণ মদ। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ময়নাগুড়ি ব্লকের রামশাই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। জানা গেছে, শুক্রবার দুপুর নাগাদ জলপাইগুড়ি সদর আবগারি দফতরের পক্ষ থেকে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযানে নামেন। রামশাই গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজলদিঘি এলাকায. এক ব্যক্তির বাড়িতে অভিযান চালান তারা। অভিযানে বিপুল পরিমাণ বিদেশী অবৈধ মদের বোতল উদ্ধার হয়। উদ্ধার হয় মদ তৈরির উপকরণও। এদিন সমস্ত মদ সহ মদ তৈরির উপকরণ বাজেয়াপ্ত করেন আবগারি দফতরের আধিকারিকরা। যদিও কত পরিমাণ মদের বোতল উদ্ধার হয়েছে তা স্পষ্ট জানাননি আবগারি দফতরের আধিকারিকরা।

ম্যানেজারের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২৪ মে ঃ উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার কোচবিহার ডিভিশনের ডিভিশনাল ম্যানেজার শ্যামল বসাকের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ তুলে শুক্রবার তার কক্ষের সামনে বিক্ষোভে দেখালো উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার তৃণমূল শ্রমিক ইউনিয়নের নেতৃত্ব ও সদস্যরা। এই বিষয়ে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার তৃণমূল শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক দীপেস দাস বলেন, উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থা উন্নয়নমূলক কাজ সহ যাত্রী পরিবহনের দিকে নজর না দিয়ে ডিভিশনাল অফিসটিকে সিপিএম- এর আতুর ঘর তৈরী করেছে এবং তাঁদের পরামর্শে চলে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার কোচবিহার ডিভিশনের অফিসটিকে আলিমুদ্দিন স্ট্রিট বানানোর প্রয়াস করছে। পাশাপাশি তারা শ্যামল বসাক নামক ওই ডিভিশনাল ম্যানেজারকে অপসারণের দাবিও জানান। যদিও এই অভিযোগের বিষয়ে ডিভিশনাল ম্যানেজার কে প্রশ্ন করা হলে, তিনি জানান এ বিষয়ে যা বলার সংস্থার ম্যানেজিং ডিরেক্টর বলবেন।

সংস্কারের দাবি

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৪ মে ঃ - বেশ কয়েক মাস ধরে বুলবুলচন্ডী স্টেশনে রেল লাইন আন্ডার পাস ক্রসিং এর ওভারহেড হাইট রেস্ট্রিকশন ব্যারিকেড রাজ্য সড়কের দুই ধারে ভেঙে পড়ে রয়েছে, সংস্কারের দাবি স্থানীয়দের। মালদা -নালাগোলা রাজ্য সড়কে হবিবপুরের বুলবুলচন্ডী স্টেশনে রেল লাইন আন্ডার পাস ক্রসিং এ রেলওয়ের পক্ষ থেকে রাজ্য সড়কের দুই ধারে ওভারহেড হাইট রেস্ট্রিকশন ব্যারিকেডে দেওয়া হয়েছে যাতে রাজ্য সড়কের উপরে রেল ব্রিজে মালবোঝাই যানবাহন সংঘর্ষ না বাধে কিন্তু বিভিন্ন মাল বোঝাই গাড়ি বুলবুলচন্ডী রেল স্টেশন ওভার হেড হাইট রেস্ট্রিকশন ব্যারিকেডে লেগে ভেঙে পড়ে তবে এখনো কয়েক মাস ধরে ভেঙে পড়ে রয়েছে। এই ব্যাপারে বুলবুলচন্ডী গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য মনোজিত ভগৎ জানান রেলওয়ে পক্ষ থেকে বুলবুলচন্ডী স্টেশনে রেল লাইন আন্ডার পাস ক্রসিং এ ওভারহেড হাইট রেস্ট্রিকশন রাজ্য সড়কের দুই ধারে ব্যারিকেড দেওয়া হযেছে যাতে ওভারলোড ওভার হাইটের মালবোঝাই যানবাহন আন্ডার পাস ক্রসিং এ ওভারহেড এ সংঘর্ষের দুর্ঘটনা যাতে না ঘটে, কিন্তু কয়েক মাস আগে মালবোঝাই ওভার হাইট গাড়িতে ব্যারিকেডে লেগে ভেঙে পড়ে পড়ে যায় তবে এখনো রেল দপ্তরের পক্ষ থেকে সংস্কার করা হয়নি ।

মঙ্গলকোটে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরে পার্টি অফিসে তালা পুলিশের, চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ২৪ মে ঃ পূর্ব বর্ধমানের মঙ্গলকোটে ফের তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে চলে এলো। শুক্রবার পার্টি অফিসের দখল ঘিরে মঙ্গলকোটের বিধায়ক অপূর্ব চৌধুরীর অনুগামি বনাম তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক সান্ত সরকারের অনুগামীদের মধ্যে হাতাহাতি শুরু হয়। যার জেরে তৃণমূলের পার্টি অফিসে তালা লাগিয়ে দেয় মঙ্গলকোট থানার পুলিশ। এলাকার কর্মীরা নিজেদের প্রাণহানির কথা আশঙ্কা করছেন। মোতায়েন রাজ্য পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী। এলাকার তৃণমূল কর্মীদের অভিযোগ, মঙ্গলকোটের বিধায়ক অপূর্ব চৌধুরীর অনুগামীরা, শুক্রবার সকালে স্থানীয় তৃণমূল কর্মীদের পার্টি অফিস থেকে বার করে দখল নেয়। এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন বিধায়ক অপূর্ব চৌধুরী। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার সকালের দিকে মঙ্গলকোটের নতুনহাট ব্লক পার্টি অফিস খুলে প্রত্যেকদিনের মতো পরিস্কার করছিল দু-এক জন তৃণমূল কর্মী। অভিযোগ, এরপরেই বিধায়ক ঘনিষ্ঠ মঙ্গলকোট পঞ্চায়েতের উপপ্রধান রহিম মল্লিকের নেতৃত্বে একদল তৃণমূল কর্মী এসে পার্টি অফিসে বসে থাকা স্থানীয় তৃণমূল কর্মীদের বাইরে বেরিয়ে যেতে বলে। এরপর শুরু হয় দুপক্ষের মধ্যে উত্তপ্ত বচসা। উত্তেজনা ছড়িয়ে পরে এলাকায়। এরপর রহিম মল্লিকের অনুগামীরা স্থানীয় তৃণমূল কর্মীদের পার্টি অফিস থেকে বাইরে বার করতে লোহার রড ও অন্যান্য অস্ত্র নিয়ে হামলা করে বলে অভিযোগ। মঙ্গলকোর্ট ব্লক পার্টি অফিসে বিধায়ক গোষ্ঠী ও পার্টির সাধারণ সম্পাদকের গোষ্ঠীর উত্তেজনার খবর যায় মঙ্গলকোট থানায়। থানা থেকে বিশাল পুলিশবাহিনী এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। তৃণমূলের দুপক্ষের অভিযোগ শুনে মঙ্গলকোর্ট থানার পক্ষ থেকে ব্লক পার্টি অফিসে মোতায়েন করা হয় রাজ্য পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী। তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয় ব্লক পার্টি অফিসে। তৃণমূলের জেলা সাধারণ সম্পাদক শান্ত সরকার অভিযোগ করে বলেন, বিধায়ক গোষ্ঠীর লোকেরা উদ্দেশ্যে প্রনদিত ভাবে পার্টি অফিস টি দখল করতে চাইছে। পাশাপাশি লোকসভা নির্বাচনে দলের পুরানো দিনের কর্মীদের কাজ করতে দেয়নি বিধায়ক অপূর্ব চৌধুরী। সমস্ত বিষয়টি পূর্ব বর্ধমান জেলা তৃণমূলের সভাপতি রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় জানানো হয়েছে এবং অভিষেক ব্যানার্জির কলকাতার অফিসে বিষয়টি জানানো হয়েছে। অপরদিকে বিধায়কের উপর উঠা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে বিধায়ক অপূর্ব চৌধুরী বলেন, মঙ্গলকোর্ট এলাকায় কোন গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নাই। তৃণমূল কংগ্রেস ও পার্টি অফিস কারোর ব্যক্তিগত সম্পত্তি হতে পারে না বলে দাবী করেন তিনি। এদিকে মঙ্গলকোটে ফের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব মাথাচারা দেওয়ায় কপালে ভাঁজ জেলা তৃণমূল নেতৃত্বের।

বাংলার ২ প্রান্তে ২ অভিযান! আর্মস ডিলারদের কালো কারবার ধরে ফেলল এসটিএফ

দুরন্ত বার্তা, বনগাঁ ও আসানসোল, ২৪ মে ঃ রাজ্যের দুই প্রান্তে দুই সফল অভিযান রাজ্যের স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের। গোপন সূত্র মারফত পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁয় ও পশ্চিম বর্ধমানের আসানসোলে সম্প্রতি এক বিশেষ অভিযান চালান রাজ্যের এসটিএফের অফিসাররা। জোড়া অভিযানে উদ্ধার হয়েছে হাফ ডজন আগ্নেয়াস্ত্র। তার মধ্যে দুটি সেমি অটোমেটিক পিস্তল ও চারটি পাইপগান। বনগাঁ ও আসানসোল মিলিয়ে উদ্ধার হয়েছে মোট ৫৭ টি তাজা কার্তুজ। গ্রেফতার করা হয়েছে দুই অস্ত্র ব্যবসায়ীকেও। গোপন সূত্র মারফত পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে গতকাল বনগাঁ থানার অন্তর্গত বনস্পোতা এলাকায় এক বিশেষ অভিযান চালায় রাজ্যে স্পেশাল টাস্ক ফোর্স। সেই অভিযানে হাতেনাতে পাকড়াও করা হয় জামাল মণ্ডল নামে বছর ছত্রিশের অস্ত্র ব্যবসায়ীকে। বনগাঁর বাসিন্দা ওই অস্ত্র ব্যবসায়ীর থেকে উদ্ধার হয়েছে এক জোড়া সেভেন এমএম সেমি অটোমেটিক পিস্তল। পাওয়া গিয়েছে চার রাউন্ড তাজা কার্তুজ, চারটি ম্যাগাজিন। ধৃত ওই অস্ত্র ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে বনগাঁ থানায় অস্ত্র আইনের যথাযথ ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। এর পাশাপাশি দ্বিতীয় অভিযানটি চলে আসানসোল দক্ষিণ থানার অন্তর্গত কালীপাহাড়ি এলাকায়। গোপন সূত্র থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে সেই অভিযানে গ্রেফতার করা হয়েছে সাগির আনসারি নামে ৫৫ বছর বয়সি এক অস্ত্র ব্যবসায়ীকে। পুলিশ সূত্রে খবর, এই ব্যক্তি বিহারের ভাগলপুরের বাসিন্দা। ধৃতের থেকে চারটি পাইপগান বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। সঙ্গে পাওয়া গিয়েছে প্রচুর সংখ্যায় তাজা কার্তুজও উদ্ধার হয়েছে। সাগির আনসারির বিরুদ্ধেও আসানসোল দক্ষিণ থানায় অস্ত্র আইনে মামলা রুজু হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, এই দুই অস্ত্র ব্যবসায়ীই ভিন রাজ্য থেকে অস্ত্র কিনত এবং তারপর সেগুলি এ রাজ্যে দুষ্কৃতীদের সাপ্লাই দিত। এই অস্ত্র ব্যবসার র‍্যাকেটের সন্ধান পেতে দুজনকেই নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করেছে পুলিশ।

২০১০ এরপর ওবিসি শংসাপত্র নিয়ে চাকরিরতদের চাকরি যাবে ঃ দিলীপ ঘোষ

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ২৪ মে ঃ , ২৪ মেঃ সম্প্রতি কলকাতা হাইকোর্টে রায়ে যেমন জাতিগত সংশাপত্র বাতিল হয়েছে, তেমনই যারা এই শংসাপত্র নিয়ে ১৪-১৫বছর ধরে চাকরি করছেন তাদেরও চাকরি চলে যাবে। এছা।। যারা চাকরি পাবার আশায় ওই সংশাপত্র নিয়ে ঘুরছিলেন এই রকম বড় সংখ্যক যুবক-যুবতীর মধ্যে নেমে আসবে চরম হতাশা বলে দাবী করলেন বর্ধমান-দুর্গাপুর লোকসভার বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ। শুক্রবার বর্ধমানে বিজেপি কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে করে বলেন, রাজ্য সরকার লক্ষ লক্ষ ও.বি.সি সার্টিফিকেট প্রদান করেছে তা যে অনৈতিক কলকাতা হাইকোর্টের রায়েতে তা আরো স্পষ্ট হল। রাজনৈতিক স্বার্থে এই অপকর্মের জন্য আজ তৃণমূল সরকার কে আদালতে বারবার ধাক্কা খেতে হচ্ছে। বারবার রাজ্য সরকার আদালতের কাছে কানমূলা, থাপ্পর খেতে হচ্ছে। এই সব অনৈতিক কাজ করে শুধু রাজনৈতিক লাভ তুলেছে তৃণমূল, সেই সঙ্গে জটিল পরিস্থিতি তৈরী করে পশ্চিমবাংলা আরো দশ-কুড়ি বছর পিছিয়ে দিচ্ছে। পাশাপাশি তৃণমূল সরকার কে হাত নিয়ে দিলীপ বাবু বলেন, রাজ্যের মুসলিম সম্প্রদায় কে প্রায় পাঁচ লক্ষ ও.বি.সি সার্টিফিকেট দিয়ে ভোট ব্যাঙ্ক বানানো হয়েছে, কিন্তু তাদের আর্থ সামাজিক

পরিকাঠামোর কোন উন্নয়ন করা হয়নি। তাদের চাকরি দেওয়া হয় নি। এই সব করে ভোট বৈতরণী পার হওয়া যায়, মুসলিম সমাজের উন্নয়ন করা যায় না। কেবল রাজনৈতিক স্বার্থে, ভোট ব্যাঙ্কের লক্ষ্যে সমাজে পিছিয়ে পরা মানুষদের ব্যবহার করা হচ্ছে। সিপিআইএমের সমস্ত অপকর্মের বিষ বৃক্ষকে জল দিয়ে বাড়িয়েছে তৃণমূল। সুকুমার মাহাতো একজন কুড়মি সম্প্রদায়ের মানুষ বলে আমরা জানি। কিন্তু এস টি সার্টিফিকেট পেয়ে তিনি বিধায়ক হয়েছেন। এই সমস্ত চক্রান্তের পিছনে রয়েছে তৃণমূল। অন্যদিকে গ্যাস, শৌচালয়, বাড়ি, ১০০ দিনের কাজ, চাষিদের ৬ হাজার টাকা করে আর্থিক সাহায্যে দিয়ে নরেন্দ্র মোদী তাদের অবস্থার পরিবর্তন করছেন, তৃণমূল কংগ্রেস কেবল ভোট নিয়ে যাচ্ছে বলে দাবী করেন তিনি।

'মাটির সৃষ্টি প্রকল্পের' কাজ খতিয়ে দেখতে এলাকা পরিদর্শন করলেন জেলাশাসক

দুরন্ত বার্তা, রাজনগর, ২৪ মে ঃ রাজনগরের ঢাকা গ্রামে 'মাটির সৃষ্টি প্রকল্পের' কাজ খতিয়ে দেখতে এলাকা পরিদর্শন করলেন জেলাশাসক । রাজনগরের গাংমুড়ি-জয়পুর অঞ্চলের ঢাকা গ্রামে 'মাটির সৃষ্টি প্রকল্পের' কাজ খতিযে. দেখতে এলাকা পরিদর্শন করলেন বীরভূম জেলাশাসক শশাঙ্ক শেঠী। রাজনগর ব্লক কৃষি দপ্তরের তরফে 'মাটির সৃষ্টি প্রকল্পে' বিভিন্ন কর্মসূচি চলছে রাজনগর ব্লকের বিভিন্ন গ্রামে। গ্রামীণ অর্থনীতিকে স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে বর্তমান রাজ্য সরকারের এক বিপ্লবিক কর্মসূচি মাটির সৃষ্টি প্রকল্প। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২০২০ সালে নবান্ন থেকে এই প্রকল্পের ঘোষণা করেন। মুখ্যমন্ত্রীর মতে পরিবেশ বান্ধব এই প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতি মজবুত হবে। সেই লক্ষ্যেই রাজনগর ব্লকেও মাটির সৃষ্টি প্রকল্পে কাজ শুরু হয়েছে। রাজনগরের ঢাকা গ্রামেও এই কর্মসূচি চলছে। এই প্রকল্পের অধীনে এই এলাকায় সেচের জন্য পুকুর খনন, বাদাম, অড়হড়, বরবটি, ভুট্টা চাষ, সহ পশু-প্রাণী পালন, সহ বিভিন্ন কর্মসূচি চলছে। স্বনির্ভর দলের মহিলারা এই কাজে নিযুক্ত রয়েছেন এবং তাঁরা আর্থিক দিক থেকে স্বনির্ভর হচ্ছেন এই প্রকল্পের মাধ্যমে। জেলাশাসক শশাঙ্ক সিটি এই গ্রামে গিয়ে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর দলের মহিলাদের সাথে কথা বলে এখানকার কাজ কর্মের বিষয়ে খোঁজখবর নেন। জেলাশাসক শশাঙ্ক শেঠী সহ আজ উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা শাসক (উন্নয়ন) বিশ্বজিত মোদক, ডেপুটি ডিরেক্টর অফ এগ্রিকালচার শিবনাথ ঘোষ, বিডিও শুভাশিস চক্রবর্তী, এডিএ অভিজিত মন্ডল প্রমুখ ।

দীর্ঘদিন বন্ধ মালবাজারের জৈবসার তৈরির কারখানা! আগাছার মাঝেই চলছে নেশার অসামাজিক ঠেক

দুরন্ত বার্তা, মালবাজার, ২৪ মে ঃ দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ রয়েছে মালবাজার শহরের জৈবসার তৈরির কারখানা। বন্ধ গেটের ভিতরে আগাছার মাঝে নেশার অসামাজিক ঠেক তৈরি হয়েছে বলে অভিযোগ। মালবাজার শহরের ২ নম্বর ওয়ার্ডের মাল নদীর ধারে শ্মশান ঘাটের পাশে কয়েক বছর আগে মাল পৌরসভার উদ্যোগে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের মাধ্যমে গড়ে তোলা হয়েছিল এই জৈব সার কেন্দ্র। একটি বেসরকারি সংস্থা এই প্রকল্প পরিচালনার দায়িত্ব পায়। উদ্দেশ্য ছিল শহরের সমস্ত জৈব বহ্য একত্রিত করে এই কেন্দ্রে আনা হবে। তারপর বিভিন্ন পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তৈরি হবে উন্নত মানের জৈব সার। সেই সার বাজার জাত করে রোজগার করা হবে। কর্ম সংস্থান হবে, শহর হবে নির্মল ও পরিস্কার। কিন্তু এক দুবছর চলার পর বন্ধ হয়ে যায় এই কারখানা। ককর্মহীন হয় এই কারখানায় যুক্ত শ্রমিকেরা। প্রথম দিকে শহরের বিভিন্ন মন্দিরের পুজার পর থেকে যাওয়া ফুল, বেলপাতা, ফলের খোসা সহ বিভিন্ন বাড়ি ও বাজার থেকে বহ্য জৈব সংগ্রহ করে সার তৈরির কাজ ভালোই চলছিল। তৈরি হচ্ছিল উন্নত মানের জৈব সার। আশেপাশের চা বাগান ও কৃষি ক্ষেত্রে ভালোই চাহিদা ছিল। কিন্তু, সমস্যা হয় কিছুদিন পর, কাঁচা মাল অর্থাৎ বর্জ্য জৈব যোগানে ঘাটতি দেখা দেয়। এইভাবে বেশকিছু দিন চলার পর হঠাৎ করেই বন্ধ হয়ে এই কেন্দ্র। দীর্ঘদিন বন্ধ থাকায় বর্তমানে ওই কেন্দ্রের চত্বরে আগাছায় ভরে গেছে। লোহার গেট ও দেওয়ালে স্থানীয় মহিলারা জামাকাপড় শুখায়। স্থানীয় মানুষের অভিযোগ জৈবসার কেন্দ্রের ভিতরে গড়ে উঠেছে নেশাখোরদের ঠেক। কি কারণে এই কেন্দ্রের এই অবস্থা? জানতে চাওয়া হলে মাল পৌরসভার চেয়ারম্যান স্বপন সাহা বলেন, ভালোই উৎপাদন হচ্ছিল, বাজারে চাহিদাও ছিল। কিন্তু, বর্জ্য জৈবের অভাবে সার তৈরি ও সামগ্রিক উৎপাদনে ঘাটতি দেখা দেয়। লোকসানে রান করছিলো এই কারখানা। তাই বন্ধ করা হয়। চেষ্টা করা হচ্ছে আবারও চালু করার। তবে বিরোধীরা কিন্তু, এই নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি।

NIT, Govt. of West Bengal.

Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division, Main Block, Ground Floor, Writers' Buildings, Kolkata-700001 from the eligible contractors for the following works. 1.Name of Work: "All Inclusive annual Maintenance of Data and Voice Network for Different Office at KIT Building and KIT (Annex) Building, P-16 India Exchange Place, Kolkata - 700 073 for 01(One) Year [Job No: KIT/RW/006 of 24-25]" e-TENDER No. WBPWD/EEKIT/E-NIT-011/T/24-25 Tender ID: 2024_WBPWD_689028_1 Bid Submission Closing : 31.05.2024 up to 03.00 PM 2.Name of Work: "All Inclusive Annual Maintenance of Existing X-Ray Baggage Scanner System and DFMD ·(Door Frame Metal Detector) Installed at Banga Bhawan-I at Hailey Road, New Delhi & Banga Bhawan-11 at Pt. Uma Shankar Dikshit Marg, Chanakyapuri, New Delhi for 01 (One) year. [Job No: KIT/RW/008 of 24-25]" e-TENDER No. WBPWD/EEKIT/E-NIT-013/T/24-25 Tender ID: 2024_WBPWD_689042_1 Bid Submission Closing : 03.06.2024 up to 03.00 PM 3.Name of Work: "Replacement of Damaged components of Existing CCTV Surveillance system at the Institute of Education for women, Hastings House, CTE, Alipore, Kolkata-700027, Govt. of West Bengal.. [Job No: KIT/OW/012 of 24-25]" e-TENDER No. WBPWD/EEKIT/E-NIT-014/T/24-25 Tender ID: 2024_WBPWD_689073_1 Bid Submission Closing : 04.06.2024 up to 03.00 PM 4.Name of Work: "Comprehensive Annual Maintnance of CCTV Surveillance System Installed at Institute of Education For Women, Hastings House, CTE, 20-B, Judges Court Road , Alipore, Kolkata-700027 for 01(One) Year.. [Job No: KIT/OW/013 of 24-25]" e-TENDER No. WBPWD/EEKIT/E-NIT-015/T/24-25 Tender ID: 2024_WBPWD_689074_1 Bid Submission Closing : 04.06.2024 up to 03.00 PM Corrigendum or Addendum if issued will be published only on website.

Sd/-
Executive Engineer, PWD
Kolkata IT Division

পূর্ব রেলওয়ে

বিশদ টেন্ডার নং ঃ ৩ডব্লুটিসিএওসিইআর২০২৪-২৫ ঃ ওপেন ই-টেন্ডার ইন টু স্টেজ রিভার্স অকশন সিস্টেম, তারিখ ২২.০৫.২০২৪। চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার/কন/পূর্ব রেলওয়ে, কলকাতা, ৫ম তল, ১৪ স্ট্রান্ড রোড, নিউ কয়লা ঘাট, কলকাতা-৭০০০০১ নিম্নরূপ কাজ সম্পাদনে ওপেন ই-টেন্ডারিংয়ের জন্য টেন্ডার আহ্বান করছেঃ **কাজের নাম ঃ** মাল্টি ট্র্যাকিং রেলওয়ে বিজি লাইন নির্মাণ সংক্রান্ত কাজে ডাবল লাইন অ্যাকোমোডেট করতে, বরাকর ও কুমারধুবি স্টেশনের মধ্যে চে. ২৩০.১২৪ কিমিতে (হাওড়া থেকে ব্রিজের সেন্টার লাইন) স্থিত পাইল ফাউন্ডেশন সহ বরাকর নদীর ওপর গুরুত্বপূর্ণ ব্রিজ নং ১৮ (১০× ৩০.৫০ এম+৫×৪৫.৭এম ওপেন ওয়েব গার্ডার) এবং চে. ২১৯.১১৭ কিমিতে বরাচক–সীতারামপুরের মধ্যে আরওআর (১×৪৫.৭এম+১×৭৬.২এম+৩×৩০.৫এম ওপেন ওয়েব গার্ডার) এবং চে. ২২৪.৫০৮ কিমিতে সীতারামপুর–কুলটির মধ্যে আরওআর (২×৩০.৫এম+১×৭৬.২এম ওপেন স্টিল গার্ডার) ও সাব ও সুপারস্ট্রাকচারের ব্যবস্থা সহ কালিপাহাড়ি–নিমচার মধ্যে চে. ২০৬.০৫ কিমিতে আরওআর (৪×৩০.৫এম+৪×৭৬.২এম ওপেন ওয়েব গার্ডার) নির্মাণ। **আনুমানিক মূল্য মান ঃ** ৩,৫৭,২৮,৬৮,০৩৬.১৮ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ১,০০,০০,০০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ০.০০। **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** ৩০ (ত্রিশ) মাস। **বন্ধের তারিখ ঃ** ২১.০৬.২০২৪-এ দুপুর ৩টা। টেন্ডার নথিপত্র ও অন্য বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** থেকে পাওয়া যাবে। উক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে টেন্ডারের জন্য বিড জমা দিতে হবে। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত হবে না এবং কোনও ম্যানুয়াল অফার পাওয়া গেলে সরাসরি বাতিল করা হবে। (CON-19/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

আসানসোল ডিভিশনে চুক্তি সম্পাদনের জন্য ই-অকশন

সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল ডিভিশন, স্টেশন রোড, আসানসোল, পিন-৭১৩৩০১ চুক্তি সম্পাদনের জন্য আইআরইপিএস পোর্টালের ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এর মাধ্যমে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন, যার বিবরণ নিম্নরূপ ঃ **অকশনের ক্যাটিগরি ঃ** পার্সেল স্পেস (এসএলআর) লিজে দেওয়া। **ই-অকশন ক্যাটালগ নং ঃ** সি-৩-পিএআরসিএএসএন১০০৬। **অকশন শুরুর তারিখ ঃ** ১০.০৬.২০২৪, বেলা ১২.০০ মিনিট। **ক্রঃ নং, ট্রেন নং এবং এসএলআর ঃ** (১) ১২৩৭৬ (জসিডি–তামবরম সাপ্তাহিক সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস) এফএসএলআর-১, (২) ১৩৫০৯ (আসানসোল–গোন্ডা এক্সপ্রেস) এফএসএলআর-১, (৩) ২২৪৬৫ (মধুপুর–আনন্দ বিহার টার্মিনাল বাবা বৈদ্যনাথধাম দেওঘর সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস) এফএসএলআর-১, (৪) ২২৩০৬ (জসিডি–এসএমভিটি বেঙ্গালুরু সাপ্তাহিক সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস) এফএসএলআর-১, (৫) ১২৩৮৪ (আসানসোল–শিয়ালদহ সুপারফাস্ট ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস) এফএসএলআর-১, (৬) ১৭৩২২ জসিডি–ভাস্কো-ডা-গামা সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস) এফএসএলআর-১, (৭) ২২৪৫৯ (মধুপুর–আনন্দ বিহার টার্মিনাল বাবা বৈদ্যনাথধাম দেওঘর হামসফর এক্সপ্রেস) এফএসএলআর-১, (৮) ১১৪২৮ (জসিডি--পুনে সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস) এফএস এলআর-১, (৯) ১৩৫০৯ (আসানসোল–গোন্ডা এক্সপ্রেস) এফএসএলআর-২, (১০) ১৩৫০৭ (আসান-সোল–গোরখপুর এক্সপ্রেস) এফএসএলআর-২, (১১) ১২২৩৫ (মধুপুর–আনন্দ বিহার টার্মিনাল হামসফর এক্সপ্রেস) এফএসএলআর-১, (১২) ১২৩৪২ (আসানসোল–হাওড়া অগ্নিবীণা এক্সপ্রেস) এফএসএলআর-১, (১৩) ১৯৪৩৬ (আসানসোল–আহমেদাবাদ সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস) এফএসএলআর-১, (১৪) ১৩৫০৭ (আসানসোল–গোরখপুর এক্সপ্রেস) এফএসএলআর-১, (১৫) ১৩৫০৯ (আসানসোল– গোন্ডা এক্সপ্রেস) আরএসএলআর-১। সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য এবং উপরোক্ত সূচী অনুযায়ী উপরিল্লিখিত ই-অকশনে অংশগ্রহণ করতে ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে সকল সম্ভাব্য বিডারদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। (ASN-57/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

সংক্ষিপ্ত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ এএসএন/II/০১ অফ ২০২৪-২৫ ফর ই-টেন্ডারিং, তারিখ ২১.০৫.২০২৪। ডেপুটি চিফ ইঞ্জিনিয়ার/কন/২/পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল ডিভিশন, স্টেশন রোড, আসানসোল, পিন-৭১৩৩০১ নিম্নলিখিত কাজে ই-টেন্ডারিংয়ের জন্য টেন্ডার আহ্বান করছেন। **কাজের নাম ঃ** হাঁসদিহা এবং কাথওয়ানে দূষণ নিয়ন্ত্রণ কাজের জন্য ফগ ক্যাননের ব্যবস্থা। **টেন্ডারের ধরন ঃ** সিঙ্গল প্যাকেট সিস্টেম। **আনুমানিক মূল্যমান ঃ** ০.৯৬ কোটি টাকা। **বিড সিকিউরিটি ঃ** ১,৯২,০০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** নেই। **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** ০২ মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৪.০৬.২০২৪-এ বেলা ১১টা। টেন্ডার নথিপত্র ও অন্যান্য বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** থেকে পাওয়া যাবে। উক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে টেন্ডারের জন্য বিড জমা করতে হবে। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে ম্যানুয়াল অফার অনুমোদন করা হবে না এবং কোনও ম্যানুয়াল অফার পাওয়া গেলে গ্রাহ্য না করে বাতিল করা হবে। (CON-20/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্যে ও পক্ষে প্রিন্সিপাল চিফ ইঞ্জিনিয়ার, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা নিম্নলিখিত কাজের ই-টেন্ডারিংয়ের জন্য টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **কাজের নামঃ** মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতার নোয়াপাড়া থেকে মহানায়ক উত্তমকুমার পর্যন্ত মেট্রো রেলওয়ে টানেলের ভারী মেরামতি এবং রিহ্যাবিলিটেশন এবং একই অধিকারক্ষেত্রে এয়ার ভেন্টিলেশন জোন, শাফ্‌টস্ এবং কুলিং টাওয়ার্স, মিড পয়েন্ট শাফ্‌টের সম্পূর্ণ নবীকরণ। **কাজের আনুমানিক ব্যয়ঃ** ২০,৭৮,৩৮,০৫৪.৬২ টাকা, **বায়না মূল্যঃ** ১১,৮৯,২০০ টাকা, **সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** বারো (১২) মাস, **বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ১৮.০৬.২০২৪ তারিখ দুপুর ১২টা। টেন্ডার নথিপত্র এবং অন্যান্য বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যাবে। যদি কোনো পরিমার্জন/সংশোধন থাকে, তবে তা কেবলমাত্র ওয়েবসাইটে আপলোড করা হবে।

সংক্ষিপ্ত ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ সিভিল-২৪৪৫-২০২৩ (ওপেন) (টু প্যাকেট)

আমাদের অনুসরণ করুন: /metrorailwaykol /metrorailkolkata

গোল্ডেন ক্রাস্ট এডুকেশন এন্ড সার্ভিসেস লিমিটেড

CIN: L51109WB1982PLC035565

রেজি. অফিস ঃ ৬২এ, ডঃ মেঘনাদ সাহা সরণী, রুম নং.-২, ২য় তল, সাউদার্ন এভিনিউ, কলকাতা -৭০০০২৯, ভারত

ইমেলঃ info@goldencrest.in, ওয়েবসাইট ঃ www.goldencrest.in

৪র্থের জন্য নিরীক্ষিত স্বতন্ত্র আর্থিক ফলাফলের নির্যাস ত্রৈমাসিক এবং বছর ৩১ মার্চ ২০২৪ শেষ হয়েছে

[SEBI (LODR) রেগুলেশন, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৪৭(১) (বি) দেখুন]

(লক্ষ টাকা)

ক্রম নং	বিবরণ	৩ মাস শেষে ৩১.০৩.২৪ (পরীক্ষিত)	৩১.০৩.২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২৩ (পরীক্ষিত)	বর্ষ শেষে ৩১.০৩.২৪ (পরীক্ষিত)	৩১.০৩.২৩ (পরীক্ষিত)
১.	মোট আয় কারবার থেকে	১০.১৪৯	৩.৪০৮	১১.২৮১	২৬.৭৫৬	৩৯.৪৫৫
২.	নিট লাভ / (ক্ষতি) করের আগে সময়ের জন্য এবং ব্যতিক্রমী এবং অতিরিক্ত সাধারণ আইটেম	৬.৯১০	০.৪২১	৫.৮২৩	৮.৯২৫	১০.১৬৭
৩.	নিট লাভ / (ক্ষতি) ট্যাক্সের পূর্ববর্তী সময়ের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং অতিরিক্ত সাধারণ আইটেমগুলির পরে)	৬.৯১০	০.৪২১	৫.৮২৩	৮.৯২৫	১০.১৬৭
৪.	নিট লাভ / (ক্ষতি) ট্যাক্সের পরে (অসাধারণ এবং / অথবা অসাধারণ আইটেমগুলির পরে)	৬.৯১০	০.৪২১	৫.৮২৩	৬.৫৬৫	৭.০০৬
৫.	সময়কালের জন্য মোট ব্যাপক আয় [সম্মিলিত লাভ / (ক্ষতি) সময়ের জন্য (করের পরে) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পরে)]	৬.৯১০	০.৪২১	৫.৮২৩	৬.৫৬৫	৭.০০৬
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৫২৪.৫০০	৫২৪.৫০০	৫২৪.৫০০	৫২৪.৫০০	৫২৪.৫০০
৭.	সংরক্ষিত (আগের বছরের এর ব্যালেন্স শীটে দেখানো হিসাবে পুনর্মূল্যায়ন সংরক্ষণ ব্যতীত				৫৪০.৫২৮	৫৩৩.৯৬৩
৮.	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতি ১০ /- টাকা) (সমাপ্ত বছর ছাড়া বার্ষিক নয়) মূল এবং মিশ্র	০.১৩২	০.০০৮	০.১১১	০.১২৫	০.১৩৪

বিঃদ্রঃ

উপরোক্তটি SEBI (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৩৩ এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা ত্রৈমাসিক এবং বছরের শেষ নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ বিন্যাসের একটি নির্যাস। নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট এখানে উপলব্ধ স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইট যেমন. viz.www.bseindia.com এবং www.cse-india.com। একই কোম্পানির ওয়েবসাইটে যেমন পাওয়া যায় www.goldencrest.in

বোর্ডের আদেশ দ্বারা
গোল্ডেন ক্রাস্ট এডুকেশন এন্ড সার্ভিস লিমিটেড
যশ লামা
ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও
DIN No.:07799934

তারিখ ঃ ২৪ মে, ২০২৪
স্থানঃ কলকাতা

টোঙ্গানি টি কোম্পানি লিমিটেড

CIN - L01132WB1893PLC000742

রেজি. অফিস ঃ ১৫ বি, হেমন্ত বসু সরণী, ৩য় তল, কলকাতা-৭০০০০১

ফোনঃ ২২৪৮ ৭৬৮৫, ২২১০- ০৫৪০, ফ্যাক্স ঃ ৯১- ৩৩-২২১০- ০৫৪১

ইমেলঃ info@tonganitea.com, ওয়েবসাইট ঃ www.tonganitea.com,

স্বতন্ত্র নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের স্টেটমেন্টের নির্যাস ৩১ মার্চ, ২০২৪ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং বছরের জন্য (লক্ষ টাকা)

ক্রম নং	বিবরণ	৩ মাস শেষে ৩১.০৩.২০২৪ পরীক্ষিত	বছর থেকে তারিখ পরিসংখ্যান ৩১.০৩.২০২৪ পরীক্ষিত	সমতুল্য ৩ মাস আগের বছর শেষ হয়েছে ৩১.০৩.২০২৩ পরীক্ষিত
১.	মোট কারবার থেকে আয়	৪৩.০৫	৮২৮.৮৬	২৭.২৮
২.	নিট লাভ / (ক্ষতি) সময়ের জন্য (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং/ বা অসাধারণ আইটেম)	(১৩৭.১২)	১৪.৭৭	(৯৮.৫৭)
৩.	নিট লাভ/ (ক্ষতি) সময়ের জন্য (ট্যাক্সের আগে, ব্যতিক্রমী পরে এবং / অথবা অসাধারণ আইটেম)	(১৩৭.১২)	১৪.৭৭	(৯৮.৫৭)
৪.	নিট লাভ / (ক্ষতি) (ট্যাক্স পরে, ব্যতিক্রমী পরে এবং অথবা অসাধারণ আইটেম)	(১৩৯.০৫)	১২.৮৪	(১০০.৫০)
৫.	সময়ের জন্য মোট ব্যাপক আয় সময়কাল [লাভ সমন্বিত / (ক্ষতি) সময়ের জন্য (কর পরে) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরে)]	(১৩৯.০৫)	১২.৮৪	(১০০.৫০)
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (ফেস মূল্য ১০ /- টাকা প্রতি)	১৮.৫৮	১৮.৫৮	১৮.৫৮
৭.	অন্যান্য মূলধন (Ind AS অনুযায়ী)	১১৯১.৫১ তারিখ ৩১.৩.২৪	১১৯১.৫১ তারিখ ৩১.৩.২৪	১১৯১.৫১ তারিখ ৩১.৩.২৩
৮.	শেয়ার প্রতি আয় (১০ /- প্রতিটি) মূল	(৭৪.৮৪)	৬.৯১	(৫৪.০৯)
	মিশ্র	(৭৪.৮৪)	৬.৯১	(৫৪.০৯)

বিঃদ্রঃ

ক) উপরোক্তটি SEBI (তালিকা এবং অন্যান্য প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৩৩ এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দায়ের করা নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ বিন্যাসের একটি নির্যাস। নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বিন্যাস স্টকে উপলব্ধ এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইটঃ www.cse-india.com। এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে http://tonganitea.com/ pdf/safr_mar_2024.pdf।

খ) উপরোক্ত নিরীক্ষিত ফলাফলগুলি নিরীক্ষা কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং ২৪ মে, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হযেছে।

স্বা /- মনোজ কুমার দাগা
চেয়ারম্যান
DIN:00123386

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ২৪ মে, ২০২৪

কোলামা কমার্শিয়াল কোম্পানি লিমিটেড

সিআইএনঃ এল৫১১০৯ডব্লুবি১৯৮৩পিএলসি০৩৫৭১৯

রেজি. অফিসঃ সিএ-২২৬, সিএ ব্লক, সেক্টর ১, কলকাতা-৭০০০৬৪

ইমেলঃ colamacommercial@gmail.com, ওয়েবসাইটঃ colamacommercial.in

স্বতন্ত্র নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবৃতির নির্যাস ৩১ মার্চ, ২০২৪ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং বছরের জন্য (টাকা লক্ষে)

ক্রম. নং.	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি ৩১ মার্চ ২০২৪ (নিরীক্ষিত)	বছর সমাপ্তি ৩১ মার্চ ২০২৪ (নিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি ৩১ মার্চ ২০২৩ (নিরীক্ষিত)
১.	অপারেশন থেকে মোট আয় (নেট)			
২.	নিট মুনাফা/(ক্ষতি) ত্রৈমাসিক/বছরের জন্য (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারণ আইটেম)	(২.০৩)	৮.১২	(০.৪১)
৩.	নিট মুনাফা/(ক্ষতি) ত্রৈমাসিক/বছরের জন্য করের আগে (ব্যতিক্রমী এবং/অথবা আইটেমগুলির পরে)	(২.০৩)	৮.১২	(০.৪১)
৪.	নিট মুনাফা/(ক্ষতি) করের পরে সময়ের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/অথবা আইটেমগুলির পরে)	(৪.০৮)	৬.০৭	(৪.১১)
৫.	সময়ের জন্য মোট ব্যাপক আয় আয়কালের জন্য লাভ / (ক্ষতি) সমন্বিত (কর পরে) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরে)	(৪.০৮)	৬.০৭	(৪.১১)
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	২৪.৭৫	২৪.৭৫	২৪.৭৫
৭.	রিজার্ভ (পুনর্মূল্যায়ন রিজার্ভ ব্যতীত) যেমনটি আগের বছর নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শীটে দেখানো হয়েছে		৩৭৮.৫০	
৮.	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১০ টাকা) (চলমান এবং বন্ধ অপারেশনের জন্য)			
	মৌলিকঃ	(১.৬৫)	২.৪৫	(১.৬৬)
	মিশ্রিতঃ	(১.৬৫)	২.৪৫	(১.৬৬)

মন্তব্যঃ ক) উপরোক্তটি এসইবিআই (তালিকাকরণ এবং অন্যান্য প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৩৩ এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দায়ের করা ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ বিন্যাসের একটি নির্যাস। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট ওয়েবসাইটগুলিতে উপলব্ধ স্টক এক্সচেঞ্জ (গুলি) এবং তালিকাভুক্ত সত্তা www.colamacommercial.in-এ।

খ) ৩১শে মার্চ, ২০২৪ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বছরের জন্য ইন্ড এএস অনুগত আর্থিক ফলাফলগুলি অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছিল এবং ২৪ মে, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের নিজ নিজ সভায় কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ দ্বারা অনুমোদিত হয়েছিল।

গ) ৩১ মার্চ, ২০২৪ এবং ৩১ মার্চ, ২০২৩ সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের চিত্রগুলি হল ৩১ মার্চ, ২০২৪ এবং ৩১ মার্চ, ২০২৩ সমাপ্ত বছরের নিরীক্ষিত পরিসংখ্যান এবং প্রকাশিত বছরের শেষ হওয়া নয় মাসের জন্য তারিখের পরিসংখ্যানগুলির মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণ চিত্র। প্রাসঙ্গিক বছর যা সীমিত পর্যালোচনা সাপেক্ষে ছিল।

পরিচালন পর্ষদের পক্ষে এবং অনুমোদিত
রাজেশ প্রজাপতি
(ডিআইএন-০৮২৫১৪৫২)

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ মে ২৪, ২০২৪

লি অ্যান্ড নি সফট্‌ওয়্যারস্ (এক্সপোর্টস্) লিমিটেড

LN/EL

সিআইএনঃ এল৭০১০২ডব্লুবি১৯৮৮পিএলসি০৪৫৫৮৭

রেজি. অফিসঃ ১৪বি, ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৭

ইমেল আইডিঃ info@lnsel.com, ওয়েবসাইটঃ www.lnsel.com, ফোনঃ ০৩৩-৪০৬৫০৩৭৪ ফ্যাক্সঃ ০৩৩-৪০৬৫০৩৭৮

৩১শে মার্চ, ২০২৪-এ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং বছরের জন্য স্বতন্ত্র এবং সমন্বিত আর্থিক ফলাফলের বিবৃতির নির্যাস

(সমস্ত মূল্য লাখে, যদি না অন্যথায় বলা হয়)

ক্রম. নং.	বিবরণ	স্বতন্ত্র ত্রৈমাসিক সমাপ্তি ৩১.০৩.২০২৪ নিরীক্ষিত	৩১.০৩.২০২৩ নিরীক্ষিত	বছর সমাপ্তি ৩১.০৩.২০২৪ নিরীক্ষিত	৩১.০৩.২০২৩ নিরীক্ষিত	একত্রিত ত্রৈমাসিক সমাপ্তি ৩১.০৩.২০২৪ নিরীক্ষিত	৩১.০৩.২০২৩ নিরীক্ষিত	বছর সমাপ্তি ৩১.০৩.২০২৪ নিরীক্ষিত	৩১.০৩.২০২৩ নিরীক্ষিত
১.	অপারেশন থেকে মোট আয় (নেট)	২৪৫.৬৯	১৬৫.০৫	৯১০.৮৮	৭২৫.৪৫	২৬৬.৯৯	১৯০.৯৮	১০২৯.১৮	৮২৬.২৬
২.	সময়ের জন্য নিট লাভ / (ক্ষতি) (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারণ আইটেম)	১৪.০৯	৩.৭৮	৪৮.৮৬	২৫.৯৭	(১.৮১)	১৬.৭৬	৬৫.১১	৩০.৬০
৩.	নিট লাভ / (ক্ষতি) করের আগে সময়ের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারণ আইটেমগুলির পরে)	১৪.০৯	৩.৭৮	৪৮.৮৬	২৫.৯৭	(১.৮১)	১৬.৭৬	৬৫.১১	৩০.৬০
৪.	নিট লাভ / (ক্ষতি) করের পরে (ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ আইটেমগুলির পরে)	(১.৩০)	(৩.৭৯)	৩৩.৫৫	১৮.৪১	(১৭.২৩)	৬.৯৭	৪৯.৮০	২০.৮১
৫.	সময়কালের জন্য মোট ব্যাপক আয় [সম্মিলিত মুনাফা / (ক্ষতি) সময়ের জন্য (করের পরে) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পরে)]	(২.৩৬)	(১.৫০)	৪৬.২২	২২.৮৮	(১৯.২৪)	(১০.৬৭)	৮৯.৩৭	২০.৯৫
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৫৫৭৭.৪০	৫৫৭৭.৪০	৫৫৭৭.৪০	৫৫৭৭.৪০	৫৫৭৭.৪০	৫৫৭৭.৪০	৫৫৭৭.৪০	৫৫৭৭.৪০
	রিজার্ভ (পুনর্মূল্যায়ন রিজার্ভ ব্যতীত) আগের বছরের নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শীটে দেখানো হয়েছে			(১০৪.৭৯)	(১৫১.০২)			৭৮.৭৭	(১০.৫৯)
৭.	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১০ টাকা) (চলমান এবং বন্ধ অপারেশনের জন্য) মৌলিক (টাকা)	০.০০	০.০০	০.০৬	০.০৩	(০.০৩)	০.০১	০.০৯	০.০৪
	মিশ্রিত (টাকা)	০.০০	০.০০	০.০৬	০.০৩	(০.০৩)	০.০১	০.০৯	০.০৪

মন্তব্যঃ

১. উপরোক্তটি এসইবিআই (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন ২০১৫ এর রেগুলেশন ৩৩ এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জের সাথে ফ্রেড করা ত্রৈমাসিক এবং বছরের সমাপ্ত আর্থিক ফলাফলের বিশদ বিন্যাসের একটি নির্যাস। ৩১শে মার্চ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক ও বছরের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট, ২০২৪ আর্থিক ফলাফল স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট (www.bseindia.com) এবং কোম্পানির www.lnsel.com ওয়েবসাইটে যেমন পাওয়া যায়।
২. উপরোক্ত ফলাফলগুলি নিরীক্ষা কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং ২৪শে মে, ২০২৪-এ অনুষ্ঠিত পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
৩. পরিচালনা পর্ষদ ২০২৪-২৫ আর্থিক বছরের জন্য কোনো লভ্যাংশ সুপারিশ করেনি।
৪. যেখানে প্রয়োজন সেখানে পূর্ববর্তী সময়ের পরিসংখ্যানগুলি পুনরায় গোষ্ঠীভুক্ত, পুনর্শ্রেণীবদ্ধ এবং পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে।

পরিচালনা পর্ষদের আদেশ দ্বারা
স্বা/- মহেশ গুপ্তা
(চেয়ারপার্সন)

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ মে ২৪, ২০২৪

কোনও অজিকে কোচ হওয়ার জন্য প্রস্তাব দেওয়া হয়নি শাহ

মুম্বই, ২৪ মেঃ ভারতীয় দলের কোচ হিসাবে রাহুল দ্রাবিড়ের মেয়াদ শেষ হবে ২০২৪ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর। এমন পরিস্থিতিতে পরিবর্তন হতে পারে টিম ইন্ডিয়ার প্রধান কোচের অর্থাৎ ভারতীয় দলের প্রধান কোচের চেয়ারে বসতে পারেন নতুন কেউ। জানা গিয়েছে বিসিসিআই সম্প্রতি এই পদের জন্য আবেদন আহ্বান করেছে। ইতিমধ্যে অনেক রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে যে বিসিসিআই রিকি পন্টিং এবং জাস্টিন ল্যাঙ্গারকে প্রধান কোচ হওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে। রাহুল দ্রাবিড়ের মেয়াদ শেষ হবে ২০২৪ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর। এমন পরিস্থিতিতে পরিবর্তন হতে চলেছে টিম ইন্ডিয়ার প্রধান কোচ। বিসিসিআই সম্প্রতি এই পদের জন্য আবেদন আহ্বান করেছে। ইতিমধ্যে অনেক রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে যে বিসিসিআই রিকি পন্টিং এবং জাস্টিন ল্যাঙ্গারকে প্রধান কোচ হওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। যদিও, এই রিপোর্টের সত্যতা উড়িয়ে দিয়েছেন বিসিসিআই সচিব জয় শাহ। তিনি জানান, অস্ট্রেলিয়ার কোনও প্রাক্তন ক্রিকেটারকে কোচিং করার কোনও প্রস্তাব দেয়নি বিসিসিআই। এর ছাড়াও জয় শাহ বলেছিলেন যে বিসিসিআই এমন অভিজ্ঞদের খুঁজছে যাদের ঘরোয়া ক্রিকেট সম্পর্কে ভালো জ্ঞান রয়েছে। জয় শাহ বলেন, ''আমি বা বিসিসিআই কোনও প্রাক্তন অস্ট্রেলিয়ান খেলোয়াড়ের সঙ্গে যোগাযোগ করিনি। কিছু মিডিয়া চ্যানেলে প্রচারিত প্রতিবেদনে সম্পূর্ণ মিথ্যা বলা হচ্ছে।'' পন্টিং এবং ল্যাঙ্গার

উভয়েই ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে যথাক্রমে দিল্লি ক্যাপিটালস এবং লখনউ সুপার জায়ান্টসের প্রধান কোচ হিসেবে কাজ করেছিলেন। জয় শাহ আরও বলেছেন, ''আমাদের জাতীয় দলের জন্য সঠিক কোচ খোঁজা একটি সতর্কতামূলক এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রক্রিয়া। আমরা এমন ব্যক্তিদের চিহ্নিত করার দিকে মনোনিবেশ করি যারা ভারতীয় ক্রিকেট কাঠামোর গভীর ধারণা রাখে এবং র‍্যাঙ্কের মধ্য দিয়ে উন্নতি করেছেন।'' বিসিসিআই সেক্রেটারি আরও প্রকাশ করেছেন যে ভারতীয় ঘরোয়া ক্রিকেট সম্পর্কে ধারণা থাকা পরবর্তী কোচ নিয়োগের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ড হবে। তিনি বলেছিলেন যে টিম ইন্ডিয়াকে পরবর্তী স্তরে নিয়ে যাওয়ার জন্য এই দলকে বোঝাপড়া করা গুরুত্বপূর্ণ হবে। সম্প্রতি, জাস্টিন ল্যাঙ্গার এবং রিকি পন্টিং প্রকাশ করেছিলেন যে তারা প্রধান কোচের পদ গ্রহণের জন্য বিসিসিআই থেকে প্রস্তাব পেয়েছেন। যদিও তারা দুজনেই এই প্রস্তাব মানতে রাজি হননি। এখন বিসিসিআই সচিব দুই কিংবদন্তির দাবিই নাকচ করে দিয়েছেন। জানা গিয়েছে একইসঙ্গে গৌতম গম্ভীরও প্রধান কোচের দাবিদার হয়েছেন। আসলে, কিছু প্রতিবেদনে দাবি করা হচ্ছে যে প্রাক্তন ওপেনার ব্যাটসম্যানের সাথে বিসিসিআই এই বিষয়ে আলোচনা করেছে। আসলে, গম্ভীর বর্তমানে আইপিএলে কলকাতা নাইট রাইডার্সের মেন্টর। তার মেন্টরশিপেই ফাইনালে উঠেছে কলকাতা। এর আগে লখনউ সুপার জায়ান্টসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন গম্ভীর। দুই বছর তিনি এই দলের মেন্টর ছিলেন। তবে ২০২৪ সালের আইপিএলে কলকাতা নাইট রাইডার্সে ফিরেছেন গম্ভীর। সম্প্রতি, বিসিসিআই সচিব জয় শাহ স্পষ্ট করেছিলেন যে ভারতীয় দলে বিভিন্ন ফর্ম্যাটের জন্য আলাদা কোচ থাকবে না। এমন পরিস্থিতিতে, তিন ফর্ম্যাটের জন্যই একজন কোচের সন্ধান করা হবে, যিনি ভারতীয় ক্রিকেট দলের ৩.৫ বছরের জন্য দায়িত্ব নেবেন। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর দ্রাবিড়ের মেয়াদ শেষ হচ্ছে। জানা গিয়েছে যদি তিনি প্রধান কোচের পদে থাকতে চান তাহলে তাঁকেও এই পদের জন্য নতুন করে আবেদন করতে হবে। বিসিসিআই ২৭ মে আবেদনের শেষ তারিখ নির্ধারণ করেছে।

ভারতীয় দলের হেড কোচ হবেন এবি ডিভিলিয়ার্স! কী বলছেন?

কেপ টাউন, ২৪ মেঃ রাহুলের দ্রাবিড়ের পর ভারতীয় দলের হেড কোচ হবেন এবি ডিভিলিয়ার্স? সম্ভব না অসম্ভব, সেটা পরের বিষয়। সম্ভবনা কতটা সেটাও বলা কঠিন। আপাতত নেই, এটুকু হয়তো বলা যায়। তবে সুযোগ এলে কী করবেন মিস্টার ৩৬০ ডিগ্রি এবি ডিভিলিয়ার্স? ভারতীয় ক্রিকেটে তাঁর জনপ্রিয়তা কম নয়। দীর্ঘ সময় ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে খেলেছেন এবিডি। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলতেও ভারতে এসেছেন। তাঁকে ভারতীয় ক্রিকেট প্রেমীরা পছন্দ করেন। ভারতের ক্রিকেটারদের সঙ্গে দারুণ বন্ধুত্ব। কোচের পদে হঠাৎই উঠে আসছে এবিডির নাম। কী বলছেন তিনি? গত কয়েক দিন ধরেই ভারতীয় ক্রিকেটে আলোচনায় বেশ কিছু নাম। ভারতীয় দলের কোচ কে হতে পারেন, এই নিয়ে নানা জল্পনা। দেশ-বিদেশের অনেক নামই রয়েছে সম্ভাব্য তালিকায়। অস্ট্রেলিয়ার কিংবদন্তি ক্রিকেটের রিকি পন্টিং, চেন্নাই সুপার

কিংসের হেড কোচ স্টিফেন ফ্লেমিংদের কথা শোনা গিয়েছে। রিকি পন্টিং দাবি করেছেন, তাঁর কাছে প্রস্তাব থাকলেও রাজি হননি। যদিও ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সচিব জয় শাহ পরিষ্কার করে দিয়েছেন, অস্ট্রেলিয়ার কাউকেই কোচের প্রস্তাব দেওয়া হয়নি। সম্ভাবনার তালিকায় আরসিবির কোচ অ্যান্ডি ফ্লাওয়ারের নামও রয়েছে। সে ভাবেই উঠে এসেছে এবিডি প্রসঙ্গ। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড যেহেতু কোচ খুঁজছে, সে কারণেই এবিডিকে জিজ্ঞেস করা হয় তাঁর আগ্রহ রয়েছে কিনা। এবিডি বলছেন, ''আমার সত্যিই কোনও ধারনা নেই। মনে হয়, কোচিংটা আমি উপভোগ করব। হয়তো কিছু বিষয় পছন্দ হবে না, আমাকে অনেক কিছু শিখতে হবে। সময়ের সঙ্গে সবকিছুই সম্ভব। হতেই পারে আগামী দিনে আমার মধ্যেও কোচিংয়ের মানসিকতা তৈরি হল। আমার বয়স ৪০। এত দিনে যা শিখেছি, তা হয়তো জুনিয়র প্লেয়ারদের এমনকি সিনিয়রদেরও কাজে লাগতে পারে।'' তা হলে কি এ বারই কোচিংয়ে নেমে পড়তে চান এবিডি? বলছেন, ''কিছু প্লেয়ারের সঙ্গে কাজ করার ইচ্ছে রয়েছে। তবে এখনই ফুল টাইম হেড কোচ হওয়ার মতো জায়গায় নেই। আমার ইচ্ছে রয়েছে, তবে এখনই নয়। সময় আসুক, পরিস্থিতি হয়তো বদলে যেতেই পারে।'

ধোনির আইপিএল ভবিষ্যৎ নিয়ে এবার মুখ খুললেন সিএসকে সিইও কাশী

চেন্নাই, ২৪ মেঃ মহেন্দ্র সিং ধোনি আইপিএলে খেলা চালিয়ে যাক। মনে প্রাণে তাঁর ভক্তরা এমনটাই চান। মাহি নিজে কী চান? তাঁর অনুরাগীদের মন আনচান করছে সেই উত্তর জানার জন্য। আইপিএলের ১৭তম সংস্করণে চেন্নাই সুপার কিংসের সফর কয়েকদিন আগে শেষ হয়েছে। এ বারের প্লে অফে কোয়ালিফাই করতে পারেনি সিএসকে। তারপর থেকেই ধোনি ভক্তদের মুখে মুখে একটাই প্রশ্ন, তিনি কি শেষ আইপিএল খেলে নিলেন? ২০২৫ এর আইপিএলে মহেন্দ্র সিং ধোনিকে কি আর হলুদ জার্সিতে দেখা যাবে না? এ বার ধোনির আইপিএল ভবিষ্যৎ নিয়ে মুখ খুললেন চেন্নাই সুপার কিংসের সিইও কাশী বিশ্বনাথন। সম্প্রতি চেন্নাই সুপার কিংস এক ভিডিয়ো শেয়ার করেছে। সেখানে ধোনির আইপিএল ভবিষ্যৎ নিয়ে কাশী বিশ্বনাথনকে প্রশ্ন করা হয়। তিনি বলেন, ''আমি জানি না। এই প্রশ্নের উত্তর একমাত্র এমএস ধোনি দিতে পারবে। আমরা বরাবর এমএসের সিদ্ধান্তকে শ্রদ্ধা করি। তাই আমরা এমএসের ওপরে সবকিছু ছেড়ে দিয়েছি। ধোনি এর আগেও ওর সিদ্ধান্ত সঠিক সময়ে জানিয়েছে।'' আগামী বছরও ধোনিকে হলুদ জার্সিতে দেখা যাবে আশা করছেন সিএসকে সিইও। চেন্নাই সুপার কিংসের ইউটিউবে কাশী বিশ্বনাথন বলেন, ''আমরা আশা করি ও যখন সিদ্ধান্ত নেবে তখন আমরা ঠিক জানতে পারব। তবে আমরা আশাবাদী যে আগামী বছর সিএসকের হয়ে ও খেলবে। এটাই ভক্তদের এবং আমার প্রত্যাশা।'' ধোনির ভবিষ্যৎ নিয়ে বলার পাশাপাশি কাশী বিশ্বনাথন জানান, চেন্নাইয়ের হেড কোচ স্টিফেন ফ্লেমিংকে তিনি প্রশ্ন করেছিলেন তিনি টিম ইন্ডিয়ার হেড কোচের পদে আবেদন করেছেন কিনা। এ বিষয়ে কাশী বলেন, ''আসলে আমি ভারতীয় সাংবাদিকদের কাছ থেকে অনেক ফোন পেয়েছি। তাঁরা জিজ্ঞসা করছিল স্টিফেন ফ্লেমিং ভারতীয় টিমে চাকরি করতে আগ্রহী কিনা। এ বিষয়ে ফ্লেমিংকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম।'' কাশীর প্রশ্নে ফ্লেমিং বলেন, ''তুমি কি আমাকে ভারতের কোচের পদে চাও?' সিএসকে সিইওর মতে ফ্লেমিং এই দায়িত্ব নেবেন না। কারণ, তিনি নিজেকে বছরের ৯-১০ মাস পুরোপুরি একটা টিমের সঙ্গে জড়িয়ে রাখতে চাইবেন না।

দীর্ঘমেয়াদি চুক্তিতে মোহনবাগানে দীপেন্দু বিশ্বাস

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ মেঃ দলবদলের মরসুম একপ্রকার শুরু হয়ে গিয়েছে। ফিফা ট্রান্সফার উইন্ডো যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে ১২ জুন থেকে ওপেন হচ্ছে। তবে এখন থেকেই দল গোছানোর কাজে নেমে পড়েছে সমস্ত ফুটবল ক্লাবগুলো। সোশ্যাল মিডিয়ায় বিভিন্ন ফুটবলারদের নিয়ে জোরকদমে চর্চা চলছে। দলগঠনের আসরে নেমে পড়েছে কলকাতার তিন প্রধানও। মোহনবাগানে জোর আলোচনা জেমি ম্যাক্লারেনকে নিয়ে। এসবের মাঝেই বঙ্গতনয় দীপেন্দু বিশ্বাসের সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ বাড়াল সবুজ মেরুন ম্যানেজমেন্ট। দীপেন্দু বিশ্বাসের সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি মোহনবাগানের। ২০২৭ সাল পর্যন্ত বাঙালি ডিফেন্ডারের সঙ্গে চুক্তি করল সবুজ-মেরুন। মোহনবাগানের জুনিয়র দল থেকেই উত্থান। দীপেন্দুর খেলা নজর কাড়ে কোচ হাবাসের। এরপরই আইএসএলের সিনিয়র দলে রেজিস্ট্রেশন করানো হয় চম্পাহাটির ছেলেকে। ২১ বছরের দীপেন্দুকে ৩ বছরের চুক্তিতে রেখে দিল মোহনবাগান। গত মরসুমে সবুজ-মেরুন জার্সিতে দুরন্ত ফুটবল উপহার দিয়েছিলেন মোহনবাগানের তরুণ ডিফেন্ডার দীপেন্দু বিশ্বাস। হাবাস দলের দায়িত্ব নেওয়ার পরই আরও সপ্রতিভ হয়ে ওঠেন দীপেন্দু। সূত্রের খবর, বড় অঙ্কের চুক্তিতেই মোহনবাগানে আরও তিন বছর থেকে গেলেন দীপেন্দু। তিন বছরে ৯০ লাখ টাকা পাবেন বাঙালি ডিফেন্ডার। আইএসএল চলাকালীন আনোয়ার আলি চোট পেয়ে মাঠের বাইরে চলে যাওয়ার পর রক্ষণে দলকে ভরসা জোগান। হেক্টর ইউস্তের সঙ্গে বাগান রক্ষণের দায়িত্ব সামলেছিলেন দীপেন্দু। তরুণ এই বঙ্গ তনয়ের পারফরম্যান্সে বেশ খুশি বাগান ম্যানেজমেন্ট। অন্যদিকে রাগে, অভিমানে

মোহনবাগানের সংসার ছাড়লেন কিয়ান নাসিরি। তরুণ এই প্রতিভা বড় ম্যাচে দু'বার গোল করে দলকে জিতিয়েছিলেন। কিয়ান হলেন ময়দানের নামী প্রাক্তন বিদেশি তারকা জামশেদ নাসিরির পুত্র। তিনি মোহনবাগানের জুনিয়র অ্যাকাডেমি থেকে উঠে এসেছিলেন। সবুজ মেরুনের আগের কোচ জুয়ান ফেরান্দো তাঁকে ব্যবহার করলেও হাবাসের আমলে কিয়ান সুযোগ পাননি। তাঁকে কয়েকটি ম্যাচে পরিবর্ত হিসেবে নামানো হয়েছিল। তিনি তারমধ্যেও ভাল খেলেছিলেন। কিয়ানের মধ্যে একটা অভিমান ছিল, তিনি ফর্ম ধরে রাখলেও মোহনবাগানের প্রথম একাদশে সুযোগ পাননি। তাঁকে বসিয়ে হাবাস দলে রেখেছেন লিস্টন ও মনবীর সিংকে। কিয়ান যোগ দিলেন চেন্নাইয়িন এফসি-তে তিন বছরের চুক্তিতে। তিনি এক বার্তায় জানিয়েছেন, মোহনবাগান সমর্থকদের ভালবাসা তিনি ভুলবেন না। তিনি তাঁদের কাছে সেই ছোটই থাকবেন। আগামী দিনে যদি বড় ফুটবলারও হন, সবুজ মেরুন সমর্থকদের ভুলবেন না, সেটি কথা দিয়েছেন ২০ বছরের তরুণ। কিয়ান নিজের ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে লিখেছেন, ''পাঁচটি অসাধারণ বছর মরশুম কাটানোর পরে অবশেষে বিদায় জানাচ্ছি। অনূর্ধ্ব ১৯ দল থেকে আই লিগ, এরপর আইএসএলে মোহনবাগানে অভিষেকে পথটা খুব সুন্দর ছিল। মাঠে এবং মাঠের বাইরে বিভিন্ন মূহূর্ত, বিভিন্ন অভিজ্ঞতা আমায় তৈরি হতে সাহায্য করেছে। ড্রেসিংরুমে সতীর্থদের সঙ্গে সময় কাটানো, বড়দের পরামর্শ, এগুলি স্মৃতিতে থেকে যাবে। শুধু তাই নয়, যুবভারতীতে মোহনবাগান সমর্থকদের চিৎকার, উৎসাহ দেওয়াও মনে থেকে যাবে চিরকাল। আমি কলকাতার বন্ধুদের মিস করব।'' এদিকে, মোহনবাগানের হামতেও কেরালা ব্লাস্টার্স দলে যোগ দিলেন। তিনিও কিয়ানের মতো সুযোগ পাননি ম্যাচে। তাই প্রথম দলে সুযোগ পাবেন, সেই প্রতিশ্রুতি পেয়েই কেরল দলে যোগ দিয়েছেন।

৬৭ বছরে অভিষেক আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে!

জিব্রাল্টার, ২৪ মেঃ বিশ্ব ক্রিকেটে নজির তৈরি করলেন জিব্রাল্টারের স্যালি বার্টন। মহিলা উইকেটরক্ষক-ব্যাটার প্রথম আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ম্যাচ খেললেন ৬৬ বছর ৩৩৪ দিন বয়সে। এস্তোনিয়ার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি ম্যাচে তাঁকে খেলাল জিব্রাল্টার। যে বয়সে অধিকাংশ মানুষ নাতি-নাতনিদের নিয়ে অবসর সময় কাটানোর কথা ভাবেন, সেই বয়সে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটজীবন শুরু করলেন বার্টন। প্রায় ৬৭ বছরের ক্রিকেটার অবশ্য নিজেকে প্রৌঢ় মনে করেন না। কেউ তাঁকে প্রবীণ বললেও আপত্তি করেন। বিশ্বরেকর্ড গড়ার পর বার্টন বলেছেন, ''আমার অভিধানে প্রবীণ বা প্রৌঢ় বলে কোনও শব্দ নেই। এটা ঠিক, কখনও ভাবিনি ৬০ বছর বয়স হয়ে যাওয়ার পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলার সুযোগ পাব। তবে আমার অভিষেক প্রমাণ করে দিল, থামার কোনও বয়স নেই।'' কবে অবসর নিতে চান ক্রিকেট থেকে? এই প্রশ্নে ক্ষুব্ধ বার্টন বলেছেন, ''অবসর কেন? এই তো সবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটজীবন শুরু করলাম। যত দিন পারব খেলে যাব।'' এর আগে সবচেয়ে বেশি বয়সে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেকের নজির ছিল পর্তুগালের আকবর সৈয়দের। তিনি ২০১২ সালে ফিনল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৬৬ বছর ১২ দিন বয়সে নিজের প্রথম আন্তর্জাতিক টি২০ ম্যাচ খেলেছিলেন। জিব্রাল্টারের বার্টন তাঁর রেকর্ড ভেঙে দিলেন। তাঁর এই কীর্তি ক্রিকেটপ্রেমীদের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিল।

কথা রাখলেন ইউএসএ ক্রিকেটাররা!

বাংলাদেশকে ফের হারিয়ে সিরিজ জিতল আমেরিকা

ফ্লোরিডা, ২৪ মেঃ অঘটন একদিন হতে পারে। নিয়মিত হয়ে দাঁড়ালে সেটা আর অঘটন থাকে না। বরং অঘটন বলে কোনও এক দলকে ছোট করা হয়। এ বারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের যৌথ আয়োজক ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। প্রথম বার বিশ্বকাপ আয়োজন এবং খেলার সুযোগ পাচ্ছে আমেরিকা। বিশ্বকাপের প্রস্তুতিতে আগে ভাগেই আমেরিকা পৌঁছে গিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল। আমেরিকার বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজও খেলছে। টানা দ্বিতীয় হারে সিরিজ ইতিমধ্যেই হাতছাড়া বাংলাদেশের। প্রথম টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশকে হারানোর পরই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অলরাউন্ডার হুঁশিয়ারি দিয়ে রেখেছিলেন, তারা ছেড়ে দেওয়ার পাত্র নন। বাংলাদেশকে এক ম্যাচে হারিয়ে ক্ষান্ত হতে নারাজ, পরিষ্কার করে দিয়েছিলেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত অলরাউন্ডার হরমীত সিং। কথা রাখলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্রিকেটাররা। বিশ্ব ক্রমতালিকায় ৯ নম্বরে থাকা বাংলাদেশকে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতেও হারাল বিশ্বের ১৯ নম্বর টিম আমেরিকা। বাংলাদেশ ব্যাটিংয়ের ভরাডুবিই দ্বিতীয় ম্যাচে হারের কারণ। বিশ্বকাপ স্কোয়াড ঘোষণার পরই বাংলাদেশ ক্রিকেটে হইচই পড়ে গিয়েছিল। পেস বোলিং অলরাউন্ডার সইফউদ্দিনকে দলে নেওয়া হয়নি। যা অবাক করার মতোই সিদ্ধান্ত। লোয়ার অর্ডারে তাঁর মতো একজন থাকলে হয়তো এমন পরিস্থিতির সামনে পড়তে হত না বাংলাদেশকে। দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশের সামনে লক্ষ্য ছিল মাত্র ১৪৫ রান। টাইগাররা তিন বল বাকি থাকতেই ১৩৮ রানে অলআউট! প্রথমে ব্যাট করে ৬ উইকেটে ১৪৪ রান তোলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ক্যাপ্টেন মনাঙ্ক প্যাটেল সর্বাধিক ৪২ রান করেন। শরিফুল ইসলাম, মুস্তাফিজুর রহমান, রিশাদ হোসেন দুটি করে উইকেট নেন। টি-টোয়েন্টিতে ১৪৫ রানের টার্গেট কোনও কঠিন বলা যায় না। অন্তত কাগজে কলমে আমেরিকার ক্রিকেট ও বাংলাদেশের যা পার্থক্য তাতে, বাংলাদেশের কাছে এটি সহজ লক্ষ্যই ছিল। ৫ উইকেটেই ১২৪ রান তুলে নেওয়ার পর বাংলাদেশের জয় যেন সময়ের অপেক্ষা ছিল। সেখান থেকে ১৩৮ রানে অলআউট! ব্যাটিংয়ে মনাঙ্ক প্যাটেলের পর বল হাতে আমেরিকার নায়ক আলি খান। বিভিন্ন দেশের ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে খেলেন মিডিয়াম পেসার আলি খান। ফলে অভিজ্ঞতাও রয়েছে। সেই পেসারই বাংলাদেশের হাল বেহাল করেন। ৩.৩ ওভারে মাত্র ২৫ রান দিয়ে ৩ উইকেট নেন আলি খান। বাংলাদেশ ইনিংসে সাতটি এক অঙ্কের স্কোর!

কোপা আমেরিকায় আসছে ক্রিকেটের নিয়ম! চালু হচ্ছে গোলাপি কার্ড

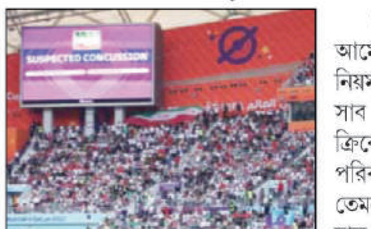

ফ্লোরিডা, ২৪ মেঃ কোপা আমেরিকায় আসছে ক্রিকেটের নিয়ম। আইসিসি যেমন কনকাশন সাব রেখেছে। মাঠে কোনও ক্রিকেটার চোট পেয়ে গেলে তাঁর পরিবর্তে মাঠে নামে কেউ। তেমনই কোপা আমেরিকায় এবার চালু হচ্ছে কনকাশন সাব। খেলতে খেলতে কোনও ফুটবলার চোট পেয়ে বেরিয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে কোনও ফুটবলার নামতে পারবেন। লাতিন আমেরিকা ফুটবল সংস্থাও একই নিয়ম চালু করেছে। পাশাপাশি কোপা আমেরিকায় চালু হচ্ছে গোলাপি কার্ড। ম্যাচের রেফারি কনকাশন সাব হিসেবে যাঁকে মাঠে নামাবে, তাঁকে দেখাতে হবে গোলাপি কার্ড। এই অভিনব নিয়ম আনছে কনমেবল সংস্থা। আধুনিক পাওয়ার ফুটবলে চোট পাওয়ার প্রবণতা বেড়ে গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে দলগুলিকেও সমস্যায় পোহাতে হয়। তাই কোনও ফুটবলার চোটের কারণে বেরিয়ে গেলে কোচের কাছেও চ্যালেঞ্জ হয়ে যায় বিষয়টি। এই নিয়মে সব দলগুলিই সুবিধে পাবে। পরবর্তীকালে কোপায় এই নিয়ম সফল হলে বিশ্বকাপেও তা দেখা যেতে পারে। কোপা আমেরিকা শুরু হবে ২০ জুন থেকে, চলবে ১৪ জুলাই পর্যন্ত। ব্রাজিল, আমেরিকা, উরুগুয়ের মতো নামী লাতিন আমেরিকা দলগুলি ইতিমধ্যেই দল ঘোষণা করে দিয়েছে। মেসিসহ আর্জেন্টিনা পুরো শক্তির দল গড়েছে। বাদ একমাত্র পাওলো দিবালা। তাঁকে চোটের কারণে দলে রাখেননি কোচ লিওনেল স্কালোনি।

হঠাৎই বিশ্ব ক্রিকেটকে অবাক করে অবসন নেবেন বিরাট মাইকেল ভন

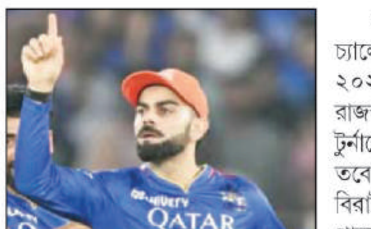

লন্ডন, ২৪ মেঃ যদিও রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু আইপিএল ২০২৪-এ এলিমিনেটর ম্যাচে রাজস্থান রয়্যালসের কাছে হেরে টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে গিয়েছে, তবে দলের তারকা খেলোয়াড় বিরাট কোহলি আবারও তার পারফরম্যান্স দিয়ে ভক্তদের মন জয় করেছেন। কোহলি যতদিন খেলেছেন ততদিন কমলা টুপি নিজের দখলেই রেখেছেন, যদিও এখনও কমলা টুপি বিরাট কোহলির দখলেই রয়েছে। এর মাঝেই অনেকে প্রশ্ন করতে শুরু করেছেন যে বিরাট কোহলির কি এটাই শেষ আইপিএল ছিল? কারণ বিরাট কোহলির পারফরম্যান্স দুর্দান্ত হলেও দল ট্রফি জিততে পারেনি। ভক্তদের খুব খারাপ লাগছে। অন্যদিকে, কোহলি ভক্তরাও ভয়ে আছেন বিরাট কোহলি অবসর নিলে কী হবে? এই সময়ে বিরাট কোহলির কেরিয়ার নিয়ে বড় বিবৃতি দিয়েছেন ইংল্যান্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক মাইকেল ভন। বিরাট কোহলি সম্পর্কে মাইকেল ভন ক্রিকবাজে বলেছেন যে কোহলির ফিটনেস বিবেচনা করে, তিনি আগামী ৫ বছর ক্রিকেট খেলতে পারেন, তবে এর সম্ভাবনা খুব কম। কারণ তার আগেই পরিকল্পনা বদলাতে পারেন বিরাট কোহলি। ভনের মতে, কোহলির দুই সন্তানের বাবা হয়েছেন, এবং পরিবার নিয়ে তাঁর অনেক কর্তব্য রয়েছে, হয়তো সেই কারণেই হঠাৎ করেই অবসর নিতে পারেন বিরাট কোহলি। প্রাক্তন এই ক্রিকেটার বলেছেন, কোহলি হয়তো অসময়ে নিজের কেরিয়ার শেষ করে দিতে পারেন।

বিশ্বকাপের আগে বিস্ফোরণ ইংলিশ ক্রিকেটারের!

ভারতকে গুরুত্ব দেওয়ার দরকার নেই

লন্ডন, ২৪ মেঃ ২০১৩ সালের পর আর আইসিসি ট্রফি ঢোকেনি ঘরে। আইসিসির টুর্নামেন্টে তারপর বেশ কয়েকবার ফাইনালে উঠেছে ভারত। কিন্তু ভাগ্য বদলাতে পারেননি বিরাট কোহলি থেকে রোহিত শর্মা। জুন মাসে শুরু হচ্ছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। এ বার খেতাব জিততে মরিয়া ভারত। রোহিত শর্মা থেকে বিরাট কোহলি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জেতার জন্য মরিয়া। হয়তো এটাই শেষ বিশ্বকাপ ভারতীয় টিমের কয়েক জন সিনিয়রের। সেই কারণেই মরিয়া হয়ে মাঠে নামতে চান ভারতীয় ক্রিকেটাররা। কিন্তু ১১ বছর টানা ট্রফিহীন ভারতের বিশ্বকাপ জেতার সম্ভাবনা কতটা? ইংল্যান্ডের এক প্রাক্তন ক্রিকেটার কিন্তু ভারতকে তেমন গুরুত্বই দিচ্ছেন না। আইপিএল শেষ পর্যায়ে। বিশ্বকাপের ঘণ্টা বেজে গিয়েছে। সব টিমই

শেষবেলার প্রস্তুতি নিচ্ছে। ইংল্যান্ড, পাকিস্তান, বাংলাদেশ সব সব টিমই মে মাসের শেষ সপ্তাহে টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলতে ব্যস্ত থাকবে। সেখানে ভারতীয় ক্রিকেট টিম বিশ্বকাপে নামার আগে মাত্র একটাই প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে। রোহিতদের অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন অনেকেই। শুধু আইপিএলই যেন ফোকাস। বিশ্বকাপে সাফল্য পেতে হলে অনেক অঙ্কের দরকার। তা কি মেলাতে পারবেন রোহিতরা, এই প্রশ্ন থাকছে। ইংল্যান্ডের প্রাক্তন ক্রিকেটার ডেভিড লয়েড এক পডকাস্টে বলে দিয়েছেন, ভারতকে নিয়ে ভয় পাওয়ার মতো কিছু নেই। তাঁর যুক্তি, 'ভারতীয় টিম কী ভাবছে, আগাম বুঝতে পারা যায়। যে কোনও টিম প্রতিপক্ষকে মাপে কোয়ালিটি দিয়ে। এ নিয়ে সন্দেহ নেই, ভারতীয় টিমে বেশ কিছু ভালো প্লেয়ার রয়েছে। কিন্তু ওরা ব্যাটে-বলে ঝুঁকি নিতে চায় না। ওরা নিজেদের ছন্দে খেলে ঠিকই, সেরা দেওয়ার চেষ্টা করে ঠিকই, কিন্তু হুঙ্কার দেওয়ার মতো টিম নয়।' লয়েড কেন এই কথা বলেছেন, ভালো করেই বোঝা যায়। গত কয়েক বছরে ভারত বারবার নক আউট পর্যায়ে গিয়ে হেরেছে। চাপ সামলাতে না পারার অক্ষমতা প্রকাশ হয়ে পড়েছে। সেই কারণেই হয়তো এমনটা বলেছেন লয়েড।

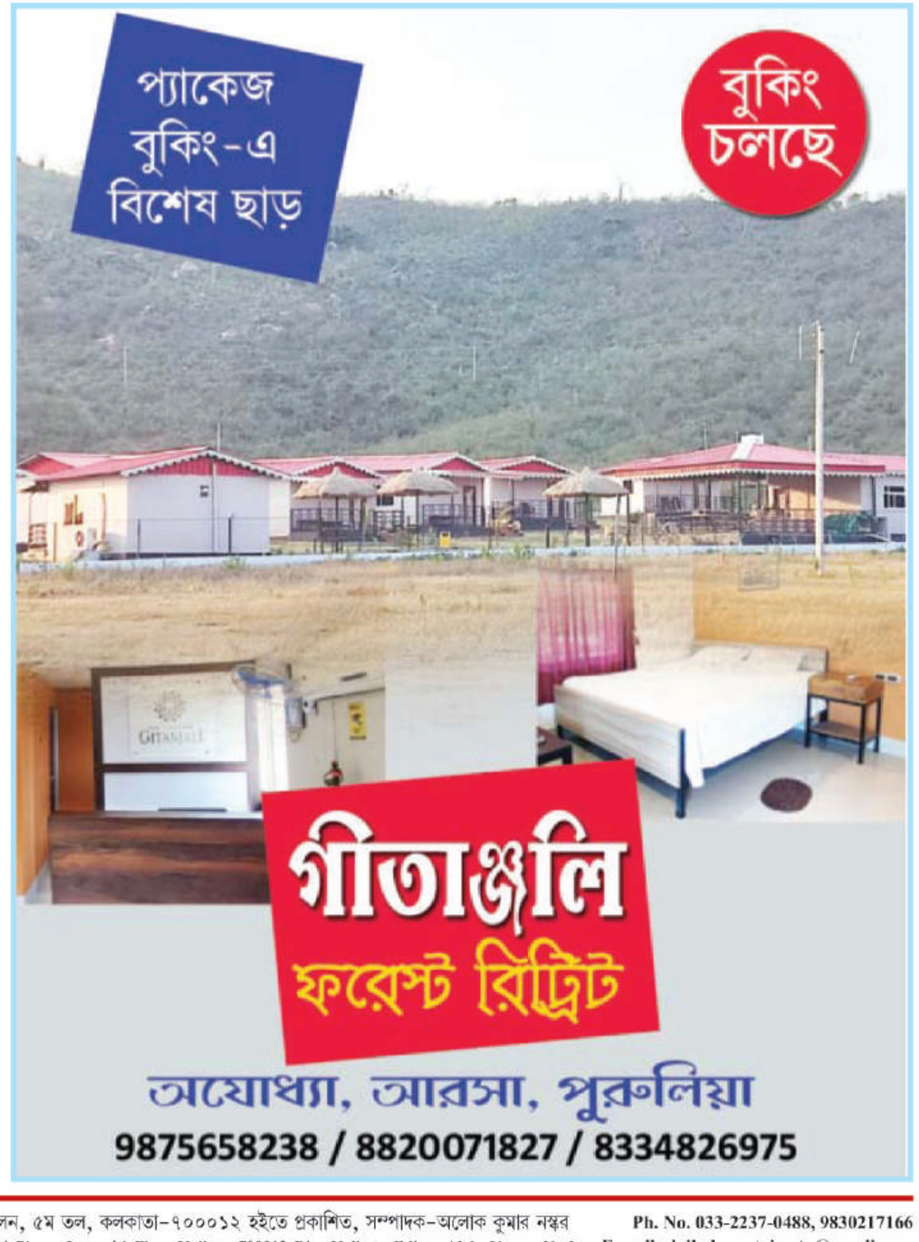

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com